এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : একটি ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান (Morphological analysis of the dialect of Mithapukur Upazilla of Rangpur District : A linguistic investigation.)

গবেষক

শুভ রায়

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭–২০১৮

রেজিস্ট্রেশন নং–২৬১

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. সালমা নাসরীন

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমার " রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : একটি ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান (Morphological analysis of the dialect of Mithapukur Upazilla of Rangpur District : A linguistic investigation) " শীর্ষক গবেষণা কর্মটি এম. ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হলো। গবেষণার অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ অন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি। এই গবেষণায় যে সমস্ত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও অন্য গবেষণাকর্মের সহায়তা নেয়া হয়েছে তার সকল তথ্যাবলি যথাযথভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

শুভ রায়

এম. ফিল. গবেষক

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭–২০১৮

রেজিস্ট্রেশ নং–২৬১

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের ঘোষণাপত্র

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের এম ফিল গবেষক , রেজিস্ট্রেশন নং-২৬১, এর " রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : একটি ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান (Morphological analysis of the dialect of Mithapukur Upazilla of Rangpur District : A linguistic investigation) " শিরোনামে লিখিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে।

অধ্যাপক ড. সালমা নাসরীন

এম ফিল তত্ত্বাবধায়ক

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

" রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : একটি ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান (Morphological analysis of the dialect of Mithapukur Upazilla of Rangpur District : A linguistic investigation) " শীর্ষক অভিসন্দর্ভের কাজ সম্পাদনে আমাকে সার্বিক সহায়তা ও দিক নির্দেশনা দান করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সালমা নাসরীন ও প্রয়াত অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদ। তাঁদের মূল্যবান উপদেশ, পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতায় আমি এই গবেষণাকর্ম প্রস্তুত করতে সক্ষম হই। এইজন্য তাঁদের প্রতি আমি আন্তরকি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় সেমিনার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের সহায়তা নিয়েছি।

পরিশেষে গবেষণাকর্মে রূপমূল সংগ্রহে আমার সহায়তাকারী শ্যামাল রায়, উত্তম কুমারকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

শুভ রায়

এম. ফিল. গবেষক

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭–২০১৮

রেজিস্ট্রেশন নং–২৬১

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মিঠাপুকুর উপজেলা পরিচিতি

মিঠাপুকুর উপজেলা রংপুর জেলার একটি প্রশাসনিক এলাকা। ১৮৮৫ সালে মিঠাপুকুর থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা ফেব্রয়ারি ১৯৮৪ সালে থানাটি উপজেলায় পরিণত করা হয়। এই উপজেলা সতেরটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এবং রংপুর সদর থানার সঙ্গে লাগোয়া তথা পাশাপাশি একটি উপজেলা। তাই ভৌগোলিক দিক থেকে মিঠাপুকুর এবং রংপুর একই উপভাষা অঞ্চল।

মিঠাপুকুর উপজেলার অবস্থান :

স্থানাঙ্ক : ২৫ ডিগ্রি ৩২ ১৫ উত্তর, ৮৯ ডিগ্রি ১৭ ১২ পূর্ব

আয়ত : ৫১৫.৬২ ব. কি. (১৯৯ ব. মা.)

মিঠাপুকুর উপজেলার উত্তরে রংপুর সদর ও পীরগাছা উপজেলা, দক্ষিণে পীরগঞ্জ ও সাদুল্লাপুর উপজেলা, পূবে পীরগাছা ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে বদরগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ উপজেলা। এই উপজেলা প্রধান নদী : যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও আখিরা নদী। মূল উপজেলা শহরটি পাঁচটি মৌজা নিয়ে গঠিত। এর আয়তন ৬.৩৬ কি. মি.।

প্রশাসনিক অঞ্চল : মিঠাপুকুর উপজেলায় ১৭টি ইউনিয়ন, ৩১০টি মৌজা, ৩১৩টি ওয়ার্ড রয়েছে। ইউনিয়ন সমূহ : ১. ১ নং খোরাগাছ ইউনিয়ন. ২. ২ নং রানীপুকুর ইউনিয়ন ৩. ৩ নং পায়রাবন্দ ইউনিয়ন ৪. ৪ নং ভাংনি ইউনিয়ন ৫. ৫নং বালার হাট ইউনিয়ন ৬. ৬ নং কাফ্রিখাল ইউনিয়ন ৭. ৭নং লতিবপুর ইউনিয়ন ৮. ৮ নং চেংমারি ইউনিয়ন ৯. ৯ নং ময়েনপুর ইউনিয়ন ১০. ১০ নং দুর্গাপুর ইউনিয়ন ১১. ১১ নং বালুয়া মাসিমপুর ইউনিয়ন ১২. ১২ নং বড় বালা ইউনিয়ন ১৩. ১৩ নং গোপালপুর ইউনিয়ন ১৪. ১৪নং মিলনপুর ইউনিয়ন ১৫. ১৫ নং বড় হযরতপুর ইউনিয়ন ১৬. ১৬ নং মির্জাপুর ইউনিয়ন ১৭. ১৭ নং ইমাদপুর ইউনিয়ন।

মোট জনসংখ্যা (২০১১) : ৫০৮১৩৩ ; মুসলমান ৪৬০৮৭৭ ; হিন্দু ৩৯৩২৮ ; বৌদ্ধ ১৪৫৮ ; খ্রিস্টান ২২৭৮ ; অন্যান্য ৪১৯২ । পুরুষ : ৫১%, নারী : ৪৯%। ধর্ম : ইসলাম : ৮০%; হিন্দু : ১৪%, বৌদ্ধ ৩% ও অন্যান্য ৩%। মোট ১০০%। উপজাতি : সাঁতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা ও এই সকল উপজাতির শাখাপ্রশাখাভুক্ত মোট উপজাতি সংখ্যা ১৭০১৮; উপজেলায় মোট লোকসংখ্যা ৩%। (আদমশুমারি রিপোর্ট , ২০০১ ও ২০১১) উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা বর্তমান মিঠাপুকুরের ভৌগোলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় ও পরিসংখ্যান প্রদান

করেছি। কিন্তু মিঠাপুকুর উপজেলার পুরাতন ভাষা ও অধিবাসীর ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।বর্তমান মিঠাপুকুর উপজেলা ছিল আদি অধিবাসী বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষীর জনপদ। ''... ভোট-চীন-ভাষীদের চতুর্থ সুসভ্য শাখা বোদ (Bod) বা ভোট জাতি। কথিত আছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে তিব্বতে আসিয়া উপবিষ্ট হয়।... ভোট-চীন-ভাষীদের অন্য কতকগুলি দল বর্মা হইয়া আসাম ও পূর্ববঙ্গে আসিতে আরম্ভ করে−−এই পথে তাহাদের আগমনের সময় নির্ণয় করা দুষ্করও।'' (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১) এই ভোট-চীন-ভাষীর দুটি শাখার একটি ভোট-বর্মী। আবার এই ভোট-বর্মীর তিনটি শাখার একটি অর্থাৎ আসাম-বর্মী মণ্ডলের একটি প্রশাখা বোডো বা বোড়ো ভাষীর লোকেরা আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা খৃষ্টপূর্ব প্রায় এক হাজার বছর পূর্বেকার ঘটনা বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। অন্য মতে, ''এই জনগোষ্ঠী আসাম, পূর্ববঙ্গ, উত্তর বিহার ও হিমালয়ের সানুদেশ নেপাল অঞ্চল পর্যন্ত আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই'' (বর্মা, ২০১২)। খৃ. পূ. ২য় শতকের মধ্যে সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র কামরূপ অঞ্চলে আর্যীকরণের সূচনা ঘটে। অন্যদিকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃতের আদিস্তর ৫০০খৃষ্টাব্দ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দ বলে গণ্য করা হয়। (মজুমদার, ১৯৯৫) ঠিক এই সময়ে মাগধী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে যে চারটি আঞ্চলিক বিভেদ দেখা দেয়− পণ্ডিতদের মতে তার একটি থেকে গড়ে ওঠে কামরূপী প্রাকৃত। "কামরূপ অঞ্চলে অন্তত খৃষ্টীয় ২য় শতকের কাছাকাছি সময়ে আর্যীকরণের ফলে আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বোডো শাখার (Bodo Group) ভাষার সঙ্গে কামরূপী প্রাকৃতের সহাবস্থান ও মিশ্রণের ফলে প্রত্ন রাজবংশী ভাষার উদ্ভব হয় এবং কালে কালে যাহা পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক রাজবংশী ভাষার রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে" (বর্মা, ২০১২)। বলাবাহুল্য পশ্চিমা কামরূপী প্রকৃতের সঙ্গে বোড়ো ভাষার যে মিশ্রণ ঘটে, সেই পশ্চিমা কামরূপী ভাষা অঞ্চল−−জলপাইগুড়ি, পূর্ব পূর্ণিয়া, উত্তর-পূর্ব দিনাজপুর, বৃহত্তর রংপুর, কোচবিহার, পশ্চিম গোয়ালপাড়া। বলাবাহুল্য বর্তমান মিঠাপুকুর উপজেলা প্রাচীন পশ্চিম কামরূপের একটি অংশ। ত্রয়োদশ শতকের গুরুতে পূর্ব ভারতে এবং বঙ্গে মুসলমান অধিপত্যের সূচনা হলেও "প্রকৃতপক্ষে কামরূপে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে" (মজুমদার, ১৯৯৫) ফলে ৫-৬ শত বছর ধরে আরবি-ফার্সি প্রভৃতি বিদেশি শব্দ কৃতঋণ হিসাবে বাংলার ভিতর দিয়ে রাজবংশী ভাষার উদ্ভব হয়−−প্রথম দিকে প্রায় ৬-৭ শত বছর ধরে আর্য প্রভাবে এবং পরবর্তীকালে ৫-৬ শত বছর ধরে আরবি, ফার্সি, পর্তুগিজ ইত্যাদি বিদেশি ভাষার প্রভাবে বাংলারমধ্যি দিয়ে সেই রাজবংশী ভাষার অপরিসীম স্থানচ্যুতি ঘটতে থাকে। অবশেষে মিঠাপুকুরের ভাষা বাংলার ভাষার উপভাষায় পরিণত হয়।

সার–সংক্ষেপ (Abstract)

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিঠাপুকুরের ভাষার রূপমূলের বৈচিত্র্যের কারণ জানা সম্ভব। এই বিশ্লেষণে উপরিস্তর–তত্ত্ব (Superstratum Theory) প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের সিলেট, রংপুর ইত্যাদি অঞ্চলের ভাষা–সরণের (Language Shift) কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে গবেষণা অনুপস্থিত। তবে ইংরেজি ভাষায় মন–খমের (Mon-khmer) ও মৈথিলি (Maithili) ভাষার ভাষা–সরণ (Language Shift) প্রসঙ্গে উপরিস্তর–তত্ত্ব (Super-strautm) প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষা–সরণের তাত্ত্বিক গবেষণা বিদ্যমান।

বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষাগুলি পারস্পারিকভাবে বোধগম্য (Intelligible) হলে উপভাষাগুলি একই মান ভাষার উপভাষা বলে গণ্য হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে উপভাষাগুলির উৎপত্তি ও বিবর্তন ভিন্ন হতে পারে। উপভাষা সাধারণত পুরাতন ও নতুন হতে পারে। প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের উপভাষা পুরাতন থাকে । অন্যদিকে নগরের কাছাকাছি অঞ্চলের উপভাষার ভাষা–সরণ ঘটে।অর্থাৎ আর্থিক, রাজনৈতিক, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে ভাষা পুরাতন থেকে নতুনের দিকে যাত্রা করে তথা মিঠাপুকুর অঞ্চলের ভাষায় ভাষা-সরণ ঘটে। । প্রথমে মিঠাপুকুরের আদি বোড়োজাত রাজবংশী ভাষা আর্যভাষা তথা বাংলা ভাষার প্রভাবে স্থানচ্যুত হয়, অর্থাৎ ভাষা-সরণের মাধ্যমে বাংলা তদ্ভব ও মান ভাষার রূপগুলো মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, মিঠাপুকুরসহ বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের আদি ভাষীরা বোড়োজাত রাজবংশী ভাষী। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে এই অঞ্চলে আর্যীকরণের সূচনা ঘটে। ঠিক সে সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে কামরূপী প্রাকৃতের সঙ্গে বোড়ো ভাষার মিশ্রণে প্রত্ন–রাজবংশী ভাষা গড়ে ওঠে। অত:পর আর্থিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় কারণে খৃষ্টীয় ৭ম শতক থেকে ১২ শতক পর্যন্ত রাজবংশী ভাষার উপর বাংলা ভাষা প্রভাব বিস্তার করে। ফলে রাজবংশী ভাষার ক্রমান্বয়ে ভাষা–সরণ (Language Shif) ঘটে। এই পর্যায়ে বাংলা রূপমূল রাজবংশী ভাষায় প্রবেশ করে। রাজবংশী ভাষার দ্বিতীয় ভাষা–সরণ (Language Shift) ঘটে খৃষ্টীয় ১২০০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে। এই পর্যায়ে আরবি-ফার্সি-পর্তুগিজ-ইংরেজি প্রভৃতি রূপমূল বাংলার কৃতঋণ শব্দ হিসাবে ভাষা-সরণের মাধ্যমে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করে উক্ত অঞ্চলের দ্বিভাষিক অবস্থানকে আরও সংকুচিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

মিঠাপুকুরের ভাষার ভাষা–সরণ ঘটে দু'ভাবে : সংকেত–মিশ্রণ (Code Mixing) ও সংকেত পরিবর্তনের (Code Switching) মাধ্যমে। মিঠাপুকুরের ভাষায় সর্বনামবাচক উত্তম পুরুষের একবচনে কালবাচক ক্রিয়াপদে রাজবংশী বিভক্তি "–অং" যুক্ত হয়। কিন্তু বিভক্তির ক্রিয়াপদটি সংকেত পরিবর্তন করে (Code Switching) বাংলা ক্রিয়াপদ গ্রহণ করেছে। ক্রমান্বয়ে বাংলা ক্রিয়াপদটি রাজবংশী বিভক্তি ত্যাগ করে বাংলা বিভক্তি গ্রহণ করে। অন্যদিকে কারক–প্রকরণে, কর্ম, করণ, অধিকরণের বিভক্তির ক্ষেত্রে সংকেত মিশ্রণ (Code Mixing) রয়েছে। অপরাপর বিভক্তিগুলি সংকেত পরিবর্ত করে বাংলা ভাষার বিভক্তি গ্রহণ করেছে। এইভাবে মিঠাপুকুরের আদি রাজবংশী ভাষার শব্দগঠনের মধ্যে বাংলা ভাষার নিয়ম এবং প্রচুর রূপমূল গ্রহণ করে। ফলে মিঠাপুকুরের রাজবংশী ভাষার ভাষা–সরণ (Language Shift) ঘটে এবং মিঠাপুকুরের ভাষা বাংলা ভাষার উপভাষায় পরিণত হয়।

সমগ্র গবেষণা–কর্মটি মিশ্র (Mixed method) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণা–কর্মটি সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review), উপাত্ত সংগ্রহ (Data Collection) ও উপাত্ত–বিশ্লেষণ (Data analysis)- এই তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন একটি একক গবেষণা। এককালীন শ্রেণি প্রতিনিধিত্বমূলক (Cross sectional) প্রক্রিয়ায় অভিন্ন প্রশ্নমালার আলোকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উপরিস্তর-তত্ত্ব (Superstratum Theory) প্রয়োগ করে মিঠাপুকুরের আদি রাজবংশী ভাষার ভাষা–সরণ (Language shift) প্রদর্শন করা হয়েছে। অতঃপর সংগৃহীত রূপমূলের উৎসের শতকরা হিসাব মিঠাপুকুরের অধোস্তরী ভাষার (Sub-stratum Language) সংকুচিত দ্বিভাষিক অবস্থানকে তুলে ধরে। ফলে মিঠাপুকুরের ভাষার ভাষা-সরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে আজ মিঠাপুকুরের ভাষা বাংলা ভাষার উপভাষা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	১
দ্বিতীয় অধ্যায় : পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনা	৪
তৃতীয় অধ্যায় : ভাষা ও উপভাষা ; তাত্ত্বিক ধারণা	১০
চতুর্থ অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি :	২৮
৪.১ সাহিত্য পর্যালোচনা	২৮
৪.২ গবেষণা–প্রশ্ন	২৮
৪.৩ উদ্দেশ্য	২৯
৪.৪ উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া	২৯
৪.৫ ভাষা অংশগ্রহণকারী নির্বাচন	২৯
৪.৬ উপাত্তের ভিত্তি	৩০
৪.৭ ফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৩০
৪.৮ সাক্ষাৎকার গ্রহণ	৩০
পঞ্চম অধ্যায় : উপাত্ত উপস্থাপন	৩২
ষষ্ঠ অধ্যায় : ফল বিশ্লেষণ	৯০
৬.১ সংকেত মিশ্রণ	৯২
৬.২ সংকেত পরিবর্তন	৯৩
৬.৩ মিঠাপুকুরের উপভাষায় বিভিন্ন প্রকারের রূপমূল	৯৫
৬.৩.১ মুক্ত রূপমূল	৯৫
৬.৩.২ যৌগিক রূপমূল	৯৫
৬.৩.৩ জটিল রূপমূল	৯৫
৬.৪ মিঠাপুকুরের উপভাষায় সহরূপমূল	৯৫

৬.৫ মিঠাপুকুরের উপভাষায় বিভাজিত ও অতিরিক্ত রূপমূল	৯৬
৬.৬ মিঠাপুকুরের উপভাষায় নির্দেশক	৯৭
৬.৬.১ বিশেষ্যের ক্ষেত্রে	৯৭
৬.৬.২ বস্তুর ক্ষেত্রে	৯৭
৬.৬.৩ অঙ্গবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে	৯৭
৬.৬.৪ বহুবচন নির্দেশক	৯৭
৬.৭ মিঠাপুকুরের উপভাষায় বিভিন্ন বৈয়াকরণিক পদ	৯৮
৬.৭.১ অনুসর্গ	৯৮
৬.৮ মিঠাপুকুরের উপভাষায় উপসর্গ	৯৯
৬.৯ মিঠাপুকুরের উপভাষায় সর্বনামবাচক রূপমূল	১০০
৬.৯.১ পুরুষবাচক সর্বনাম	১০০
৬.৯.২ সাকল্যবাচক সর্বনাম	১০১
৬.৯.৩ স্থানবাচক সর্বনাম	১০১
৬.৯.৪ কালবাচক সর্বনাম	১০১
৬.৯.৫ দূরত্ববাচক সর্বনাম	১০২
৬.১০ অব্যয়বাচক পদ	১০৩
৬.১০.১ সংযোগবাচক অব্যয়	১০৩
৬.১০.২ প্রাতিপদিক অব্যয়	১০৩
৬.১০.৩ প্রশ্নাত্মক অব্যয়	১০৩
৬.১০.৪ সম্মতিজ্ঞাপক অব্যয়	১০৩
৬.১০.৫ বিস্ময়বাচক অব্যয়	১০৩
৬.১১ সম্বন্ধ পদ	১০৩
৬.১১.১ রই	১০৪
৬.১১.২ বা	১০৪
৬.১১.৩ বাপু	১০৪

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১.৪ বাহে ১০৪

৬.১২ ঠাঁপুকুরের ভাষায় 'কর' ধাতুর ক্রিয়াপ্রকরণ বা ধাতুরূপ ১০৪

৬.১২.১ সাধারণ বর্তমান কাল ১০৪

৬.১২.২ ঘটমান বর্তমান কাল ১০৫

৬.১২.৩ সাধারন অতীত কাল ১০৫

৬.১২.৪ ঘটমান অতীত কাল ১০৬

৬.১২.৫ নিত্যবৃত্ত অতীত কাল ১০৬

৬.১২.৬ সাধারণ ভবিষ্যৎ ১০৬

৬.১২.৭ ঘটমান ভবিষ্যৎ ১০৭

৬.১২.৮ বিভক্তি পর্যালোচনা ১০৮

৬.১৩ মিঠাপুকুরের ভাষায় বিভক্তি স্থানান্তর ১০৮

৬.১৩.১ "উটক্যা" ধাতুর বিভিন্ন রূপ ১০৮

৬.১৩.২ বর্তমান কাল ১০৮

৬.১৩.৩ ঘটমান বর্তমান কাল ১০৯

৬.১৩.৪ পুরাঘটিত বর্তমান কাল ১১০

৬.১৩.৫ অতীত কাল ১১১

৬.১৩.৬ সাধারণ অতীত ১১১

৬.১৩.৭ ঘটমান অতীত কাল ১১২

৬.১৩.৮ ভবিষ্যৎ কাল ১১২

৬.১৩.৯ সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল

৬.১৪ মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষায় রূপমূলের দ্বিরুক্তি ১১৪

৬.১৪.১ শব্দের দ্বিরুক্তি ১১৪

৬.১৪.২ সমার্থখ শব্দযোগে দ্বিরুক্তি ১১৫

৬.১৪.৩ বিপরীত শব্দযোগে দ্বিরুক্তি ১১৫

৬.১৪.৪ দ্বিরুক্তি শব্দ (আংশিক পরিবর্তন) ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৫ কারক ও বিভক্ত ১১৬

৬.১৫.১ কর্তৃকারক ১১৬

৬.১৫.২ কর্মকারক ১১৭

৬.১৫.৩ করণ কারক ১১৭

৬.১৫.৪ অপাদান কারক ১১৭

৬.১৫.৫ অধিকরণ কারক ১১৮

৬.১৬ মিঠাপুকুরের উপভাষায় প্রত্যয় ১১৯

৬.১৬.১ কৃৎ প্রত্যয় ১১৯

৬.১৬.২ তদ্ধিত প্রত্যয় ১১৯

৬.১৭ মিঠাপুকুরের উপভাষায় ক্রিয়াপদ ১২০

৬.১৭.১ সংযোগমূলক ধাতু বা যৌগিক ধাতু ১২১

৬.১৭.৩ অসমাপিকা ক্রিয়া ১২১

৬.১৮ ধ্বনি পরিবর্তনে রূপমূলের পরিবর্তন ১২১

৬.১৮.১ রূপমূলের 'র' ধ্বনিকে 'অ' ধ্বনিরূপে গ্রহণ ১২২

৬.১৮.২ রূপমূলে 'ল' ধ্বনিকে 'ন' ধ্বনি রূপে গ্রহণ ১২৩

৬.১৮.৩ 'অ্যা' ধ্বনি উচ্চারণ করে রূপমূল গ্রহণ ১২৪

৬.১৮.৪ 'এ' ধ্বনিকে 'অ্যা' ধ্বনি রূপে গ্রহণ ১২৫

৬.১৮.৫ রূপমূলকে অন্ত্য 'অ্যা' যোগে উচ্চারণ ১২৫

৬.২০ সংগৃহীত রূপমূলের শতকরা হিসাব ১২৭

সপ্তম অধ্যায় : উপসংহার ১৩৩

তথ্য–নির্দেশ : ১৩৫

সারণি–সূচি :

পঞ্চম অধ্যায় : রূপমূল তালিকা

সারণি ১ : মানুষ ও জীবজন্তুর দৈহিক অংশ নির্দেমক রূপমূল ৩২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ২ : পোশাক–পরিচ্ছেদ নির্দেশক রূপমূল ৩৩

সারণি ৩ : পেশাগত রূপমূল ৩৬

: সারণি ৪ : পেশাগত ও বৃত্তিগত রূপমূল ৩৭

সারণি ৪ : ভৌগলিক ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রূপমূল ৩৯

সারণি ৫ : বায়ু সংক্রান্ত রূপমূল ৪১

সারণি ৬ : সম্পর্কবাচক রূপমূল ৪১

সারণি ৭ : প্রাণি বিষয়খ রূপমূল ৪৩

সারণি ৮ : পাখি বিষয়খ রূপমূল ৪৪

সারণি ৯ : উদ্ভিদ বিষয়ক রূপমূল ৪৫

সারণি ১০: পুষ্প বিষয়ক রূপমূল ৪৬

সারণি ১১ : শাক–সব্জি বিষয়খ রূপমূল ৪৭

সারণি ১২ : সময়, পরিমাপক, ওজন ও পরিমাণ নির্দেশক রূপমূল ৪৯

সারণি ১৩ : ব্যাধি ও ঔষধ বিষয়ক রূপমূল ৫০

সারণি ১৪ : খেলাদুলা ও অনুষ্ঠান বিষয়ক রূপমূল ৫১

সারণি ১৫ : ধর্ম বিষয়ক রূপমূল ৫২

সারণি ১৬ : বিবাহ, খাদ্য,ব্যহার্য দ্রব্য, আইন–কানুন,ব্যবসায়, খবরবাচক রূপমূল ৫৫

সারণি ১৭ : সর্বনামবাচক রূপমূল ৫৭

সারণি ১৮ : মিশ্রিত তথা বিভিন্ন বিষয়ক রূপমূল ৬০

সারণি ১৯ : সম্প্রসারিত রূপমূল হিসাবে বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক রূপমূল ৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক তালিকা

সারণি ১ : বোড়ো–রাজবংশী উৎসজাত ঠিাপুকুর উপভাষার শব্দাবলি ৯০

সারণি ২ : রাজবংশী ভাষায় আগত বাংলা (ধাতু) এবং বোড়ো (বিভক্তি) মিশ্রিত উপভাষার ক্রিয়াপদ ৯২

সারণি ৩ : পুরাতন শব্দের বিদায়, নতুন শব্দের আগমন ৯৪

সারনি ১১.১ ; শব্দের দ্বিরুক্তি ১১৪

সারণি ১১.২ ; সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ ১১৫

সারণি ১১.৩ : বিপরীত শব্দযোগে ১১৫

সারণি ১১.৪ : দ্বিরুক্ত শব্দ (আংশিক পরিবর্তন) ১১৬

সারণি ১৫.১ ; রূপমূলের ‘র’ ধ্বনিকে ‘অ’ ধ্বনি রূপে গ্রহণ ১২২

সারণি ১৫.২ : রূপমূলের ‘ল’ ধ্বনিকে ‘ন’ ধ্বনি রূপে গ্রহণ ১২৩

সারণি ১৫.৩ ক : রূপমূলের ‘এ’ ধ্বনিকে ‘অ্যা’ ধ্বনি রূপে গ্রহণ ১২৫

সারণি ১৫.৩ খ : রূপমূলের অন্ত্য ‘এ’, ‘ও’, ‘ই’, ‘আ’, ‘অ’ ধ্বনিকে ‘অ্যা’ ধ্বনিরূপে গ্রহণ ১২৫

সারণি ১৬ : সংগৃহীত রূপমূলের শতকরা হিসাব ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

কোনো ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ভাষার শুধু প্রকৃতি বা বিশিষ্টতাকে উপস্থাপন করে না, সে সঙ্গে উক্ত ভাষার বিবর্তনরূপ তথা ভাষা পরিবর্তনের ইতিহাসকেও চিহ্নিত করে। কেননা ভাষার বিবর্তন যেমন রূপমূল–কেন্দ্রিক, তেমনি ভাষা–সরণ (Language Shift) অপর ভাষার রূপমূল গ্রহণ–বর্জনের মাধ্যমে ঘটে। এই দুই প্রক্রিয়া ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পট হয়ে ওঠে। এই জন্য উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মুক্ত রূপমূলের উৎস প্রদান করা প্রয়োজন, তেমনি বৈয়াকরণিক পদ হিসাবে বদ্ধ রূপমূলগুলির পরিচয় চিহ্নিত করা দরকার। দেখা যায়, কোনো উপভাষার রূপমূলের বৈচিত্র্যের কারণ উক্ত উপভাষায় অপর ভাষার রূপমূলের উপস্থিতি। তখন এই রূপমূলগুলি চিহ্নিত করা সহজ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ঔপভাষিক নিয়মের প্রয়োগ থেকে বদ্ধরূপমূলগুলি চিহ্নিত করা যায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে ভাষা–সরণের (Language Shift) ঘটনা ঘটে। আর এ ঘটনা ভাষার রূপমূল সংগ্রহ এবং রূপমূলের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের উপভাষার রূপমূলের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষা–সরণ (Language Shift)- এর প্রকৃতি বা স্বরূপ জানার জন্য পূর্ব গবেষণা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। দেখা যায়, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার গবেষণায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে । তবে প্রসঙ্গক্রমে তাত্ত্বিকভাবে না হলেও সিলেটের ভাষায় ভাষা–সরণ (Language Shift) -এর ক্ষেত্রে উপরিস্তর–প্রভাবের (Superstratum Influence) কথা বলা হয়েছে মোরশেদ, ২০০০)। অন্যদিকে নেপালী ও হিন্দি ভাষার প্রভাবে তাত্ত্বিকভাবে বাক্যে রূপমূলের সংকেত পরিবর্তনের (Code Switching) মাধ্যমে মৈথিলি ভাষার ভাষা–সরণ (Language shif) প্রদর্শন করা হয়েছে (Choudhury, 2013) । দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনা থেকে বাংলা উপভাষার রূপমূল সংগ্রহ এবং রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপমূলের বৈচিত্র্যের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে । দেখা যায় উপভাষায় রূপমূলের বৈচিত্র্যের কারণ উপভাষায় অবাংলা রূপমূলের উপস্থিতি। ভাষা –সরণের (Language Shift) ক্ষেত্রে সংকেত পরিবর্তন (Code switching) ও সংকেত–মিশ্রণ প্রধান প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। ফলে এই দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষায় রূপমূলের বৈচিত্র্য দেখা দেয়। ভাষা যেমন মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি, যার অর্থগত দিক বিদ্যমান এবং বিশেষ সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত, তেমনি উপভাষার ক্ষেত্রেও একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাই উপভাষা বিশেষ ধরনের সামাজিক এবং আঞ্চলিক হয়ে থাকে। তবে উপভাষা কখনো অদ্ভূত বা পুরাতনধর্মী কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম্যধরনকে বুঝায় না। ভাষা সরণের পরেও পাশাপাশি দুই উপভাষার মধ্যে পারস্পারিক বোধগম্যতা (Mutual Intelligibility) বিদ্যমান থাকে এবং সেক্ষেত্রে উপভাষার সঙ্গে মান ভাষার মৌল কোনো পার্থক্য থাকে না। এই জন্য প্রমিত ভাষার শব্দগঠনের নিয়মাবলির মধ্যে উপভাষার নিয়ম প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যদিকে ভাষা ও উপভাষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রথাগত পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক পদ্ধতিতে উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যায়। ভাষার সামগ্রিক শব্দগঠনের প্রক্রিয়া উপভাষা অপেক্ষা মান ভাষায় অধিক পাওয়া যায়। এইজন্য মান ভাষার শব্দগঠনের সার্বিক সূত্রগুলি পূর্বে দেখানো প্রয়োজন। কারণ মান ভাষার (Standard Dialect)) শব্দগঠনের সার্বিক চিত্র থেকে উপভাষার শব্দগঠনের সূত্রগুলি আহরণ করা যায়। এ হিসাবে মিঠাপুকুর উপজেলার বর্তমান উপভাষার শব্দগঠনের সূত্রগুলি প্রদর্শন করা হয়েছে। রূপমূলের পরিবর্তনে উপভাষা পুরাতন ও নতুন হয়ে উঠতে পারে। উপভাষার পুরাতন রূপ থেকে উপভাষাটির স্বরূপ জানা যায়। যেমন– মিঠাপুকুরের উপভাষার পুরাতন রূপমূলগুলি অবাংলা রূপমূল। আর এই অবাংলা রূপমূলগুলিই মিঠাপুকুরের উপভাষায় পুরাতন ভাষার চিহ্ন, যা বোড়ো ভাষার প্রশাখা রাজবংশী ভাষা থেকে উৎপন্ন। রূপমূল সংগ্রহে দেখা যায়, বর্তমানে মিঠাপুকুরের উপভাষার অনেক বিশেষ্যবাচক রূপমূল রাজবংশী ভাষার, কিন্তু অধিকাংশ রূপমূলই সুদূর অতীত কাল থেকে সংকেত পরিবর্তনের (Code Switching) মাধ্যমে বাংলা ভাষা থেকে গ্রহণ করে। এর কারণ রাজবংশী ভাষার উপর বাংলা ভাষার উপরিস্তর–প্রভাব (Superstratum Influence) । মনে করা হয়, ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বোড়োভাষী লোকেরা তিব্বত থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তর বঙ্গ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে এই অঞ্চলে আর্যীকরণ ঘটে। অন্যদিকে মাগধী প্রাকৃত থেকে যে কামরূপী প্রাকৃতের উদ্ভব হয় – তার সঙ্গে বোড়ো ভাষার সংমিশ্রণে প্রত্ন– রাজবংশী ভাষার উদ্ভব হয় এবং পরে কালের প্রভাবে রাজবংশী ভাষার রূপ ধারণ করে। পরবর্তীকালে প্রায় ১২শত থেকে ১৪ শত বছর ধরে রাজবংশী ভাষার উপর বাংলা ভাষার প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়। ফলে রাজবংশী ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার রূপমূল ও নিয়মের অনুপ্রবেশ ঘটে, একে উপরিস্তর–প্রভাব (Superstratun Influence) বলা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে এই উপরিস্তর প্রভাবের কথা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সমগ্র গবেষণাকর্মটি কয়টি ধাপে এবং কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতিতে ভাষা সরবরাহকারী, গবেষণা প্রশ্ন, অভিন্ন প্রশ্নমালা নির্বাচন, ভাষা সরবরাহকারীর অন্তর্ভুক্তি (Inclusion Criteria)) প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। অত:পর পঞ্চম অধ্যায়ে রূপমূল সংগ্রহের ভিত্তি হিসাবে নিত্যব্যবহার্য বস্তুগত দ্রব্য, সর্বসাধারণের পরিচিত প্রাণিবাচক শব্দ, সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ, সম্পর্কবাচক নাম শব্দ, আদর্শবাচক সাধারণ ধারণাবাচক শব্দসমূহকে

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে বিভিন্ন রূপমূল সংগ্রহ প্রদর্শন করা হয়েছে। রূপমূলের বিভিন্ন উৎসের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রদান করা হয়েছে। উপভাষার রূপ আর্ন্তজাতিক ধ্বনি বর্ণমালায় প্রদান করা হয়েছে। অত:পর অভিন্ন প্রশ্নমালার আলোকে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার–গ্রহণ উপস্থাপন করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংকেত–মিশ্রণ (Code-mixing) ও সংকেত পরিবর্তনের (Code Switching) মাধ্যমে মিঠাপুকুরের ভাষার ভাষা–সরণ (Language Shift) দেখানো হয়েছে। এই ভাষা– সরণ (Language Shift) রূপমূলের সংকেত পরিবর্তনের মাধ্যমে (Code switching) ঘটে–– কালসূচক ক্রিয়াবাচক রাজবংশী বিভক্তি ত্যাগের মাধ্যমে, নতুন রূপমূল গ্রহণের মাধ্যমে, কারকে বাংলা বিভক্তি গ্রহণের মাধ্যমে, বাংলা প্রত্যয়বাচক বদ্ধরূপমূল গ্রহণের মাধ্যমে, ইত্যাদি। ফলে বর্তমানে মিঠাপুকুরের ভাষা বাংলা ভাষার উপভাষায় পরিণত হয়। বর্তমানে মিঠাপুকুরের ভাষায় ভাষা– সরণের (Language shift) মাধ্যমে যে পরিমাণ রূপমূলের স্থানচ্যুতি ঘটে এবং সংকেত পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা রূপমূল গ্রহণ করে, তার শতকরা পরিমাণ প্রদর্শন করা হয়েছে। অত:পর রাজবংশী, বাংলা, আরবি–ফার্সি-পর্তুগিজ–ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার বিভিন্ন রূপমূলের উপস্থিতিতে মিঠাপুকুরের ভাষা একটি বৈচিত্র্যময় উপভাষায় পরিণত হয়। সপ্তম অধ্যায়ে উপসংহারে সিদ্ধান্ত– বাংলা ভাষার উপরিস্তর–প্রভাবে (Super-stratum influence) মিঠাপুকুর উপজেলার পূর্বের রাজবংশী ভাষার ভাষা–সরণ ঘটে এবং বাংলার ভাষার উপভাষায় পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনা

বাংলা উপভাষার রূপমূল সংগ্রহ এবং তার তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনা করা হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা উপভাষা নিয়ে আলোচনার প্রথম সূত্রপাত ঘটান স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন (Grierson, 1988)। বাংলা উপভাষার শ্রেণিকরণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ তাঁর প্রধান কাজ। তবে রূপমূল হিসাবে চট্টগ্রামের উপভাষার ক্রিয়ারূপ নিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন (Grierson, 1988)। বাংলা ভাষার প্রথম রূপমূল তথা শব্দসংগ্রহের শব্দাবলি প্রধানত মুক্ত ও যৌগিক রূপমূল। উক্ত শব্দ সংগ্রহে দেশি-বিদেশি শব্দ বা রূপমূলসমূহ স্থান পেয়েছে (বিদ্যাসাগর, ২০০১)। ক্ষুদ্র আকারে পাবনা ও অন্যান্য জেলার গ্রাম্য সংগৃহীত শব্দ, যা আসলে উপভাষার শব্দ। এই সংগৃহীত শব্দাবলির অধিকাংশ মুক্ত ও যৌগিক রূপমূল (রায়, ২০০১) । মানিকগঞ্জ জেলার সংগৃহীত ঔপভাষিক শব্দগুলি প্রধানত মুক্ত রূপমূল, যৌগিক রূপমূল ও অল্পসংখ্যক বদ্ধরূপমূল বর্ণমালা অনুসারে সাজানো, যেখানে আরবি-ফার্সি শব্দের প্রাচুর্য রয়েছে (রায়, ২০০১। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর গ্রামের কিছু শব্দ তথা ঔপভাষিক বিশেষ্য রূপমূল একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে সংগৃহীত হয়েছে (আহমদ, ২০০১)। শুধু বদ্ধরূপমূল (সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়) নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে প্রচলিত নিয়মে শব্দের গঠন প্রদর্শন করা হয়েছে (তর্করত্ন, ২০০১)। বদ্ধরূপমূল হিসাবে উপসর্গগুলির শব্দগঠন তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতেও দেখানো যায় (ঠাকুর, ২০০১)। ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষার সর্বনামবাচক ও ক্রিয়াবাচক পদগুলি কিভাবে সম্প্রসারিত রূপমূল গঠন করে, শব্দ সংগ্রহের মাধ্যমে সেসবের বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন করে দেখানো হয়েছে (হাই, ২০০১)। প্রমিত বাংলার সংগৃহীত কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যা গঠনগতভাবে বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের রূপ পায়, সেগুলি প্রমিত বাংলায় অধিক ব্যবহৃত হয় (ঠাকুর, ২০০১)। বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় দুটি বদ্ধরূপমূল হিসাবে পৃথকভাবে ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্নরূপ বৈয়াকরণিক পদ গঠন করে (ঠাকুর, ২০০১)। মুক্ত ও বদ্ধরূপমূল সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্নরূপ শব্দগঠনের মাধ্যমে যেমন বদ্ধরূপমূলের ব্যবহারবিধি, তেমনি বৈয়াকরণিক পদ সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টি করে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০১)। প্রমিত বাংলায় সমাসবাচক বদ্ধরূপমূলের মাধ্যমে সমাস গঠনের প্রদত্ত নিয়ম ঔপভাষিক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে (রায়, ২০০১) । রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অ্যালানফোডের ‘অখণ্ড রূপতাত্ত্বিক মডেল’ (Holistic

Model) অনুসারে বাংলা শব্দ তথা রূপতাত্ত্বিক বর্ণনা কৌশল প্রদান করে শুধু প্রমিত বাংলা শব্দগঠনের একটি অখণ্ড রূপতাত্ত্বিক কাঠামো প্রস্তাব করা হয়– যেখানে শব্দগঠন কৌশল ধাতু, উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি বদ্ধরূপমূলের সংযুক্তির প্রয়োজন পড়ে না (ভট্টাচার্য্য, ২০১৬)। কমপক্ষে দুটি শব্দ নিয়ে প্রমিত বাংলা শব্দ গঠন কৌশল বা রূপকৌশল– যেখানে প্রথাগত ব্যাকরণের পদকে বৈন্যাসিক শ্রেণি এবং বদ্ধরূপমূলগুলিকে রূপতাত্ত্বিক শ্রেণি হিসাবে বিবেচনা করে রূপকৌশল প্রদর্শন করা যায় (ভট্টাচার্য্য, ২০১৬)। পূর্ববাংলার বিভিন্ন উপভাষায় সর্বনামবাচক পদের বিভিন্ন কারকে ভিন্ন রূপ পায় এবং সম্প্রসারিত রূপমূল হিসাবে বিভিন্ন কালের ক্রিয়ারূপ প্রদর্শন করে (Halder, 1964)। শহীদুল্লাহ (১৯৯৯) বলেন, বাংলা ভাষার শব্দের সঙ্গে যেমন বিভিন্ন কারকে বিভক্তি যোগ করা হয়, তেমনি মুণ্ডা ভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যদিকে মুণ্ডা ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষার বাক্যেও পদক্রমে অনুরূপ বৈন্যাসিক পদ বা শব্দ বসে। শহীদুল্লাহর (১৯৯৯) মতে, ক্রিয়া বিশেষণ গঠনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সাঁওতালী ও মুণ্ডারী ভাষার প্রভাব বিদ্যমান এবং বাংলা শব্দকোষে বহু শব্দ মুণ্ডা ভাষা থেকে আগত। পরেশ চন্দ্র মজুমদারের (২০০৮) মতে, প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় লিঙ্গান্তরের ক্ষেত্রে কিছুটা অনুশাসন থাকলেও আধুনিক বাংলায় তা থাকেনি। অন্যদিকে উপৎপত্তির বিচারে বাংলা ভাষায় বহুবচন দু'ভাবে গঠিত হয়েছে এবং বিদেশি বহুবচনের রূপ বাংলায় গ্রাহ্য হয়েছে। যেমন; 'মহল' আরবি বহুবচনের একটি রূপ––যার দ্বারা গঠিত বাংলা শব্দ 'বন্ধুমহল'। পরেশচন্দ্র মজুমদার (২০০৮) বলেন, আধুনিক বাংলার কারক-বিভক্তি প্রাকৃত ধারাকে অনুসরণ করে কিন্তু অনুসর্গগুলির আগমন হয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে। সুনীতিকুমার (২০১১) বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বের আলোচনায় লগ্নক (Affix)–এর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের ৫৯টি বদ্ধরূপমূলের উৎস, ব্যুৎপত্তি ও বদ্ধরূপমূলের সাহায্যে শব্দগঠন প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে বাংলা ভাষার সংখ্যা এবং ভগ্নাংশগুলির উৎস ও বিবর্তন দেখিয়ে বর্তমান রূপ প্রদর্শন করেন। যেমন––'দ্বে' (dve) of OIA 'দুই' (dui) of MIA, মাগধী প্রাকৃত থেকে বর্তমান রূপ 'দুই'। এ ছাড়া বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিভিন্ন লগ্নক (Affix) সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা প্রদর্শন করা হয়েছে (Chatterji, 2011)। ম্যাথিউজ (Mathews,1994) ইউরোপীয় ভাষার রূপতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেন, শব্দের গঠন ও অন্তর্গত আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দের বিশেষ ক্যাটেগরিগুলির সমস্যা রয়েছে। যেমন ল্যাটিন 'Amo' ইংলিশ 'love' ও ফ্রেঞ্চ 'Aimer'––এই তিনটি হচ্ছে শাব্দিক বা আভিধানিক একক (Lexical unit) হিসাবে রূপতাত্ত্বিক নাম,–যারা অভিন্ন বাক্যিক পদ (Syntactic Term) হিসাবে অভিধান (dictionary)–এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় 'trying attempt' ও 'I am trying' –এ, 'trying' পদটির উভয় ক্ষেত্রে ধ্বনিগত মিল থাকলেও অন্তর্গত মিল নেই। 'trying' পদটি প্রথম বাক্যে বিশেষণ (Adjective),

দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়া (verb), এক্ষেত্রে প্রশ্ন-- ভিন্নার্থবোধক শব্দ কিভাবে একটি পদে সংজ্ঞায়িত হবে : 'in what peecise terms should homonymy be defined " ? ((Mathews , 1994)) । আবার যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে শব্দগুলির অর্থ পদান্বয় তত্ত্ব (model of syntax)- এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন 'fruit juice কে 'juice of fruit' হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আবার 'windmill—mill which is powerd by wind' কিন্তু 'flourmill' -কে সেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না (Mathews, 1994)। রূপমূল শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে নাইডা (Naida, 1949) বলেন, দুটি শব্দ বা রূপগত উপাদানের মধ্যে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকলে তখন উভয়কে একটি রূপমূল হিসাবে চিহ্নিত করা যায় : "Forms which have a common semantic distinctiveness and identical phonimic in all their occurrences constitute a single morphem." (Nida, 1949)। অন্যদিকে একাধিক রূপগত উপাদানের মধ্যে যখন শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্য বিদ্যামান কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য থাকে না, তখন তারা এক রূপমূল নয়। অপরদিকে অর্থগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে না, সে ক্ষেত্রে রূপগত উপাদানগুলিকে একই রূপমূল বলে চিহ্নিত হবে। কারণ এক্ষেত্রে ধ্বনিগত পার্থক্যগুলি মূলে অভিন্ন। তবে বিভিন্ন রূপগত পার্থক্যগুলি একই রূপের উপরূপ (Allomorph) : "Forms which have a common semantic distinctiveness but which differ in phonemic form (i. e. the phonemes or order of the phonemes) may constitute a morpheme provided the distribution of formal differences is phonologically difineable." (Nida, 1949)। আবার বিভিন্ন ধ্বনিসংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্গত সাদৃশ্য থাকে কিন্তু অন্তর্গত মিল বা ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে না । কোনো সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্যকার মূল সাদৃশ্য দেখানো যায় না, সে ক্ষেত্রে তারা পরিপূরক অবস্থানে (complementary distribution) থাকে, অর্থাৎ একটির জায়গায় অপরটি বসে না। এ হিসাবে উপাদানগত বিভিন্ন রূপমূলগুলি একই রূপমূল হবে : "Forms which have a common semantic distinctiveness but which differ in such a way that their distribution cannot be phonologically difined constitute a single morpheme if the forms are in complementary ditribution." (Nida, 1949)। সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকৃত (২০০১) রংপুর জেলার সংগৃহীত রূপমূলের আলোচনায় বিশেষ্যবাচক, সর্বনামবাচক এবং বদ্ধরূপমূল হিসাবে বিভক্তি ও বচনের প্রয়োগ দেখা যায় (রায়চৌধুরী, ২০০১)।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন শব্দসংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে প্রথাগত পদ্ধতিতে কেবল শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক শব্দের উচ্চারণ, রূপভেদ কিংবা শব্দ এবং বদ্ধরূপমূলের কোনো পার্থক্য প্রদর্শন করা হয়নি। তা ছাড়া উক্ত শব্দসংগ্রহগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোনো গবেষণা-লক্ষ্য প্রদর্শন করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গবেষণায় উপভাষার আলোচনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এই হিসাবে বিভিন্ন জেলার উপভাষা বিচার করে অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় দিনাজপুরের উপভাষার সর্বনামবাচক রূপমূল, বিভিন্ন কারকবাচক রূপমূল, বিভক্তিবাচক বদ্ধরূপমূল নির্ণয় করা হয় (হক, ২০০৭)। রংপুরের উপভাষা গবেষণায় রংপুরের উপভাষা বলতে কোনো বিশেষ অঞ্চল তথা শুধু রংপুর জেলার প্রশাসনিক অঞ্চল, না বৃহত্তর রংপুর জেলার ভাষা, গবেষণায় তা স্পষ্ট জানা যায় না (রহমান, ২০০৭)। গবেষণায় রংপুরের উপভাষায় 'লা'–কে একটি বহুবচনরূপ প্রত্যয় বলা হয়েছে। কিন্তু রংপুর জেলার অর্ন্তগত মিঠাপুকুর উপজেলায় এই প্রত্যয়ের ব্যবহার নেই। অন্যদিকে 'মেন' প্রত্যয়ের ব্যবহার রংপুর জেলার বাইরে, যেমন নীলফামারি জেলাতেও রয়েছে। গবেষণায় এই 'মেন'কে একটি প্রত্যয় হিসাবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু রংপুরের উপভাষায় 'মেন' কালবাচক ক্রিয়াপদে বিভক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি বিশেষ নিয়মে তথা সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়। রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় ক্রিয়ারূপের তিনটি বৈশিষ্ট্য ও কিছু ক্রিয়ার ব্যবহার দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে গবেষণায় রংপুরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যতীত গবেষক সংক্ষিপ্ত আকারে রংপুরের কিছু আঞ্চলিক শব্দ তুলে ধরেছেন (রহমান, ২০০৭)। বগুড়া জেলার উপভাষা গবেষণার রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় বিভিন্ন প্রকারের বদ্ধরূপমূল, সর্বনামবাচক রূপমূল, সর্বনামের রূপ, মিশ্ররূপমূল, জটিল রূপমূল প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ব্যতীত উক্ত গবেণায় বৃহত্তর বগুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুরহাট জেলার উপভাষার বিচার স্থান পেয়েছে। জয়পুরহাট জেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় উক্ত জেলার উপভাষার সর্বনামবাচক রূপমূল সহরূপমূল এবং বদ্ধরূপমূল গঠন প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়েছে।। এ ছাড়া বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার উপভাষা সম্প্রসারিত রূপমূলের আলোচনায় ক্রিয়ার কালের তুলনামূলক বিচার স্থান পেয়েছে (ফেরদৌসী, ২০০৭)। রাজশাহী ও পাবনার উপভাষা গবেষণায় নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলার উপভাষা–গবেষণা স্থান পেয়েছে। গবেষণায় পৃথকভাবে প্রত্যেকটি জেলার রূপতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যতীত গবেষক উক্ত জেলাগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য প্রদর্শন করা হয় (হোসেন, ২০০৭)। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলা নিয়ে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার উপভাষা রূপতাত্ত্বিক গবেষণায় শব্দের যুগ্মীভবন, মুক্ত ও বদ্ধরূপমূলের সংযুক্ত ব্যবহার এবং সে সঙ্গে উপভাষার বিভিন্ন বাক্যে একই শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শন করা হয় (জাহিদ, ২০০৭)। বৃহত্তর যশোর জেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক গবেষণায় সংগৃহীত শব্দের অর্থ এবং সে সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দগুলিতে বদ্ধরূপমূলের সংযুক্তি প্রদর্শন করা হয় (জাহিদ, ২০০৭)। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার এগারোটির অধিক অঞ্চলের সংগৃহীত উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশেলষণ উপস্থাপন করা হয়। গবেষণায় মুক্তাগাছা ও

Dhaka University Institutional Repository

ফুলবাড়িয়া উপজেলার উপভাষা দুটির মধ্যে অধিক সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হয়। অন্যদিকে, বলা হয় ফুলপুর, গফরগাঁও ও গৌরীপুর উপজেলার উপভাষার মধ্যে ভাষাগত নৈকট্য (Language Contact) বিদ্যমান। রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় ময়মনসিংহ জেলার উপভাষার সহরূপমূল, বদ্ধরূপমূল হিসাবে উপসর্গ, বিভক্তি, প্রত্যয়, জটিল রূপমূল, কালসূচক রূপমূল প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়েছে। গবেষকের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ময়মনসিংহের উপভাষায় জটিল রূপমূলগুলি দুটি রূপমূলযোগে গঠিত হয় (নাসরীন, ২০০৭)। সিলেট বিভাগের সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার মৌখিক ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় উপভাষায় রূপমূল গঠনের বিভিন্ন দিক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সিলেটের উপভাষা পাঁচটি বদ্ধরূপমূল আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশ্ররূপমূলে দুটো মুক্তরূপমূল দেখা যায় (রহিম ও আসাদুজ্জামান, ২০০৭)। ঢাকার জেলার উপভাষার রূপতাত্তিত্বক গবেষণায় ২টি সহরূপমূল, ১টি উপসর্গ, ১টি অনুসর্গ প্রদর্শন করা হয় (মহসিন, ২০০৭)। ফরিদপুর জেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক গবেষণায় ২টি সহরূপমূল, ৪টি উপসর্গ, ৪টি অনুসর্গ, ৪টি পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার দেখানো হয়। অন্যদিকে না- বোধক বাক্যে বদ্ধরূপমূল হিসাবে অতিরিক্ত ‘ইন’ বা ‘ইননা’ যোগ করা হয় (ইসলাম, ২০০৭)। বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় ‘আমি’ ও ‘তুমি’ শব্দের বচনভেদ প্রদর্শন করা হয়।। এ ছাড়া গবেষণায় অল্পকিছু সংগৃহীত রূপমূল উপস্থাপন করা হয় (ভৌমিক, ২০০৭)। বৃহত্তর বরিশাল বিভাগের রূপতাত্ত্বিক গবেষণায় বরিশালের উপভাষায় বদ্ধরূপমূল হিসাবে দেশি-বিদেশি মিলে মোট ১১টি উপসর্গ প্রদর্শন করা হয়।। এছাড়া গবেষণায় সাধিত রূপমূল হিসাবে আদি এবং অন্ত প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশষ্যবাচক রূপমূল ও অন্ত্য প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষণবাচক রূপমূল দেখানো হয় (মল্লিক, ২০০৭)। নোয়াখালির জেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক গবেষণায় বদ্ধরূপমূল হিসাবে উপসর্গ রয়েছে ১১টি ও সহরূপমূল রয়েছে ৪টি। জটিল বাক্যে না- বোধক অব্যয়বাচক রূপমূলটি ক্রিয়াবাচক রূপমূলের পূর্বে বসে (ভুঁইয়া, ২০০৭)। চট্টগ্রাম জেলার উপভাষা গবেষণায় চট্টগ্রামের উপভাষায় রূপমূল পরিবতনের প্রক্রিয়াগত আলোচনা তুলে ধরা হয়। চট্টগ্রামের রূপমূলের বিশিষ্টতা তার বৈচিত্র্যময় রূপ। গবেষণায় দেখানো হয় যে, চট্টগ্রামের উপভাষায় মোট ১৩টি সূত্রের মাধ্যমে রূপমূলে এই বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন ঘটেছে এবং উপভাষার অধিকাংশ রূপমূলের গঠনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টতা লাভ করেছে (মনিরুজ্জামান, ২০০৭)।

মন–খমের (Mon-khmer) ভাষা গবেষণায় ভাষা– সংযোগ (Language Contact) -এর প্রভাবে সংকেত পরিবর্তন (Code-mixing) ও সংকেত–মিশ্রণ (Code-switching) এর মাধ্যমে মন–খমের্ (Mon-khmer) ভাষীরা সংকেত পরিবর্তন (Code-switching) করে তিব্বতি–বার্মন (Tibet-Burman) তথা বর্মি

(Burmese) ভাষা গ্রহণ করে এবং মন–খমের (Mon-khmer) ভাষার উপর বর্মি ভাষার উপরিপাতনের (Superimposition) কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে (La Polla, 2009)। অপর দিকে মৈথিলি ভাষার ক্ষেত্রে যে উপরিস্তর–প্রভাব (Superstratum influence) ঘটে গিয়েছে––তার কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে নেপালী ও হিন্দি ভাষার প্রভাব। ফলে মৈথিলি ভাষার রূপমূল, ধ্বনিমূল এবং বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে –যেখানে সংকেত– পরিবর্তন করেছে শ্রমিক ভাষী (Choudhuri, 2013)।

উপর্যুক্ত আলোচনায় বাংলা ভাষার শব্দ তথা রূপমূল সংগ্রহের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে। দেখা যায়, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কেবল শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। একইসঙ্গে মুক্তরূপমূল ও বদ্ধরূপমূল সংগ্রহের সচেতন প্রয়াস খুবই কম। বাংলা ভাষায় রূপমূল সংগ্রহের পাশাপাশি রূপতত্ত্বের তাত্ত্বিক আলোচনা লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে বদ্ধ রূপমূলের গঠন, সংযোজন, শ্রেণিবিচার প্রভৃতি দিক আলোচনায় এসেছে। এ ছাড়া রূপতত্ত্বের ক্যাটাগরিগত সমস্যা তথা সীমাবদ্ধতাও আলোচিত হয়েছে। এসব প্রধানত ইংরেজি গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে।তবে অপর গবেষণাগুলিতে বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন রূপমূলের পরিচয় দেয়া হয়েছে। পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনা থেকে দেখাা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার মধ্যে ভাষারূপের পার্থক্যের প্রধান কারণ রূপমূলগত পার্থক্য। এ দিক থেকে রংপুর ও চট্টগ্রামের উপভাষায় অধিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে রূপমূলের বৈচিত্র্যের কারণ অবাংলা রূপমুলের অনুপ্রবেশ––যেমনটি চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে ঘটেছে । অন্যদিকে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে একদা রাজবংশী ভাষা বিরাজমান ছিল।পরবর্তীকালে রংপুরে রাজবংশী ভাষার রূপমূলের ক্ষেত্রে বাংরা ভাষার উপরিস্তর–প্রভাব (Superstratum influence) দেখা দেয়। ফলে রাজবংশী ভাষা এক বিশাল অংশে উপস্থাপিত (Replaced) হয় এবং রাজবংশী ভাষার ভাষা–সরণ (Language Shift) ঘটে। তবে পূর্ব ভাষার কিছু শব্দ ও বদ্ধরূপমূল রয়ে যায় । এতে করে মিঠাপুকুরের উপভাষায় রূপমূলের বৈচিত্র্য দেখা দেয়--তা যথাস্থানে প্রদর্শন করা হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশে উপভাষায় উপরিস্তর–প্রভাব (Super-stratum influence) নিয়ে গবেষণা এটাই প্রথম।এ হিসাবে বংলার উপভাষা হিসাবে মিঠাপুকুরের ভাষার রূপমূল বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে গবেষণাটির গুরুত্ব রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক ধারণা

মানুষ নিজের কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনিকে অর্থ প্রদান করে ভাষার সৃষ্টি করেছে। এতে মানুষ যেমন নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পেরেছে, তেমনি অন্যের সঙ্গে চিন্তার যোগাযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তাই কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি, অর্থবোধক দিক ও ভাব বা চিন্তার যোগাযোগ– এই তিন বৈশিষ্টের ভিত্তিতে ভাষা সংজ্ঞা দেয়া যায়। এই হিসাবে ভাষার সংজ্ঞা : "ভাষা হচ্ছে কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি যার অর্থগত দিক বিদ্যমান এবং বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত" (মোরশেদ, ১৯৯৭)। এখানে ভাষার কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি, অর্থদ্যোতকতা গুণ ও বিশেষ সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত, এ বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হয়েছে। তাই উপভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, এক ধরনের সামাজিক এবং ভৌগোলিক ভাষাই উপভাষা : "Social and geographical kinds of language are know as DIALECTS ". (Trudgill, 1994)। পিটার ট্রাডগিল (Trudgill,1994) বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি একটি উপভাষায় কথা বলে এবং প্রত্যেক উপভাষারই একটি উৎপত্তিগত সামাজিক ও ভৌগোলিক স্থান রয়েছে। উপভাষা কখনো অদ্ভুত বা পুরাতনধমী বা কথা বলার গ্রাম্যধরণ বুঝায় না। উপভাষাগুলি একে অন্যেও থেকে পৃথক, যা সভ্য সমাজের চিহ্ন--যেখানে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সহাবসাথন করে : " Dialect are not good or bad, nice or nasty, right or wrong – they are just different from one another, and it is the mark of a civilised society that it tolerates different dialect just as it tolerates different races, religions and sexes " (Trudgill,1994)। তবে উপভাষা আঞ্চলিক এবং নাগরিক হতে পারে :" Dialects are both regional and social " (Trudgill, 1994) | -এর উপর ভিত্তি করে – আদর্শিক ও অ–আদর্শশিক প্রকারভেদ দেখা দিয়েছে। আদর্শিক উপভাষা (Standard dialect) সামাজিক ভাবে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। অন্যদিকে অ–আদর্শিক উপভাষা (Non stadard dialect) সামাজিকভবে নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন এবং গঠনগত ও উচ্চারণগত দিকে আদর্শিখ উপভাষা (Standard dialect) থেকে ভিন্ন। আদর্শিক উপভাষা শিক্ষাব্যবস্থায়, গ্রন্থে, অভিধানে, ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় : "Standard dialect which is normally used in printed books and newspapers; it is the dialect used in education sysrem; and ir is dialect found in dictionaries and gramar books". (Trudgill, 1994)। তবু তাদের মধ্যেকার যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা বিচার করা প্রয়োজন। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা যাক, দুটি ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

: ক- রংপুরের ভাষা এবং খ-দিনাজপুরের ভাষা। উক্ত ভাষা দুটি স্ব স্ব ভাষীর নিকট পরস্পর বোধগম্য (mutual intelligibillity) এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক ও খ উভয় ভাষা ...বা উপভাষা। এক্ষেত্রে ক, খ-এর উপভাষা বা খ, ক-এর উপভষা। গণিতভাবে বলা যায়, এ দুই উপভাষার সম্পর্ক ক ও খ একে অপরের সাবসেট এবং একই সঙ্গে সমান। তবে দুটি ভাষা পারস্পরিক ভাষা বা উপভাষা (dialect) হওয়ার জন্য সার্বিক কোনো মাপকাটি নেই। অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে কোনো ভাষা অপর ভাষার উপভাষা হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে গণ্য। যেমন 'Bavarian' ভাষা অন্যান্য ভাষার চেয়ে জার্মান ভাষার সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে 'Bavarian' কে স্বতন্ত্র ভাষা মনে করা হয়। তবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভাষা তার বিশিষ্টতা অর্জন করে উপভাষার সৃষ্টি করে। উপভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপভাষার বিকাশ ও বিবর্তনের প্রশ্নটি মুখ্য। এখানে উপভাষাতত্ত্বের তৌলন পদ্ধতি তথা ধ্বনি তুলনা ও পুর্নগঠন তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তাই এ তত্ত্বের অন্তর্গঠনে যে বিবর্তন-পরিবর্তন, তার জন্য উপভাষার ক্ষীণতা প্রাপ্তি, বেষ্টিত ও পুরা প্রত্নবিশিষ্ট (stage of relic) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ বেষ্টিত ভাষাই ক্রমান্বয়ে সেতু অঞ্চল বা সন্ধি অঞ্চল গড়ে তোলে। যেহেতু উপভাষার সৃষ্টি ভাষার পরিবর্তনে এবং সময়গত বৈচিত্রময় বিবর্তনে, সেহেতু ভাষার ক্ষয়ের মধ্যে উপভাষার প্রকাশ ও বিস্তার। এই পরিবর্তনে ভাষার বিভিন্ন স্তরে সংঘাত-প্রাপ্তিতে ভাষাগত ঘটনাসমূহ (Phenomenons) উপভাষার নিজস্বতা সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্রে ভাষার অধিকাংশ উপভাষায় কোনো বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে কিন্তু অন্যত্র তা হারিয়ে যায় কিংবা নতুন সময়ের ব্যবহারের কারণে তাৎপর্য হারায়। তবে ভাষা ঐতিহাসিক প্রত্ন-ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করে। তাই ভাষার অঞ্চলগত প্রভাব ছাড়া নৈকট্যের ধারণা করা যায় না। এই জন্য বৃহত্তর রংপুর বিভাগের প্রত্ন ভাষা অভিন্ন হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার নৈকট্যের ধারণা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে নানা কারণে অপর উপভাষার প্রভাবে প্রত্ন ভাষায় আঞ্চলিক সমবিন্দুক গতি এসে যায়। এই সমবিন্দুক গতি নতুনের দিকেও যাত্রা করে। ভাষাগত ঘটনার মধ্যি দিয়ে ভাষার ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধরণের নিজস্বতার উদ্ভব ঘটে, পরে সেগুলি উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রকাশ পায়। যেহেতু উপভাষা গঠন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং বিবর্তনের ফল, সেহেতু ভাষার মত উপভাষাতে বহু অনুগঠন দেখা যায়। উপভাষাতেও নি:ভাষা, ব্যষ্টিভাষা, বহুব্যষ্টিভাষা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ফলে একই উপভাষার মধ্যে কিছু পর পর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন বুলি (Register) লক্ষ্য করা যায় এবং রূপমূলে ভিন্নতাও দেখা দেয়। উপভাষা মাত্রই মান ভাষার একটা সামগ্রিক বা ব্যক্তিসামুহিকতার পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে। এ হিসেবে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। "ভাষা-বিজ্ঞানী হকেট, নি-ভাষা'র ঐক্যই যে 'ভাষা'কে চিহ্নিত করে তা

স্পষ্ট করে বলেছেন। এটিই তখন উপভাষার রূপ। এর বোধগম্যতা বা উপভাষারূপ গঠনের একটা সীমাও গড়ে ওঠে এবং সেই সীমার বাইরে 'নি-ভাষা' বা ব্যক্তিসামুহিক ভাষার উপাদানগত প্রভেদ দেখা দেয়" (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪)। উপভাষায় ব্যক্তিসামুহিকতার ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অন্যদিকে ব্যক্তিসামুহিক ভাষায় নি-ভাষা (নিজ ভাষা) তথা ব্যক্তিনিষ্ঠ উপভাষা ও সম্প্রদায়গত উপভাষার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। নি-ভাষার ঐক্যের মধ্যে উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই নি-ভাষার ঐক্য সম্প্রদায়গত ভাষার মধ্যে প্রবলভাবে দেখা যায়। উপভাষায় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। " উপভাষার বৈশিষ্ট্য তার স্বকীয়তায়–– যা লক্ষ্যগোচর হয় ধ্বনির অবস্থানগত ও উচ্চারণগত প্রভেদের মধ্যে। এ ছাড়া অন্ত্যরূপমূল, রেজিস্টার ও শব্দকোষের ভিন্নতার মধ্যে" (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৯)। উপভাষাবিদগণ মূলত রূপমূলের পরিবর্তনকেই উপভাষা সৃষ্টির প্রধান কারণ বলে গণ্য করেন। এ ছাড়া উচ্চারণ বুলির ধরনও উপভাষায় বর্তায়। এক উপভাষার সঙ্গে অন্য উপভাষার "উচ্চারণগত বৈষম্য বিদ্যমান থাকলেও এই পরিবর্তন মূখ্যত রূপমূল কেন্দ্রিক" (মোরশেদ, ১৯৮৫)। উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকে উপভাষা-সম্পৃক্ত অঞ্চলের ধারণা করা যায়। উপভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের মাধ্যমে উপভাষা এলাকা বা অঞ্চল নির্দেশ যায়। উপভাষা জরিপের উদ্দেশ্য উপভাষার বৈশিষ্ট্য যথাযথ নিরূপণ ও অঞ্চল ভিত্তিতে সমশব্দরেখা দ্বারা বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যবহারভুক্ত এলাকা নির্দেশ করা। এ হিসাবে আমাদের লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সম্প্রদায় বিশেষের ব্যবহৃত ধ্বনিগত রূপগুলির প্রতি নজর দেয়া, সেসঙ্গে মূল ধ্বনির ও সহধ্বনির, বৈয়াকরণিক পদগত, শ্রুতিগত ও উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা। ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্রগুলো আলোচ্য উপভাষার রূপমূলের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ মান্য, তা থেকে উপভাষী অঞ্চলেরর বিশিষ্টতা অনুসন্ধান করা হয়েছে। শব্দভাণ্ডার ও তার ব্যবহারসীমা অঞ্চলভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে অঞ্চল ভেদে উপভাষা ও প্রমিত বা মান ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান যা রূপমূল গঠনের বৈশিষ্ট্য ভাষা নিরীক্ষার পদ্ধতির মাধ্যম হয়ে ওঠে। এ হিসাবে উপভাষা নিরীক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করা প্রয়োজন। উপভাষা নিরীক্ষা পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বে উপভাষা ও মান ভাষার সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। মান ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য আপেক্ষিক; অর্থাৎ শ্রেণিগত নয়, মাত্রাগত।" উপভাষা গবেষণা ও মান ভাষার মধ্যে কোনে মৌল পার্থক্য নেই। মান ভাষায় যে সমস্ত স্তর ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে–– যেমন ধ্বনিত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণা সম্ভব, ঠিক সে সমস্ত সম্পর্কেই সম্ভব উপভাষা গবেষণা এবং প্রয়োগ করা সম্ভব করা সম্ভব একই পদ্ধতি। যেমন : কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে একই উপভাষার বিভিন্ন কালের তুলনা করে সিদ্ধান্ত পৌঁছানো যায় উপভাষাটির বিকাশ সম্পর্কে; এবং বর্ণনা করা যায় কালকেন্দ্রিক প্রণালিতে কোনো বিশেষ উপভাষার বিশেষ কালের বিশেষ অবস্থা। উপভাষা গবেষণার প্রথম পর্যায়ে কালানুক্রমিক

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে; এবং কালকেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। উপভাষার যে স্তরটি প্রথম দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে গবেষকদের, সেটি শব্দস্তর এবং সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন উপভাষার শব্দকোষ" (আজাদ , ১৯৯৭)। উপভাষা নিরীক্ষার পদ্ধতি হিসাবে প্রমিত ভাষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত, উপভাষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ঐ একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। উপভাষা নিরীক্ষা পদ্ধতির জন্য কোনো উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ অনুসন্ধানের পূর্বে মান ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্টের স্বরূপ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কারণ উপভাষার তুলনায় মান ভাষা ব্যাপক এবং মানভাষার নীতিগুলি তার উপভাষাগুলিতে অনুসৃত হতে দেখা যায়। রূপতাত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য––এটি শব্দের গঠন ও বিন্যাস নির্দেশ করে। আবার ভাষার বিভিন্ন মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূল যুক্ত হয়ে যে নতুন রূপমূল বা শব্দ গঠিত হয়, এতে তার রূপ ও অর্থের ভিন্নতা দেখা দেয়। অন্যদিকে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলো বৈয়াকরণিক পদ হিসেবে সম্প্রসারিত রূপতত্ত্বকে (Inflectional morphology) নির্দেশ করে। উপভাষায় মান ভাষার শব্দ গঠনের নিয়মাবলির কতখানি মান্যায়ন ঘটেছে, তা রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট করা হয়ে থাকে। এই শব্দগঠন ভাষা নিরীক্ষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে ভাষা নিরীক্ষায় মানভাষা বা উপভাষার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উপভাষা নিরীক্ষায় যে সকল পদ্ধতি অনুসৃত : "ক. প্রথাগত পদ্ধতি। খ. বর্ণনামূলক/সাংগঠনিক পদ্ধতি গ. সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধিতি" (মোরশেদ, ১৯৯৪)। প্রথাগত পদ্ধতি অনুসারেও বিশেষ শব্দাবলী বা অভিধানের অন্তর্গত, সেগুলি উপভাষায় কতখানি ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আভিধানিকভাবে জানা যায়। মান ভাষায় শব্দগঠনে অনেক বৈয়াকরণিক উপাদান ব্যবহৃত হয়। যেমন– প্রত্যয়, উপসর্গ প্রভৃতি। শাব্দিক বিশ্লেষণ, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য মান ভাষার বৈয়াকরণিক রূপকে নির্দেশ করে। প্রথাগত পদ্ধতিতে বাংলা শব্দগঠনের প্রক্রিয়াগুলো লক্ষ্য করা যাক। ১. সমাজ যোগে শব্দগঠন : যেমন –জায়া ও পতি = দম্পতি, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি। ২. প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন : যেমন – ঢাকা + আই = ঢাকাই, কাঁদ + না = কান্না। ৩. উপসর্গ যোগে শব্দগঠন : যেমন – প্র+ভাত = প্রভাত, নি+লাজ = নিলাজ। ৪. সন্ধিযোগে শব্দগঠন : যেমন – বিদ্যা+ আলয় = বিদ্যালয়, ৫. লিঙ্গযোগে শব্দগঠন : যেমন – নদ-নদী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। ৬. বচনযোগে শব্দগঠন : যেমন – বই-বইগুলো, তরঙ্গ-তরঙ্গমালা, ৭. বাগ্‌ধারা-বাগবিধি : যেমন – গোড়ায় গলদ, ননীর পুতুল। প্রথাগত পদ্ধতিতে শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় সীমাদ্ধতা রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শব্দগঠনের অনেক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন – 'জান্নাত-উল-ফিরদাউস' বা 'বাংলিশ' প্রথাগত শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করা যায় না। সাংগঠনিক পদ্ধতিগত দিক থেকে উপভাষায় নতুন শব্দগঠন মান ভাষার শব্দ রূপতত্ত্বের অন্তর্গত কিংবা শব্দের সম্প্রসারণ মানভাষার প্রত্যায়িত রূপতত্ত্বকে (Inflectional morphology) নির্দেশ করে। সাংগঠনিক

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাবিজ্ঞানে রূপতত্ত্ব রূপমূল, সংগঠন ও সংগঠনের একক সমূকে চিহ্নিত, বিশ্লেষিত ও বর্ণনা করে। এই এককসমূহ : শব্দ, পদ, প্রত্যয়, স্বরভেদ, ইত্যাদি। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক. সম্প্রসারিত রূপতত্ত্ব (Inflectional morphology) দুই. আভিধানিক রূপতত্ত্ব (Lexical morphology)। আভিধানিক রূপতত্ত্ব-এ, শব্দগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের রূপতত্ত্ব অনুসারে ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষিক উপাদান একটি সংগঠন। এই সংগঠনকে রূপমূল বলে। "সাধারণভাবে ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ দশকে ব্লুমফিল্ড যুগের পর বিভিন্ন বৈশ্লেষিক দৃষ্টিকোণ থেকে রূপমূল বিচারণা শুরু হয়।" (মোরশেদ, ১৯৮৫) অপর দিকে রূপমূলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : "ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানকে রূপমূল বলে"। যেমন – বই, কলম (মোরশেদ, ১৯৮৫)। গঠনপ্রকৃতি ও অর্থদ্যোতনার ক্ষেত্রে রূপমূলের প্রধান দুটি শাখা দুটি। ১. মুক্ত রূপমূল (Free morpheme) ২.বদ্ধ রূপমূল (Bound mprpheme)। ১মুক্তরূপমূল : " যে রূপমূল অন্য রূপমূলের সাহায্য ছাড়াই ব্যবহৃত হতে পারে, যার নিজস্ব অর্থ বিদ্যমান এবং ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাজ্য নয়, তাকে মুক্ত রূপমূল বলে"(মোরশেদ, ১৯৮৫)। মুক্ত রূপমূল সহযোগে গঠিত হয় মিশ্ররূপমূল ও জটিল রূপমূল। মিশ্র রূপমূল : "যখন দুটো মুক্তরূপমূল সহযোগে যে রূপমূল গঠিত হয়ে মিশ্র রূপমূলের অতিরিক্ত একটা অর্থ প্রকাশ করে তা মিশ্র রূপমূল নামে পরিচিত" (মোরশেদ, ১৯৮৫)। যেমন – 'গাঙচিল' দুটো রূপমূল 'গাঙ' ও 'চিল' থেকে এসেছে যা নতুন অর্থা প্রকাশ করে। জটিল রূপমূল : দুইয়ের অধিক রূপমূল নিয়ে গঠিত রূপমূলকে জটিল রূপমূল বলে। যেমন – ফুটবলখেলোয়াড়, রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী। বদ্ধ রূপমূল : যে রূপমূলের জিস্ব অর্থ আছে এবং ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য নয়, কিন্তু যেগুলো স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না এবং মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, এই শ্রেণির রূপমূল বদ্ধ রূপমূল রূপে পরিচিত। বদ্ধ রূপমূলের প্রকারভেদ :

১. বহু বচন নিদের্শকরূপে : ছাত্ররা, বইগুলি

২. উপসর্গরূপে : গরমিল, প্রভাত।

৩. অনুসর্গরূপে : দুরন্তপনা, লাঠিয়াল।

৪. কারক-নির্দেশক রূপে : ছেলেকে, ছাদে।

৫. প্রত্যয়/বিভক্তি রূপে : গায়ক+ইকা = গায়িকা।

ব্যাকরণগত দিক প্রকাশ করে এমন রূপমূল :

Dhaka University Institutional Repository

১.সম্প্রসারিত রূপমূল (Inflactional morphology) : "মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্তির মাধ্যমে ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, কারক, তুলনার মান ইত্যাদি ব্যাকারণগত সম্পর্ক প্রকাশক রূপমূলকে সম্প্রসারিত রূপমূল বলা হয়" (মোরশেদ, ১৯৮৫)। যেমন – ছাত্রদল। ২.সাধিত রূপমূল : (Derivational morphology) : " যখন মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি যোগে গঠিত রূপমূল ব্যাকরণগত বিভিন্ন পদ বিন্যাসের অর্থগত দিক প্রকাশ করে, তখন এই শ্রেণীর রূপমূলকে সাধিত রূপমূল বলে" (মোরশেদ, ১৯৮৫। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে শব্দগঠন প্রক্রিয়া আসলে রূপমূল কেন্দ্রিক। এই প্রক্রিয়াতেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অর্থাৎ সাংগঠনিক পদ্ধতিতে অনেক শব্দের গঠনের প্রক্রিয়াগত দিক ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন – 'বালতি' শব্দটি গঠনগত কোন প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষার অন্তর্গত, তা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারে না। ভাষা বিশ্লেষণের তথা শব্দগঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতিই পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে না। অন্যদিকে কোনো উপভাষাতেই শব্দ গঠনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না – যা প্রমিত ভাষায় পাওয়া যায়।

যেমন – 'মাহবুব-উল-আলম', 'জান্নাত-উল-ফেরদৌস', 'ইচিংবিচি' (নগণ্য ব্যক্তি), 'হাড্ডু বাড্ডু' (ঔপভাষিক শব্দ ; অর্থ : বাজে লোক বা তুচ্ছ লোক) প্রভৃতি শব্দগুলো প্রথাগত কিংবা সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কোনো শ্রেণিতে ফেলা কষ্টকর। কিন্তু এই সকল শব্দ প্রমিত বাংলার সার্বিক শব্দগঠন প্রক্রিয়ার শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা সহজ। তাই উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির আলোকে প্রমিত বাংলার সার্বিক শব্দগঠনের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির আলোকে প্রমিত বাংলা ভাষার সার্বিক শব্দগঠন প্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো। প্রমিত বাংলা ভাষার সার্বিক শব্দগঠন প্রক্রিয়া : সংগঠন ও অর্থগতদিক থেকে ভাষার নতুন শব্দগঠন প্রক্রিয়াগুলো :

ক.সংযোজন প্রক্রিয়া (Additive process)

খ. বিয়োজন প্রক্রিয়া (Subtractive process)

গ. অর্থ পরিবর্তন (Meaning process)

ক. সংযোজন প্রক্রিয়া : ভাষিক উপাদান সহযোগে গঠিত নতুন শব্দগঠনের প্রক্রিয়া সংযোজন প্রক্রিয়া। প্রমিত বাংলা ভাষায় সংযোজন প্রক্রিয়াগুলো :

১. যৌগিকীকরণ (Compounding)

২. সন্ধি (Morphophonimics)

৩. প্রত্যয়ীকরণ (Affixiation)

৪. সংক্রমণ (Contamition)

Dhaka University Institutional Repository

৫. মিশ্রণ (Blending)

৬. লোক-নিরুক্ত (Folk Etymolog)

৭. পশ্চাৎ-সৃজন (Back Formation)

৮. বাণিজ্যিকীকরণ (Coinage)

৯. অনুকরণ (Echoism)

উপভাষা নিরীক্ষা পদ্ধতির আলোচনায় আধুনিক প্রক্রিয়াগুলি, যেমন : 'মিশ্রণ', 'বাণিজ্যিকীকরণ', 'অনুকরণ' উপভাষার শব্দগঠনে তেমন ভূমিকা রাখে না। "উপভাষা শব্দটি সমন্বয় জ্ঞাপন করে একটি ভাষার প্রতি, উপভাষাসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত" (আজাদ, ২০০১)। এদিক বিবেচনা করলে মান ভাষার যৌগিকীকরণ প্রক্রিয়া উপভাষা সমূহের রূপগঠন থেকে অবশ্যই অধিক বিস্তৃত। উপভাষার রূপগঠনে যৌগিকীকরণ প্রক্রিয়া মান বাংলার সমর্থনপুষ্ট হয়ে থাকে। তাই মান ভাষার যৌগিকীকরণ প্রক্রিয়া পূর্বে প্রদর্শন করা জরুরী।

যৌগিকীকরণ (compounding) : রূপতত্ত্বে যৌগিকীকরণ নতুন নতুন শব্দ গঠনের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক শব্দের মিলনের ফলে গঠিত নতুন শব্দই যৌগিক শব্দ। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যৌগিকীকরণের মাধ্যমে যে যৌগিক শব্দাবলী গঠিত হয়, সেগুলো : প্রকেন্দ্রিক, বিকেন্দ্রিক এবং সংশ্লেষাত্মক যৌগিক রূপে পরিচিত। প্রকেন্দ্রিক যৌগিক : প্রকেন্দ্রিক যৌগিক শব্দে দুটো মূক্ত রূপমূল সহযোগে নতুন মিশ্র রূপমূল গঠিত হয় এবং মুক্ত রূপমূলের পূর্বের অর্থের পরিবর্তে নতুন অর্থ জ্ঞাপন করে। যেমন – গাঙচিল। এখানে 'গাঙ' ও 'চিল' দুটো স্বতন্ত্র রূপমূল যাদের নির্দিষ্ট অর্থ বিদ্যমান। কিন্তু 'গাঙচি' একটি বিশেষ পাখি যে নদীর উপর ঘুরে বেড়ায়। বিকেন্দ্রিক যৌগিক : এই যৌগিক শব্দের ভূমিকা এর উপাদানগুলোর ভূমিকা থেকে ভিন্ন। যেমন – নীলাকাশ। সংশ্লেষণাত্মক যৌগিক ব্যতিত সকল যৌগিকই ধাতুমূলক। ভূমিকাগত দিক থেকে বাংলা ভাষায় তিন শ্রেণির যৌগিক শব্দ বিদ্যমান : ১. যৌগিক বিশেষ্য (Noun compounds) : শির এর উপাদান বিশেষ্য। গঠন সূত্রগুলো নিম্নরূপ :

ক. বি.১+বি.১ = বাড়িবাড়ি, ঘরেঘরে

খ. বি.১+বি.২= বাড়িবাড়ি, রবীন্দ্রসঙ্গীত

গ. বি.১+বি২+ বি.৩ + রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী

ঘ.বিণ.১+বি১. = পাকা আম, হলদে ফুল

ঙ.বি.১+বি.২+বি.৩+বি.৪ = রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্প গোষ্ঠী

Dhaka University Institutional Repository

চ. বিণ.১+বি.১+বি.২ =জাতীয় সংসদ সদস্য।

ছ. অব্যয়+বি.১ =উপজেলা, উপকূল

২. যৌগিক বিশেষণ (Adjective compounds) : এর শির উপাদান বিশেষণ। এর গঠন সূত্রগুলো নিম্নরূপ :

ক. বি.+বিণ.১= গাছপাকা, মনভোলা

খ. বিণ.১+ বিণ.১ = পাকা পাকা, লাল লাল

গ.বিণ.১+বিণ.২ =কাঁচামিঠা, সাদাকালো

ঘ. বি.+ক্রি. = মুখ খাওয়া, হাতদেখা

৩. যৌগিক ক্রিয়া (Verb compounds) : এর শির উপাদান ক্রিয়া। এর গঠন সূত্রগুলো নিম্নরূপ :

ক.বি.+ক্রি. = বল খেলা, ছবি আঁকা

খ. বিণ.+ ক্রি. = ঠাণ্ডা লাগা, টক লাগা

গ. ক্রি.১+ ক্রি.১ = খাই খাই, দেখে দেখে

ঘ. ক্রি.১+ক্রি.২ = হেসে খেলে, দেখে শুনে

ঙ.ক্রি.১+ক্রি.২+ক্রি৩. = দেখে শুনে বসো

চ. বি.+ক্রি.১+ক্রি.২ = মুখ ধুয়ে যাওয়া

দেশি বা বিদেশি রূপমূলের সঙ্গে বিদেশি রূপমূলের সংমিশ্রণে বাংলাভাষায় অনেক নতুন শব্দ গঠিত হয়। একে শঙ্করশব্দও বলা হয়। যেমন – ইংরেজি+ফরাসিঃ ডাক্তার +খানা=ডাক্তারখানা, হেড মৌলভি= হেডমৌলভি, বাংলা+আরবিঃ চৌ+হদ্দি= চৌহদ্দি; তৎসম+ফারসি : রাজা+বাদশা = রাজা বাদশা; বাংলা+ ইংরেজি : গ্রামীণ + ফোন = গ্রামীণফোন; ইংরেজি + তৎসম : মাষ্টার +মহাশয়=মাষ্টার মহাশয়; ইংরেজি + বাংলা : পকেট+মার +পকেটমার। বাংলা +ফারসি : হাট+বাজার =হাটবাজার; ফারসি +আরবি : বে+অকুফ = বেকুফ/ বেকুব। সংগঠনগত দিক থেকে বাংলা ভাষায় যৌগিক শব্দ তিন ধরনের :

ক. নিরপেক্ষ যৌগিক শব্দ (Naeutral Compound)

খ. রূপতাত্ত্বিক যৌগিক শব্দ (Morphological Compound)

গ. বাক্যিক যৌগিক শব্দ (Syntactic Compound)

ক. নিরপেক্ষ যৌগিক শব্দ (Neutral Compound) : দুটো রূপমূল যুক্ত হয়ে এ ধরনের শব্দ গঠিত হয়। নিরপেক্ষ যৌগিক শব্দ তিন প্রকার : ১. সরল যৌগিক (Simple compound) : দুটি শব্দ মিলে এই শব্দ গঠিত হয়। যেমন – ছাত্রসমাজ। ২. উদ্ভূত যৌগিক শব্দ (Derivational compound) : শব্দগঠনে অংশ গ্রহণকারী শব্দ দুটির একটি বা দুটোই উদ্ভূত হতে পারে। যেমন – হিমশীতল। ৩. সংকুচিত যৌগিক শব্দ (Cotracted compound) : এই যৌগিক শব্দে একটি উপাদান সংকুচিত থাকে। যেমন – সিসি ক্যামেরা, ডিবি পুলিশ। খ. রূপতাত্ত্বিক যৌগিক শব্দ (Morphological compound) : দুটি শব্দের উপাদানকে সংযোজক ব্যঞ্জন বা স্বরধ্বনি দ্বারা যুক্ত থাকে। যেমন – গায়ে হলুদ। গ. ব্যাকিক যৌগিক শব্দ (Syntactic compound) : দুই ধরনের : ১. প্রবাদ বাক্যমূলক যৌগিক শব্দ (idiomic compound) : উপাদানের অর্থ বদলে যায়। যেমন – এক ঢিলে দুই পাখি মারা ২. বাক্যাংশ মূলক যৌগিক শব্দ (Phrasal compound) : বাক্যাংশে রূপান্তর ঘটানো যায়। যেমন – প্রিয়জন। প্রমিত বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠনের আরও দুটি যৌগিকীকরণ প্রক্রিয়া : ক. আংশিক পুনরাবৃত্তি (Partial Repetion) : প্রথম অংশের আংশিক সাদৃশ্যে দ্বিতীয় অংশ গঠন। যেমন – ফল-ফলাদি, বক-বকানি। খ. দ্বিরুক্তি (Repuplication) : দুই প্রকার : ১. শব্দের দ্বিরুক্তি ২. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ১. শব্দের দিরুক্তি : দুই প্রকার : ১.১ প্রত্যয়বিহীন শব্দ দ্বিরুক্তি। ১.২. প্রত্যয়যুক্ত শব্দ দ্বিরুক্তি। ১.১ প্রত্যয় বিহীন শব্দ দ্বিরুক্তির বিভিন্ন রূপ : ক. একই শব্দ দু'বার ব্যবহার করে : জ্বর জ্বর।

খ.সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দযোগে : টাকা-পয়সা, উঁচু-নিচু। গ. দুটি বিশেষণ যোগে : বড় বড়, ছোট বড়। ঘ. দুটি সর্বনাম যোগে : যে-সে। ঙ. দুটি অব্যয় যোগে : ছিঃ ছিঃ। ১.২ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ দ্বিরুক্তি : শব্দে প্রত্যয় যুক্ত থাকে। ক. দুটি ক্রিয়ায় প্রত্যয় যোগে : কেঁদে-কেঁদে, হেসে-হেসে। খ. দুটি বিশেষণে প্রত্যয় যোগে : ভালয়-ভালয়। গ. দুটি সর্বনামে প্রত্যয় যোগে : যার-যার। গ. দুটি সর্বনামে প্রত্যয় যোগে : যার-যার। ২. ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিরুক্তি : যেমন – ছম ছম (ভয়)।

২. সন্ধি (Sandhi) : "সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি" (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ১৯৮৩)। বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের একটি প্রথাগত প্রক্রিয়া। যেমন – এক+ছত্র =একচ্ছত্র, বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়। সাংগঠনিক দৃষ্টিতে সন্ধির শব্দ গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে "সাংগঠনিক বিচেনায় সন্ধি রূপমূলগত ধ্বনি পরিবর্তন (Morophophonemic)-এরই অংশ। রূপধ্বনিতত্ত্ব (Morophophonology) অনুযায়ী "বিশেষ ধ্বনির পাশে বিশেষ ধ্বনি এলে ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র অনুযায়ী যান্ত্রিকভাবে একটি ধ্বনিতে বা দুটিতেই পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-রূপটি শরীরে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে তার অর্থ বা শ্রেণির কোনো প্রভাব এই পরিবর্তনে থাকে

না।..... যে নিয়মটি বাংলা রূপধ্বনিতত্ত্বের প্রধান এবং কেন্দ্রিয় নিয়ম তার নাম স্বরোচ্চতাসাম্য (Vowel height assimilation)" (সরকার, ২০০৬)। রূপমূলগত ধ্বনি পরিবর্তন অন্যান্য যেসব প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, সেগুলি : ধ্বনি বিপর্যয় (Meta thesis), স্বরাগম (Prothesis), অভিশ্রুতি (Umlaut), সমীভবন (Assimilation), নাসিক্যভবন (Nazalization), উষ্মীভবন (Spirantisation), মহাপ্রাণীভবন (Aspiration), অল্পপ্রাণীভবন (Despiration), ঘোষীভবন (Voicing) ইত্যাদি। ৩. প্রত্যয়ীকরণ (Affixation) : দুই প্রকার। যেমন –ক. সাধিত প্রত্যয় খ. সম্প্রসারিত প্রত্যয় ক. সাধিত প্রত্যয় (Derivational Affix) : যেমন – ঘটক+আলি +ঘটকালি, মেঘ+লা = মেঘলা। খ. সম্প্রসারিত প্রত্যয় (Inflectional Affix) : যেমন – ছাত্র+রা =ছাত্ররা, কর+এ+করে। শব্দ বা রূপমূলের সঙ্গে সংযুক্তির উপর ভিত্তি করে প্রত্যয় বিভাজন। এ হিসাবে প্রত্যয় তিন প্রকার : ১. আদি প্রত্যয় (Prefix) : যেমন – অ–চেনা =অচেনা ২. মধ্যপ্রত্যয় (Infix) : বাংলায় নেই। ৩. অন্ত্যপ্রত্যয় (Suffix) : যেমন – রাধ্+ না=রান্না, ঢাকা + আই= ঢাকাই।

প্রমিত বাংলা ভাষায় অন্য ভাষা থেকে আসা নিচের প্রত্যয়টি স্বল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সংযোজক প্রত্যয় (Interfix) : যেমন – শের-ই-বাংলা, হারুন-উর-রশিদ, মাহবুব-উল-আলম, জান্নাত-উল-ফেরদৌস। প্রমিত বাংলা ভাষায় অপর দুটি প্রত্যয়। ক. সুপারফিক্স (Superfix) খ. সারকামফিক্স (Circumfix)। ক. সুপারফিক্স (Superfix) : যেমন – মানা থেকে মা/ ma +না/ na; ফুলকি থেকে ফুল/phul+কি/ ki / খ. সারকামফিক্স (Circumfix) যেমন – স (prefix)+পরিবার+এ (suffix)=সপরিবারে। ৪. সংক্রমণ (Contaminatin) : যেমন – পর্তুগীজ শব্দ 'আনানস' থেকে বাংলায় 'আনারস'। ৫. মিশ্রণ (Blending) : অর্থগত দিক থেকে দুটি শব্দ কিছু পরিবর্তন হয়ে একত্রিত হয়। এইরূপ শব্দকে 'জোড়কলম' শব্দ বলা হয়। যেমন – ধোঁয়া+কুয়াশা= ধোঁয়াশা, বাংলা+ ইংলিশ=বাংলিশ। ৬. লোক-নিরুক্তি (Folk Etymology) : যেমন – ইংরেজি 'Hospital' থেকে বাংলায় 'হাসপাতাল'। ৭. পশ্চাৎ-সৃজন (Back Formation) " কোনো জটিল শব্দের কেবল প্রথম অংশ গ্রহণ করা হয়। যেমন – 'মোবাইল ফোন' থেকে 'মোবাইল', 'ভ্যানগাড়ি' থেকে 'ভ্যান'।

খ. বিয়োজন পদ্ধতি (Subtructive Process) : এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি হয়। প্রক্রিয়াগুলি : ১. খণ্ডিত শব্দ (Clipped Word) : এক বা একাধিক অক্ষরের বিলুপ্তি ঘটে। খণ্ডিত শব্দগুলি নিম্নরূপ : ১.১ আদি খণ্ডিত (Back clipping) : যেমন –'জয়দীপ' থেকে 'জয়'।

১.২ অনন্ত খণ্ডিত শব্দ (Fore clipping) : যেমন – 'টেলিফোন' থেকে 'ফোন'।

১.৩ মিশ্র খণ্ডিত শব্দ (Complies clipping) : যেমন –'কলার গাছ' থেকে 'কলাগাছ'।

২.বানানমূলক শব্দ (Orthographic Word) : শব্দের সংক্ষিত রূপ ব্যবহৃত। যেমন – 'ডক্টর' থেকে 'ড.', 'ডাক্তার' থেকে 'ডা.'। ৩. আদ্যক্ষরা (Acronym) শব্দের আদি অক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দ। একে 'মুণ্ডমাল শব্দ'ও বলা হয়। যেমন – 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে 'জাবি'।

গ. অর্থ পরিবর্তন (Meaning change) : শব্দের অর্থের পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। যথা : ১. শব্দার্থ পরিবর্তন (Semantic Changed words) : অর্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন অর্থ সৃষ্টি যেমন – 'মির্জাফর' থেকে 'বিশ্বাসঘাতক', 'যুধিষ্ঠির' থেকে 'সত্যবাদী'। ২. বাগধারা (Idiom) : 'রাঘব বোয়াল' ইডিয়ম থেকে 'ক্ষমতাসীন ব্যক্তি', 'পুকুর চুরি' থেকে 'বড় রকমের চুরি'। শব্দ গঠনের অন্যান্য প্রক্রিয়া : ১. ঋণকরণ (Borrowing) : অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ। যেমন – বালতি (পর্তুগীজ), খোদা (ফারসি) বাংলা ভাষায় ঋণকৃত শব্দ। ২. পারিভাষিক শব্দ (Terminology) : অনুবাদিত শব্দ। যেমন : 'Mobile'-এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ 'মুঠোফোন'। 'রেডিও' এর পারিভাষিক শব্দ 'বেতার'। ৩. সুভাষণ (Euphemism) : অপ্রিয় কথাকে মধুর করে বলা। যেমন – নেই অর্থে 'বাড়ন্ত' (চাল বাড়ন্ত) ৪. পৌরাণিক শব্দ (Mythological word) : রামায়ণ থেকে আগত শব্দ। যেমন – কুম্ভকর্ণ, শনি ইত্যাদি। ৫. অপশব্দ (slang word) : সাধারণত কিছু শব্দ তরুণ সমাজে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যেমন – গিরিঙ্গি (জটিলতা), ঝাকানাকা (জাঁকজমক), হাড্ডুবাড্ডু (বাজে লোক বা তুচ্ছ লোক)।

বাংলা শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলার সমগ্র গঠন-সূত্র কোনো উপভাষায় দেখা যায় না। বর্তমানে মিঠাপুকুরের উপভাষায় রূপমূলের গঠন-সূত্রগুলি : ১. বহুবচন যোগে ২. ক্রিয়ার কালের বিভক্তি যোগে ৩. বিদেশি প্রত্যয় যোগে ৪. বিভিন্ন সর্বনাম রূপ ৫. নির্দেশক রূপে ৬. প্রত্যয় যোগে বিশেষণ রূপ ৭. লিঙ্গ বাচক প্রত্যয় যোগে ৮. সম্বন্ধবাচক পদ ৯. সংযোজক প্রত্যয় (Interfix) যোগে ১০. আদি খণ্ডিত শব্দ ১১. কারক প্রকরণে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বাস্তবে ভাষা আদতে উপভাষা। উপভাষা থেকে প্রমিত ভাষার সৃষ্টি। মান ভাষাও একটি আদর্শ উপভাষা। তাই মানভাষা ও উপভাষার পার্থক্য আপেক্ষিক তথা শ্রেণিগত নয় মাত্রাগত। অপরদিকে বোধগম্যতাই উপভাষা পরিমাপের অন্যতম মাপকাঠি। যেহেতু উপভাষা গঠন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যেহেতু উপভাষাতেও বহু অনুগঠন – নিঃভাষা, ব্যষ্টিভাষা, বহুব্যষ্টিভাষা ইত্যাদি বিদ্যমান যা ঔপভাষিক অঞ্চলের উপভাষায় লক্ষ্য করা যায়। ঔপভাষিক অঞ্চলের এই বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল। রূপমূলের মুখ্য পরিবর্তন মূলত রূপমূল-কেন্দ্রিক। কিন্তু মুখ্যত ক্রিয়াবাচক শব্দ ব্যতীত বিশেষ্য ও অন্যান্য বৈয়াকরণিক পদের মধ্যে এই পরিবর্তন অধিক লক্ষণীয়। এই পরিবর্তনের ফলে উপভাষা পুরাতন ও নতুন হতে পারে। অর্থাৎ কোনো ভাষার

উপভাষা পুরাাতন থেকে নতুনের দিকে যাত্রা করে। রূপমূলের এই পরিবর্তনে কোনো উপভাষা পুরাতন ও নতুন (Dialect---The old and the new) হয়ে উঠতে পারে। যা পুরাতন তা ঐতিহ্যবাহী উপভাষা (Traditional dialect) আর যা নতুন –তা প্রধান প্রবাহী উপভাষা (Main stream dialect) – যা আসল বা খাঁটি অথবা বিশুদ্ধ উপভাষা – যা একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় : " Traditional dialects are what most people genarally think of them as being 'real' or `genuin' or pure' dialects. They also tend to imagine that they are spoken only in rural. ' (Trudgill, 1994) । প্রকৃতপক্ষে এতিহ্যবাহী উপভাষা (Traditional dialect) প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের বয়োবৃদ্ধ লোকেরাই বলে থাকেন। সে ক্ষেত্রে প্রধান প্রবাহী উপভাষা (Main stream dialect) আদর্শিক উপভাষার (Standard dialect) জায়গা দখল করতে থাকে। বিশেষত এতিহ্যবাহী উপভাষার (Traditional) -এর ক্ষেত্রে রৌপগত ও ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে কোনো ভাষার উপভাষা পুরাতন থেকে নতুনের দিকে যাত্রা করে। সে ক্ষেত্রে ঐ ঔপভাষিক রূপ প্রধান প্রবাহের দিকে (Main stream)-এর দিকে সরে আসে, তখন একে প্রধান প্রবাহী উপভাষা (Main stream dialect) বলে। এক্ষেত্রে ঔপভাষিক রূপ আদর্শিক ভাষা (Standerd language) -এর কাছাকাছি বা অনুরূপ হয়। প্রধান প্রবাহী উপভাষা (Main stream dialect) অধিক সংখ্যখ লোকেরাই বলে থাকে,বিশেষ করে নগর এলাকায় যুবসমাজ এবং এই ভাষা অধিক সহজ অন্য উপভাষার মত : " Main stream dialect, on the other hand, which are spoken by a majirity of the population, particularly younger speakers in urban areas, are linguistically more simple to one another and to standard English" (Trudgill, 1994)। উপর্যুক্ত বক্তব্য বাংলা ভাষার উপভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন : 'পিরান' বা 'আঙ্গা' শব্দদ্বয় রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ঔপভাষিক শব্দ বা রূপমূল যার প্রমিত ভাষিক রূপ 'জামা' বা 'শার্ট'। ঐ মুক্ত রূপমূলটি মিঠাপুকুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী উপভাষার (Traditional dialect)-এর অন্তর্গত। কিন্তু বর্তমানে প্রধান প্রবাহী উপভাষায় (Main stream dialect) উক্ত রূপমূলদ্বয় হারিয়ে যেতে বসেছে। অপর একটি মুক্ত রূপমূল 'শাগাই' যা এতিহ্যবাহী উপভাষা (Traditional dialect) -এ ব্যবহৃত হয়। উক্ত রূপমূলটির প্রমিত ভাষিক রূপ 'আত্মীয়' যা প্রধান প্রবাহী উপভাষায় (Main stream dialect) আর ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। এই রূপমূলটি বর্তমানে প্রধান প্রবাহী উপভাষায় (Main stream dialect) ইংরেজি শব্দ 'গেস্ট' (guest) হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

মিঠাপুকুরের উপভাষা গ্রিয়ারসন (১৯৮৮) কথিত 'রাজবংশী' যা বাংলার উপভাষা। কারণ বহু আগেই কোচ জনগোষ্ঠী তাঁদের পূর্বধর্ম পরিত্যাগ করে রাজবংশী নাম ধারণ করে বাংলাভাষী হিন্দু হয়ে ওঠে এবং সেসঙ্গে পূর্ব বোড়ো ভাষা ত্যাগ করে বাংল ভাষা গ্রহণ করতে থাকে: " The name koch in fact connotes a hinduised bodo who has abandobed his ancestral religion for Hinduism and ancestral Bodo language for Bengali and Assamese" (Grierson, 1988)। তবে ভাষার ক্ষেত্রে এ ঘটনা বহু শতাব্দী ধরে ঘটতে থাকে। অন্যদিকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও (১৯৯১) অনুরূপ মত পোষণ করেন। অথচ রাজবংশী একটা স্বতন্ত্র ভাষা যা প্রধানত বোড়ো ভাষান্তর থেকে উদ্ভূত। বোড়ো ভাষার শাখা 'রাজবংশী' ভাষাই মিঠাপুকুরের মূল ভাষা (Base Language) ছিল। বর্তমান মিঠাপুকুর উপজেলা ছিল বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসী রাজবংশী ভাষার জনপদেও অন্তর্গত ।"ভোট-চীন-ভাষীদের চতুর্থ শাখা ..Bod...বা ভোট জাতি। কথিত আছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে তিব্বতে আসিয়া উপবিষ্ট হয়। ভোট-চীন-ভাষীদের অন্য কতকগুলি দল বর্মা হইয়া আসাম ও পূর্ববঙ্গে আসিতে আরম্ভ করে––এই পথে তাহাদের আগমনের সময় নির্ণয় করা দুষ্করও" (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১)। এই ভোট-চীন-ভাষীর দুটি শাখার একটি ভোট-বর্মী। আবার এই ভোট-বর্মীর তিনটি শাখার একটি অর্থাৎ আসাম-বর্মী মণ্ডলের একটি প্রশাখা বোডো বা বোড়ো ভাষীর লোকেরা আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা প্রায় খৃষ্ট পূর্ব ১০০০ বছর পূর্বেকার ঘটনা বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। অন্য মতে, "এই জনগোষ্ঠী আসাম, পূর্ববঙ্গ, উত্তর বিহার ও হিমালয়ের সানুদেশ নেপাল অঞ্চল পর্যন্ত আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই" (বর্মা, ২০১২)। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের মধ্য সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র কামরূপ অঞ্চলে আর্যীকরণের সূচনা ঘটে। অন্যদিকে "মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃতের আদিস্তর খৃ.অ. ৫০০ থেকে খৃ. অ. ২০০ বলে গণ্য করা হয়" (মজুমদার, ১৯৯৫)। ঠিক এই সময়ে মাগধী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে যে চারটি আঞ্চলিক বিভেদ দেখা দেয়––পণ্ডিতদের মতে তার একটি থেকে গড়ে ওঠে কামরূপী প্রাকৃত। "কামরূপ অঞ্চলে অন্তত খৃ. পূ. ২য় শতকের কাছাকাছি সময়ে আর্যীকরণের ফলে আনুমানিক খ্রষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বোডো শাখার (Bodo Group) ভাষার সঙ্গে কামরূপী প্রাকৃতের সহাবস্থান ও মিশ্রণের ফলে প্রত্ন –রাজবংশী ভাষার উদ্ভব হয় এবং কালে কালে যাহা পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক রাজবংশী ভাষার রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে" (বর্মা, ২০১২)। বলাবাহুল্য পশ্চিমা কামরূপী প্রাকৃতের সঙ্গে বোড়ো ভাষার যে মিশ্রণ ঘটে, সেই পশ্চিমা কামরূপী ভাষা অঞ্চল––জলপাইগুড়ি, পূর্ব পূর্ণিয়া, উত্তর-পূর্ব দিনাজপুর, বৃহত্তর রংপুর, কোচবিহার, পশ্চিম গোয়ালপাড়া। বলাবাহুল্য বর্তমান মিঠুপুকুর

উপজেলা প্রাচীন পশ্চিম কামরূপের একটি অংশ। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে পূর্ব ভারতে এবং বঙ্গে মুসলমান অধিপত্যের সূচনা হলেও "প্রকৃতপক্ষে কামরূপে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে" (মজুমদার, ১৯৯৫)। বলাবাহুল্য মোগল আমলে বৃহত্তর রংপুর জেলা আসামের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে পুর্তগীজ-ফরাসি-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষীরা বাংলায় অগমন করে। ফলে প্রায় ৮০০ বছর ধরে আরবি-ফার্সি-তুর্কি-পুর্তগীজ-ইংরেজি-ফরাসি প্রভৃতি বিদেশি বহু শব্দ কৃতঋণ হিসাবে বাংলার ভিতর দিয়ে রাজবংশী ভাষায় প্রবেশ করে। প্রথম দিকে প্রায় ৬-৭ শত বছর ধরে আর্য ভাষার প্রভাবে এবং পরবর্তীকালে আট শত বছর ধরে বাংলা,আরবি, ফার্সি, পুর্তগীজ ইত্যাদি বিদেশি ভাষার প্রভাবে রাজবংশী ভাষার অপরিসীম স্থানচ্যুতি ঘটতে থাকে।

ফলে রূপমূল সংগ্রহে দেখা যাবে মিঠাপুকুর উপজেলায় বর্তমান কালে বোড়ো উৎসজাত 'রাজবংশী' ভাষা সেই পুরাতন স্তর থেকে সরে এসে অধিকাংশ বিশেষ্যবাচক শব্দ বা রূপমূল প্রধান প্রবাহী উপভাষায় (Main stream dialect) ইন্দো-ইউরোপীয় উদ্ভূত বাংলা ও আরবি-ফার্সি-পর্তুগীজ-ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে মানভাষার দিকে সরে এসেছে। অনেক শব্দ লুপ্ত হয়েছে ও অনেক শব্দ ক্রমান্বয়ে অপরিচিত হচ্ছে। উপভাষাটির শব্দভাণ্ডার বোড়ো উৎসজাত 'রাজবংশী' থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষার দিকে অধিক সরে এসেছে এবং নিত্য ব্যবহার্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে বাংলার কৃতঋণ বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে চলেছে। অন্যদিকে মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার বর্তমানে কতকগুলি ভাষার শব্দ যুক্ত হয়েছে এবং কি পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে– গবেষণায় তার শতকরা পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এ থেকে উপভাষাটির শব্দভাণ্ডারের বর্তমান গতিপ্রকৃতি ধরা সম্ভব হবে। এ সম্পর্কে ফলাফল বিশ্লেষণ তথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষায় উপরিস্তর–প্রভাব (Superstratum Influence) ঘটে গেছে। " উপরিস্তর– তত্ত্ব " (Superstratum Theory) কোনো ভাষার উপর অপর ভাষার প্রভাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এতে কোনো ভাষা যখন অপর ভাষার স্থান দখল করে, তারপরেও সেক্ষেত্রে পূর্বের ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহার হতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে এক ভাষা অপর ভাষার স্থান দখল করে, একে উপরিস্তর–তত্ত্ব (Superstratum Theory) বলা হয়েছে। যেমন– ব্রিটিশ আমলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে বাংলা ভাষা সিলেটে প্রচলিত অসমীয়া ভাষার স্থান দখল করে। অনুরূপভাবে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ওঅর্থনৈতিক কারণে তথা আর্যীকরণের ফলে বাংলা ভাষা বৃহত্তর রংপুর জেলা এবং মিঠাপুকুর উপজেলায় একদা বিরাজমান 'রাজবংশী' ভাষার স্থান দখল করে। এ হিসাবে যখন একটি ভাষা অপর একটি

ভাষাকে প্রভাবিত করে, তখন প্রভাবশালী ভাষাকে উপরিস্তরী ভাষা (Superstrate Language) এবং প্রবাবিত ভাষাকে অধোস্তরী ভাষা (Substrate Language) বলা হয় : When a different lanngue influeces a base langueage to result in a new language, linguist label the influebncing language a superstratum and the influenced language Substratum" [https://en.wikipedia.org] অন্যদিকে লা পোল্লার (La polla, 2009) মতে, এমন একটি সামাজিক পরিস্থিতি যেখানে গভীর এবং দীর্ঘ দ্বিভাষিক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে, সেখানে প্রধান এক ধরনের ঘটনাক্রম (Scenario) ফল হিসাবে দেখা দেয়। সেখানে কোনো এক ভাষার লোকেরা অপর এক অধিক প্রভাবশালী বা মর্যাদাপূর্ণ ভাষা গ্রহণ করতে পারে, যেমন এরকমটি দক্ষিণ বার্মা এবং থাইল্যান্ডের ভাষীর ক্ষেত্রে ঘটেছে : " "The speaker of one language totally shifts to the other language .This might bea shift from a less domitant / prestigious language to a more dominant/ prestigious language,as happened with the Mon-Khmer speakers of southern Burma and Thailand or it might be Shift of Speakers of a politically dominant language to a more popular but less prestigious language." (La Polla,2009) এ হিসাবে কোনো ভাষা অপর প্রভাবশালী ভাষার শব্দ ও নিয়ম উভয়ই গ্রহণ করে। অর্থাৎ পুরাতন অধিবাসীরা প্রভাবশালী (dominant language) -এর ভাষার নিয়ম অধিগত করে, এবং স্ব-ভাষায় তার প্রয়োগ করে এবং সে সঙ্গে প্রভাবশালী ভাষার বহুরূপমূল কৃতঋণ হিসাবে গ্রহণ করে : " when speakers of a language learn the rules of the dominant language and implement it on L-1, it is called super-tratum influence; it can involve the browing of many words and features (Choudhuri, 2013)। এখানে L_1 হচ্ছে অধোস্তরী ভাষা (Substratum Language) –যার মধ্যে উপরিস্তরী–ভাষার রূপমূল ও নিয়ম প্রবেম করেছে। ফলে উপরিস্তর–প্রভাব (Superstratum influence)-এর কারণে পূবর্তন ভাষায় সংকেত–মিশ্রণ (Code Mixing) এবং সংকেত পরিবর্তন (Code-switcing) ঘটতে থাকে। এই হিসাবে মিঠাপুকুর উপজেলার পূর্বতন রাজবংশী ভাষায় রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন (Morphological change)–এর মধ্য দিয়ে সংকেত পরিবর্তন (Code-Switcing) ঘটে। যেমন–১. ক্রিয়ার কালসূচক বদ্ধরূপমূল তথা রাজবংশী বিভক্তিগুলি পবিবর্তিত হয়ে অপর তথা বাংলা ভাষার নিয়ম গ্রহণ করে। ২. রাজবংশী ভাষীরা বাংলা পরিভাষা পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করে। ৩. রাজবংশী ভাষার পরিবর্তে বাংলা রূপমূল/শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। ৪. বাংলার প্রভাবে রাজবংশী ভাষার রূপমূলগত পরিবর্তন ঘটে। ৫. বিশ্বায়নের প্রভাবে বিদেশি শব্দ

পরিবর্তিত রূপে উপভাষায় ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি। বর্তমানকালে নিম্নের ডায়াগ্রাম থেকে কালক্রমিক বাংলা ও রাজবংশী ভাষার পারস্পরিক উপরিস্তর–অবস্থান (Superstratum Position) আরও স্পষ্ট হবে।

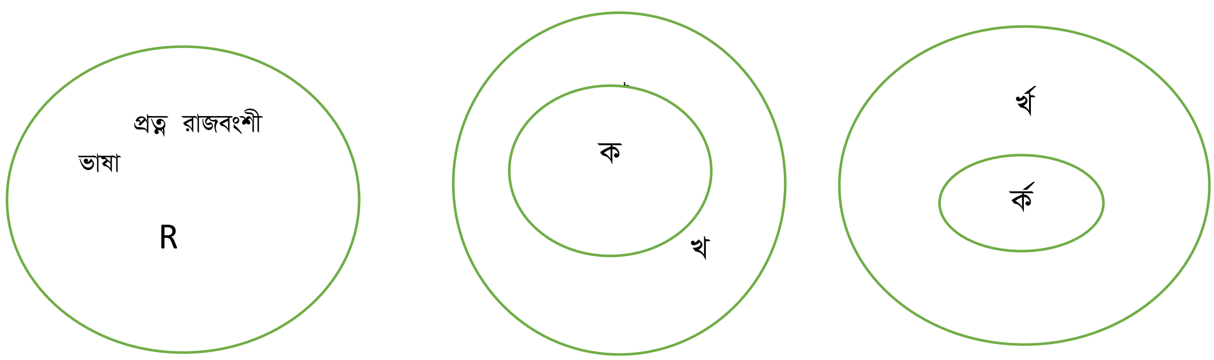

চিত্র:–১ চিত্র :-২ চিত্র:–৩

R—প্রত্ন রাজবংশী ভাষা

ক–রাজবংশী ভাষা

খ– বাংলা ভাষা

র্ক– রাজবংশী

র্খ– বাংলা ভাষা

উপুর্যুক্ত চিত্রে বাংলা ভাষা ক্রমান্বয়ে রাজবংশী ভাষার স্থান দখল করেছে – তা দেখানো হয়েছে।

চিত্র : ১.–এ, প্রত্ন রাজবংশী ভাষা (১ম শতক –-৭ম শতক), যা বোড়ে+কামরূপী প্রাকৃত = প্রত্ন রাজবংশী – যা এখন আর নেই, পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু চিত্র : ২.–এ, বাংলা প্রভাবিত রাজবংশী ভাষা ৭ম শতক – ১৪ শতক ; এই বাংলা প্রভাবিত রাজবংশী ভাষা তথা প্রত্ন রাজবংশী +বাংলা = বাংলা প্রভাবিত রাজবংশী। এই বাংলা প্রভাবিত রাজবংশী ভাষার মধ্যে রাজবংশী ভাষার স্থান সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে যা চিত্র: ২–এ, দেখানো হয়েছে।

ফলে তুলনামূলকভাবে রাজবংশী ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা অনেক বেশি প্রসারণ লাভ করেছে। চিত্র : ৩-এ, (১৪ শতক – ২১ শতক)-এর মধ্যে উপরিস্তর– প্রভাবিত (Superstratum influenced) রাজবংশী ভাষা, বাংলা ভাষার উপভাষায় (dialect) পরিণত হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষার প্রভাবে রাজবংশী ভাষার আরও বেশি সংকীণ হয়ে পড়ে, যা উপরে (চিত্র –৩) -এ দেখানো হয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষা মিঠাপুকুর উপজেলার পূর্ব রাজবংশী ভাষার স্থান দখল করেছে। সময়ের দূরত্বে এই উপরিস্তর (Superstratum) অধিক্রমণ ঘটতে থাকে। গবেষকের (মজুমদার, ১৯৯৫) মতে, বাংলাদেশের উত্তরে বৃহত্তর রংপুর বিভাগে চিনা-তিব্বতীয় শাখার বোড়ো ভাষার অস্তিত্ব ছিল। এই বোড়ো ভাষা বোড়ো জাতির ভাষা। বলা দরকার যে, একদা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর শাখা বোড়ো বা বোডো জাতি ক্রমশ সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বর্তমান কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর জনপদে আধিপত্য বিস্তার করে। এই বোড়ো জাতির কৌম শাখা প্রশাখা দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চলের বোড়ো ভাষার সঙ্গে কামরূপ অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণ ঘটে। আমরা জানি, ভোট-বর্মীর অন্তর্গত আসাম-বর্মী মণ্ডলের ভাষাগুলোর মধ্যে বোড়ো একটি। এ হিসেবে সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম জুড়ে বোড়ো ভাষীদের বসবাস ছিল। "বোড়ো সম্বন্ধে দুই শ' বছর ধরে আরো যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস বুকানন, হ্যামিলটন, হুকার, বেভারলি, ডাল্টন, হজসন, সাণ্ডার, রিজলি, সিডনি এণ্ডল, ই.এ গেইট, গ্রিয়ারসন প্রমুখ" (বিশ্বাস, ২০০৮)। বর্তমানে এই বোড়ো শ্রেণিভুক্ত "মাতৃভাষার সংখ্যা ২২। প্রধান উপভাষাগুলি হলো কাছাড়ী (কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল) ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ ভাগের পূর্বে রাভা, প্রায় লুপ্ত কোচ, মেচ (উত্তর ও আসামের সমতল ভূমি) ও পারো ..., টিপরা,...লালুঙ, হোজাই, কারুই, মিকির.." (মজুমদার, ১৯৯৫)। কিন্তু বর্তমানে রাজবংশী জাতির ভাষা ও চিন্তায় বাঙালিকরণ ঘটে গেছে। এ হিসেবে গ্রিয়ারসন আলাদা করে রাজবংশী ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। কিন্তু বর্তমানে " কোচ-রাজবংশী, পলিয়া, দেশিয়া সমাজসমন্বিত বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী বলা হয়েছে " (বর্মা, ২০১২)। এই জনগোষ্ঠীর ভাষাকে 'রাজবংশী' ভাষা বলা হয়েছে। এই রাজবংশী ভাষা বোড়ো শাখার অন্তর্গত। বর্তমানে 'Ethnologue'-এ রাজবংশী ভাষা পৃথক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। [Wikipediahttps//en.m.wikipedia.org.wiki] এ ছাড়া বর্তমানে ভারতের সাহিত্য আকাদেমিও 'রাজবংশী' ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। অন্যদিকে রাজবংশী ভাষার গবেষকগণকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। "রাজবংশী ভাষাকে সাহিত্য আকাদেমির স্বীকৃতি এবং রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ড. গিরিজাশঙ্কর রায় পুরস্কৃত হয়েছেন (বর্মা, ২০১২)। বলাবাহুল্য ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সংগঠন এই 'সাহিত্য আকাদেমি' ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে রাজবংশী ভাষাকে সাহিত্য আকাদেমির ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ

সম্পর্কে রাজবংশী ভাষা গবেষক বলেন, "রাজবংশী ভাষা যে একটি স্বনির্ভর, পৃথক এবং সম্পূর্ণ ভাষা তাহা এই ভাষা সম্মান প্রাপ্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে" (বর্মা, ২০১২)। মিঠাপুকুর উপজেলা একদা বোড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। তাই এখানে বোড়ো তথা রাজবংশী ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। বলাবাহুল্য গ্রিয়ারসন (১৯৮৮) মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষাকে বাংলা উপভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য : " বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতগুলিকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির জননী বলে চিহ্নিত করা হলেও তাদের সাধারণ লক্ষণগুলি মোটেই সুলভ নয়–– যেমন মাগধী প্রাকৃতকে বাংলা অসমীয়া ও বিহারীর জননী বলা হলেও মাগধী প্রাকৃতের লক্ষণ এই ভাষাগুলিতে মেলে না। কাজেই এক্ষেত্রে পূর্বমূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।" (মজুমদার, ১৯৯৫)। এ হিসাবে পূর্ব থেকে অন–আর্য ভাষাগুলি বাংলা ভাষাগঠনে সহায়তা করেছে। উত্তরবঙ্গের কামতাপুরী বা রাজবংশী ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার গঠনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন। কেননা "ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের সীমানাতেই আর্যভাষা ও ভোট-চীনীয় ভাষাভাষীদের যোগাযোগ ঘটেছিল বলে তাদের প্রভাব ছিল আঞ্চলিক ধরনের।... ভোট-চীনীয় প্রভাব ভারতীয় আর্য ভাষার নবীন স্তরে এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের–– যেমন বাংলা, আসাম বা নেপালের ভাষাতেই আবির্ভূত হওয়াই স্বাভাবিক" (মজুমদার, ২০০০)। বাংলা ভাষার প্রাচীন স্তরে যেমন 'চর্যাপদ' ও ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' – এর ভাষা বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা অন-আর্য তথা রাজবংশী ভাষার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একালের ভাষাবিজ্ঞানীর অভিমত : "বাংলা যদিও বর্তমানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত; তবুও এর আদি স্তরে বেশ কিছু অনার্য ভাষার প্রভাব ছিল––তিব্বতী বার্মন সেই রকম একটি ভাষাগোষ্ঠী" (হক, ২০০০)। বর্তমানে বৃহত্তর রংপুর বিভাগের উত্তরের কিছু অঞ্চল ও উত্তর ভারতের জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি অঞ্চলের লোকেরা 'রাজবংশী' ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে গণ্য করেন। তবে বাস্তবে বাংলা ভাষা মিঠাপুকুরের "রাজবংশী" ভাষার স্থান দখল করে। বলাবাহুল্য এক সময় বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ো বোড়ো জাতির আধিপত্য ছিল এবং 'রাজবংশী' ছিল তাঁদের মুখের ভাষা – যা পরবর্তীকালে বহুদূর অঞ্চল জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে ধীরে ধীরে এ ভাষা অনেক জায়গায় লুপ্ত হয়ে যায়, আর সে ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রভাবশালী (Dominant) ভাষার নিয়ম ও শব্দাবলি। সংগৃহীত রূপমূলের অনেকগুলির রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়) থেকে দেখা যাবে, মিঠাপুকুরে একদা প্রচলিত রাজবংশী ভাষা, বর্তমানে উপভাষায় পরিণত হলেও রাজবংশী ভাষার চিহ্ন একেবারে মুছে যায়নি। যে সকল ক্ষেত্রে এই চিহ্নগুলি রয়েছে : ক. সম্প্রসারিত রূপমূল হিসাবে বোড়ো তথা রাজবংশী শব্দ বা বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ; খ. ব্যবহৃত হচ্ছে এমন অনেক ঐপভাষিক রূপমূল যা বোড়ো উৎসজাত রাজবংশী শব্দ। গ. সহরূপমূল যা রাজবংশী উৎসজাত। ঘ. উপভাষায় বিভিন্ন

বৈয়াকরণিক পদ –– যা রাজবংশী উৎসজাত। কতক শব্দের প্রথমে ও শেষে ‘অ্যা’ ধ্বনির উচ্চারণ রাজবংশীজাত বলে গবেষকগণ মনে করেন। কারণ ‘অ্যা’ ধ্বনিটির বাংলাভাষায় স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই। ঙ. ক্রিয়ারকালসূচক সম্প্রসারিত রূপমূল তথা অনেক ক্রিয়াপদ যেমন রাজবংশী বিভক্তিযুক্ত, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজবংশী-বিভক্তি মুক্ত থেকেছে, ইত্যাদি। এ থেকে বহু পূর্বে একদা মিঠাপুকুর অঞ্চলে রাজবংশী ভাষার অবস্থান মূল ভাষা (Base Language) হিসাবে প্রমাণিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ভাষা পুরাতন থেকে সরে এসেছে। সার্বিকভাবে মিঠাপুকুরের উপভাষা পুরাতন তথা বোড়ো-রাজবংশী প্রভাবজাত হলেও নতুন তথা মানভাষার দিকে অনেক অনেকখানি সরে এসেছে। বর্তমানে পণ্ডিতগণ মিঠাপুকুরের ভাষায় যেমন বোড়ো ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তেমনি মিঠাপুকুরসহ বৃহত্তর রংপুরের ভাষাকে বাংলার উপভাষা বলেছেন। অপরদিকে আধুনিক গবেষকগণ বোড়ো উৎসজাত ‘রাজবংশী’-কে বৃহত্তর রংপুরের ভাষা হিসাবে এর পৃথক অস্তিত্ব ছিল,- সেটা স্বীকার করেন। তবে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, উপরিস্তর– প্রভাব (Superstratum influence)-এর ফলে অনেক ক্রিয়াপদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোড়োজাত বিভক্তি প্রভাবমুক্ত, কারক-বিভক্তির মান বাংলার নিয়মে প্রয়োগ হয়েছে, প্রচুর দেশি-বিদেশি শব্দের প্রয়োগের ফলে মিঠাপুকুরের ভাষা পুরাতন থেকে সরে এসে বাংলার বৈচিত্র্যময় উপভাষায় পরিণত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

ভাষা গবেষণার রূপরেখার ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি, ভাষা সংগ্রহ অঞ্চল নির্বাচন, প্রশ্নমালা কাঠামো, ভাষা সরবরাহকারী নির্বাচন, উপাত্ত বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত প্রদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইক্ষেত্রে গবেণার যে প্রধান দুটি পদ্ধতি––গুণগত পদ্ধতি ও মাত্রাগত পদ্ধতি, তা গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি (Research methodology) হিসাবে সমগ্র গবেষণাকর্মটি মিশ্র পদ্ধতি (Mixed method) দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতিতে (Mixed Method) একই সঙ্গে মাত্রাগত পদ্ধতি (Quantitative method) ও গুণগত পদ্ধতির (Qualitative method) ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া অপর কয়েকটি প্রক্রিয়াও মিশ্র পদ্ধতির (Mixed method) অন্তর্গত। বর্তমান সমগ্র গবেষণাটি প্রধান তিনটি পর্যায়ে বা ধাপে সম্পাদনা করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature review), উপাত্ত সংগ্রহ (Data collection) এবং উপাত্ত –বিশ্লেষণ (Data analysis)–এই তিন পর্যায়ে সম্পন্ন একটি একক গবেষণা।

৪.১ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature review) : এ ক্ষেত্রে পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনায় রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের কারণ এবং ঐতিহাসিক বিশিষ্টতাকে পর্যবেক্ষণ করে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়ত নির্বাচন করা হয়েছে। অতঃপর রূপমুলের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণাকর্মের মডেল ভিত্তিক (Model based) তাত্ত্বিক–কাঠামো প্রদর্শন করা হয়েছে।

৪.২ গবেষণা–প্রশ্ন : প্রত্যেক গবেষণা একটি গবেষণা–প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বর্তমান গবেষণার গবেষণা–প্রশ্নটি : মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপমূলের প্রকৃতি বা স্বরূপ অনুসন্ধান করা। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

এখানে রূপতাত্ত্বিক যে বৈশিষ্ট্যগুলি গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত,তা প্রদর্শন করা হয়েছে।

যেমন : ১. মিঠাপুকুরের উপভাষায় সংকেত-মিশ্রণের (Code mixing) বিদ্যমানতা ।

২. সংকেত পরিবর্তন (Code-switching) -এর ফলে পূর্বভাষার ক্রিয়াপদে বিভক্তির বিলোপ।

৩. সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে বাংলা ভাষার রূপমূল গ্রহণ, ইত্যাদি ।

৪.৩ উদ্দেশ্য (Objective) : গবেষণা–প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিঠাপুকুরের ভাষায় উপরিস্তর– প্রভাব (Superstratum influence) প্রদর্শন করা।

৪.৪ উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া (Data collection Process) : উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রথমে (ক) উপাত্ত-অঞ্চল নির্বাচন (data servey area) করা হয়। যেহেতু উপাত্ত তথা রূপমূল সংগ্রহের ক্ষেত্রে শহর-বন্দরের চেয়ে প্রত্যন্ত গ্রামীণ সমাজকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়,সেহেতু বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের একটি বৃহৎ উপজেলা – মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। তা ছাড়া মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনোরূপ গবেষণা হয় নি।

৪.৫ ভাষা অংশগ্রহণকারী নির্বাচন প্রক্রিয়া (Participant selection process) : ডাটা তথা রূপমূল সংগ্রহের ক্ষেত্রে হ্যান্স কুরাত (Kurath, 1953) পদ্ধতিতে বয়স ও পেশার ভিত্তিতে উপাত্ত সরবরাহকারী নির্বাচন করা হয। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের ও পেশার ব্যক্তিকে রূপমূল সরবরাহকারী হিসাবে নির্বাচন করা হয়। ভাষা সরবরাহকারীদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রূপমূল ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল অংশ গ্রহণকারী নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তি (Inclusion criteria) বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হয়। যেমন– অংশগ্রহণকারী নিরক্ষর এবং বয়স আশি উর্ধ্ব এবং অজ পাড়াগাঁয়ে বাস। উপাত্ত সংগ্রহের কাজে এককালীন শ্রেণি প্রতিনিধিত্বমূলক (cross sectional) প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ একটি মাত্রাগক পদ্ধতি (Quantitative method) যেখানে বয়স ও পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে উপাত্ত (রূপমূল) সংগ্রহ করা হয়। উপাত্ত সরবরাহকারীদের মধ্যে ছিল কৃষক, শ্রমিক, গ্রাম্য কিষাণ, গৃহস্থ, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিক্ষক, গৃহবধু প্রমুখ। উপাত্ত সরবরাহকালীদের উচ্চারণ , স্বর ও ভঙ্গি স্পষ্ট কি-না পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই কাজে ২৪ জন ভাষা অংশগ্রহণকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সর্বোপরি নির্ধারিত সকল অঞ্চলের রূপমূল সংগ্রহের কাজ এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করা হয়। উল্লেখ্য যে বর্তমান গবেষক এই অঞ্চলের একজন অধিবাসী হওয়ায় ভিন্ন এলাকার ভাষার ভিন্নতা তথা উচ্চারণ, স্বর (tone) চিহ্নিত করার কাজটি সহজ হয়ে ওঠে।

৪.৬ উপাত্ত সংগ্রহের মানদন্ড (Data collection criteria) : ভাষা তথা উপাত্ত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং সম্পূর্ণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নগুলি সকলের জন্য অভিন্ন হয়।

৪.৭ উপাত্তের ভিত্তি (Basis of data collected) এবং তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়া (Data listed process): গ্রিয়ারসন (Grierson, 1988) প্রবর্তিত পদ্ধতিতে সাধারণ ভাষাগত উৎস প্রদর্শন করে উপাত্ত তথা রূপমূলগুলি বিভিন্ন বিভাগে (Category) তালিকাভুক্ত করে সাজানো হয়। রূপমূল সংগ্রহের ভিত্তি হিসাবে নিত্যব্যবহার্য

বস্তুগত দ্রব্য, সর্বসাধারণের পরিচিতি প্রাণী, ধর্মবিষয়ক সাধারণ শব্দ, সম্পর্কবাচক নামশব্দ, আদর্শগত সাধারণ ধারণাসমূহকে ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করে রূপমূল সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রূপমূলগুলি বিশেষ পরিভাষা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনি বর্ণমালায় (International Phonetic Alphabet) এদের উচ্চারণ প্রদর্শন করা হয়েছে।

৪.৮ফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ (Result Presentation And analysis): সংগৃহীত উপাত্তগুলিকে গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উৎস বা উপাত্ত (Data) হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর এই উপাত্তগুলিকে গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু (Content) হিসাবে গ্রাহ্য করে রূপমূলগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিষয়বস্তু–বিশ্লেষণ মূলত গুণগত (Qualitative method) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমত প্রমিত ভাষার রূপমূলগুলি ও তাদের উৎস প্রদান করে রূপমূলগুলির ঔপভাষিক রূপ প্রদর্শন করা হয়েছে। রূপমূলগুলির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিদেশি কৃতঋণ শব্দগুলি ব্যতীত বাংলাভাষার মূল শব্দসম্ভার তথা তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি শব্দ তথা রূপমূলগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর তুলনামূলক––ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে প্রমিত ভাষার সঙ্গে প্রাপ্ত উপাত্তগুলির তুলনা করে ঔপভাষিক স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা নির্ধারণ করা হয়। সংগৃহীত ঔপভাষিক রূপমূলের সম্প্রসারিত রূপমূলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈয়াকরণিক পদের মধ্যে রূপমূলের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।তবে এই গবেষণার ক্ষেত্রে রাজবংশী ভাষায় যে উপরিস্তরথপ্রভাব (Super-stratum influence) ঘটে, তা ভাষায় সংকেত পরিবর্তন (Code-switching) ও সংকেত–মিশ্রণ (Code mixing) –এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। যেমন–১.রাজবংশী ক্রিয়াপদে বিভক্তির বিলোপ এবং বাংলা বিভক্তির প্রচলন ২. রাজবংশীর পরিবর্তে বাংলা শব্দের ব্যবহারের প্রবণতা ইত্যাদি। এই সকল পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজবংশী ভাষায় যে রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন (Morphological change) ঘটে,তা প্রদর্শন-পূর্বক গবেষণার তাত্ত্বিক-কাঠামোর (Theoretical model) মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.৯ সাক্ষাৎকার গ্রহণ (Interview) : সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কতকগুলি নিয়ম গ্রহণ করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর পৃথকভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। খ.প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে পৃথকভাবে অভিন্ন তথা একই প্রশ্ন করা হয়। গ. কমপক্ষে ৬ কি.মি দূরে প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে কমপক্ষে একজনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। ঘ. সাক্ষাৎকার ও উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ এবং ভিডিও করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

উপাত্ত উপস্থাপন

রূপমূল সংগ্রহের ভিত্তি হিসাবে নিত্যব্যবহার্য বস্তুগত দ্রব্য, সর্বসাধারণের পরিচিত প্রাণিবাচক শব্দ, ধর্মবিষয়ক সাধারণ শব্দ, সম্পর্কবাচক নামশব্দ, আদর্শগত সাধারণ ধারণাসমূহকে ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করে রূপমূল সংগ্রহ করা হয়েছে। রূপমূলগুলি প্রমিত ভাষায় ও উপভাষায় প্রদান করা হয়েছে এবং উপভাষার রূপ আন্তর্জাতিক ধ্বনি বর্ণমালায় (International Phonetic Alphabets, IPA) দেখানো হয়েছে। নিম্নে মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার সংগৃহীত রূপমূল তথা শব্দগুলির উৎসের সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণরূপ প্রদান করা হলো।

তদ.=তদ্ভব, আ.=আরবি, ফা=ফারসি, পো.=পর্তুগীজ, ফ.=ফরাসি, হি.=হিন্দি, তু.=তুর্কি, তৎ.=তৎসম, প্রা.=প্রাকৃত, ব.=বর্মি,তা.=তামিল, গ্রি.=গ্রিক, মু=মুণ্ডারী, জা=জাপানি, ওলা.=ওলান্দাজ, ই.=ইংলিশ, মি.=মিঠাপুকুর, বা.=বাংলা (দেশি অজ্ঞাত রূপমূল) , রা.ব= রাজবংশী , চি.=চিনা, সাঁ=সাঁওতাল, মা.= মালয়।

রূপমূল তালিকা :

সারণি ১ : মানুষ ও জীবজন্তুর দৈহিক অংশ নির্দেশক রূপমূল

প্রমিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ. ধ্ব.ব (IPA)
চুল (তদ.)	চুল	/cul/
মাথা (তদ.)	মাতা	/ mata/
গলা (তদ.)	নল্লি	/nɔlli/
কপাল (তদ.)	কপাল	/kɔpal/
ভাগ্য (তৎ.)	ভাইগ্য	/bʰaiggo/
বরাত (আ.)	বরাত	/bɔrat/
নাক (তদ.)	নাখ	/makʰ/
চোখ(তদ.)	চোক	/ cok/

আঙুল(তদ.)	নগুল	/nɔgul/
বুক(তদ.)	বোক	/bok/
ঠোঁট (তদ.)	ওট্	/ot/
জিভ (তদ.)	জিব্যা	/ɟibæ /
কান (তদ.)	কান	/kan/
পেট(তা.)	প্যাট	/pæt̪/
পিঠ (তদ.)	পিট	/pit̪/
বগল(ফা.)	বগল	/bgol/
ভ্রু(তৎ.)	ভুরু	/bʰuru /
চিবুক (তৎ)	হোত্‌লাই	/hot̪lai/
(চোখের) মণি (তৎ.)	চোকের মনি	/cokʰer moni/
(চোখের) পাতা (তৎ)	চোকের পাতা	/cokʰer pata/
(কানের) লতি (তৎ)	কানের নতি	/kaner noti/
নখ (তৎ.)	নোগ	/nog/
হাতের তালু (তদ.)	হাতের তালা	/hater t̪ala/

সারণি ২: পোশাক-পরিচ্ছদ নির্দেশক রূপমূল :

প্রমিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ. ধ্ব.ব (IPA)
শার্ট(ই.)	আঙ্গা , পির‍্যান	/aŋga, pirœn/
লুঙ্গি (ব.)	তবোন	/t̪ɔbon/
গামছা(তদ.)	গামচা	/gamca/
প্যান্ট (ই.)	প্যান্	/pæn/
ফতুয়া (আ.)	ফতুয়্যা	/pʰɔtũæ/

জাঙ্গিয়া (তদ.)	ন্যাংগোট	/næŋgot/
পায়জামা(ফা.)	পাজামা	/paɟama/
সালওয়ার(ফা.)	ছালোয়ার	/cʰalõar/
কামিজ (আ.)	কামিছ	/ kamicʰ/
কোট(ই.)	কোঠ	/cotʰ/
হাফশার্ট (ই.)	হাপশাট	/ hapʃat/
ফুলশার্ট(ই.)	ফুলশাট	/pʰulʃat/
তোয়ালে (ই.)	তোয়ালা	/t̪õala/
ব্লাউজ (ই.)	ব্লাউছ	/blaucʰ /
কাঁচুলি (তদ.)	কাচুলি	/kaculi/
জ্যাকেট(ই.)	জ্যাকেট	/ɟæket /
তোশক (ফা.)	তোশক	/t̪oʃok/
বালিশ(ফা.)	বালিশ	/baliʃ/
ধুতি (তদ.)	ধোতি	/d̪ʰot̪i/
গেঞ্জি পো.)	গুঞ্জি	/gunɟi/
চাদর (ফা.)	পান্না	/panna/
কম্বল (তৎ.)	ঢুস্যা	/dʰuʃæ/
পিঁড়ি (তদ.)	পিড়্যা	/piræ/
বেঞ্চ (ই.)	বেঞ্চি	/ɓənci/
চৌকি(তদ.)	চোকি	/coki/
পেনসিল(ই.)	পেনশিল	penʃil/
বাকি (হি.)	বাকি	/baki/
আন্দাজ (ফা.)	আন্দাছ	/and̪acʰ/

ব্যাগ (ই.)	ব্যাগ	/bæg/
পিরিচ (পো.)	পিরিছ	/piric^{h}/
পিকদান (হি.)	পিকদানি	/pikd̪ani/

হাঁড়ি (তদ.)	হারি	/hari/
কোদাল (তৎ.)	কোদাইল্	/kod̪ai̯/
বড়শি (সাঁ.)	বশশি	/boʃʃi /
ছিপ(বা.)	ছিফ	/c^{h}ip^{h}/
কলসি (তদ.)	ঘড়া	/g^{h}ɔra/
সানকি (ফা.)	শানকি	/ʃanki/
বাসন (তৎ.)	বাশন	/baʃon/
কাপ(ই.)	কাপ	/kap /
বাটা (হি.)	বাটা	/bata/
তাক (আ.)	থাক	/t^{h}ak/
আলনা (তদ.)	আলনা	/alna/
আলমারি (পো.)	আলমারি	/almari/
কাগজ (আ.)	কাগস	/kagos/
কাঁচি (তু.)	কেচি	/keci/
শিকে (প্রা.)	শিকিয়্যা	/ʃikĩæ/
লাঙল (তৎ.)	নাঙ্গল	/naɳal/
তলোয়ার (তদ.)	তরোয়াল	/t̪arõal/
পেরেক(পো.)	গজাল	/gɔɟal/
সিগারেট (ই.)	ছেরকেট	/c^{h}erket/

মগ (ই.)	মগ	/mɔg/
জগ(ই.)	জগ	/ɟɔg/
বোতল (ই.)	বোতল	/bot̪o/l
পানি (হি.মূলে স.)	পানি	/pani/
আতরদানি (আ.+ফা)	আতদ্দানি	/at̪od̪d̪ani/
জাল (আ.)	জাল	/ɟal/
মোমবাতি (ফা.+তদ.)	মম্বাতি	/mombat̪I/
মাদুর (তদ.)	চাটাই	/cataj̪/
গদি (হি.)	গদি	/gɔd̪I/
হ্যারিকেন (জা.)	হেরকেন	
লেপ(আ.)	ল্যাপ্	/læp /
তুলা (তৎ.)	তুল্যা	/tulæ /
চুলা (মু.)	চুল্যা	/kulæ /
ঢেঁকি (মু.)	ঢেকি	/d^heki/
টোপর (তৎ.)	টোপোর	/topor/
বনভোজন (তৎ.)	ভুরক্যা ভাত	/b^eRckæ b^hat/
তাওয়া (ফা)	তাওয়া	/taõa/

সারণি ৩ : পেশাগত ও বৃত্তিগত রূপমূল :

চলিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
মোক্তার (আ.)	মোক্তার	/mokt̪ar/
মুনশি (আ.)	মুনশি	/munʃi/
মৌজা (আ.)	মৌজ্যা	/moṷɟæ/

দালাল (আ.)	দালাল	/d̪alal/
দরজি (ফা.)	দজ্জি	/doɟɟi/
দরবেশ (ফা.)	দরবেশ	/dɔrbeʃ/
পুলিশ(ই.)	পুলিশ	/puliʃ/
পাইকার (ফা.)	পাইক্যার	/pai̯kær/
হাকিম (আ.)	হাকিম	/hakim/
কবিরাজ (তৎ.)	কোব্র্যাজ্	/kobræɟ/
বৈদ্য (তৎ.)	বইদো	/boi̯d̪d̪o/
ডাক্তার (ই.)	দাক্তর	/d̪akt̪or/
মাস্টার(ই.)	মাশ্টোর	/maʃtor/
মুদি (হি.)	মুদি	/mud̪i/
মাঝি (হি.)	মাজি	/maɟi/

কুম্ভকার (তৎ.)	কুম্যার	/kumær/
প্রোফেসর (ই.)	পোফেছার	/prop^{h}c^{h}ar/
সেপাই (ফা.)	শিপ্যাই	/ʃipæi̯/
বানিয়া (তদ.)	বাইন্যা	/ bai̯næ/
দারোগা(ফা.)	দারগা	/d̪arga/

৪. পেমাগত রূপমূল

প্রমিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
কাজি (আ.)	কাজি	/kaɟi/
কেরানি (তদ.)	কেরানি	/kerani/
হাট (তদ.)	হাঠ	/hat^{h}/

পস্‌রা (তৎ.)	পসরা	/pɔsra/
মুটে (তা.=তামিল)	মুটে	/mute/
মুচি (হি.)	মুছি	/mucʰi/
সওদা (ফা.)	শওদা	/ʃo̪d̪a/
মালি (তৎ.)	মালি	/mali/
মালিক (তৎ.)	মালিক	/malik/
মজুর (ফা.)	মজর্‍্যা	/maɟræ/
দোকানি (ফা.)	দোখানি	/d̪okʰani/
দোকান (ফা.)	দোখান	/d̪okʰan/
ব্যবসায় (তৎ.)	ব্যব্‌শা	/bæbʃ/
দিনমজুর(তদ.+ফা.)	দিনমজর্‍্যা	/d̪inmɔɟa
জমিদার (ফা.)	জোমিদ্যার	/ɟomidæ
ফেরিওয়ালা (হি.)	ফেরিয়ালা	/pʰerio̰ala
ঘরামি (তদ.)	ঘরামি	/gʰɔrami/
জেলে (তদ.)	জাইল্যা	/ɟai̯læ/
অফিসার (ই.)	অপিচ্যার	/apicær/
জোতদার (আ.+ফা.)	জ্যেতদ্যার	/ɟæt̪d̪ar/
ছাত্র (তৎ.)	ছাত্‌রো	/cʰat̪ro/
তাঁতি (তদ.)	তাতি	/ t̪at̪I/
তেলি(তদ.)	তেলি	/t̪eli/
কৃষক (তৎ.)	কিশোক	/kiʃok/
আবাদ (ফা.)	আবাদ	/abad̪/
মেছুয়া/মেছুনি(তদ.)	মাছুয়ানি	/macʰuani/

উকিল (আ.)	উকিল	/ukil/
শ্রমিক (তৎ.)	ছোমিক	/cʰomik/
আড়তদার (হি.+ফা.)	আরতদার	/arotd̪ar/
শিল্পী (তৎ.)	শিল্পি	/ʃilpi/
চৌকিদার (হি.)	চোকিদ্যার	/cokid̪ær/
কামার (তদ.)	কামার	/ʃilpi/
নাপিত (তদ.)	নাউয়্যা	/naua/
জমি (ফা.)	জমিন	/ɟamin/
খদ্দের (ফা.)	খদ্দ্যার্	/kʰɔd̪d̪ær/
মহাজন (তৎ.)	মহাজন	/mɔhaɟon/
চাষী (তদ.)	চাশা	/caʃa/
কৃষাণ (তৎ.)	কিশ্যান	/kiʃæn/
গাছি (বা.)	গাছি	/gacʰi/
গৃহস্থ (তৎ.)	গেরস্তো	/gerost̪o/
ময়রা (তদ.)	ময়র্যা	/mɔ̃ræ/
ফকির (আ.)	ফকির	/pʰɔkir/
কাস্টমার (ই.)	কাস্টোমার	/kastomar/
কসাই (আ.)	কশাই	/kɔʃai̯/

সারণি ৫: ভৌগলিক ও জোর্তির্বিদ্যা বিষয়ক রূপমূল :

প্রমিত ভাষার রূপ	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
ঋতু (তৎ.)	ইতু	/itu/
দিক (ফা.)	দিক	/dʰik/
গ্রীষ্ম (তৎ.)	গীশ্শো	/giʃʃo/
অগ্রহায়ণ (তৎ.)	আগন	/agon/

স্যাঁতসেঁতে (তদ.)	স্যাতস্যাতা	/ʃætʃæta/
উত্তর (তৎ.)	ওত্তর	/ot̪t̪or/
পূর্ব (তৎ.)	পুব	/pub/
পশ্চিম (তৎ.)	পচ্চিম	/pccim/
দক্ষিণ (তৎ.)	দখিন	/d̪ɔkʰin/
শরৎ (তৎ.)	শরৎ	/ʃɔrat̪/
হেমন্ত (তৎ.)	হেঁউত	/hẽut̪/
শীত (তৎ.)	শিত	/ʃit̪/
বসন্ত (তৎ.)	বসন্ত	/bɔʃɔnt̪a/
বর্ষা (তৎ.)	বশ্‌শা	/bɔʃʃa/
অমাবস্যা (তৎ.)	আমাবইশ্যা	/ambai̯ʃæ/
ভ্যাপসা (তদ.)	ভ্যাসপা	/bʰæspa/
পূর্ণিমা (তৎ.)	পুন্‌নিম্যা	/punnimæ/
শীতশীত (তৎ.)	শিৎশিৎ	/ʃit̪ʃit̪/
হাওয়া (ফা.)	হাওয়া	/haõa/
গ্রহণ (তৎ.)	গোহোন্‌	/gohon/
গুমোট (ফা.)	গোমঠ	/gomɔtʰ/
দক্ষিণ-পূর্ব (তৎ.+তৎ.)	দখিন–পুব	/d̪kʰin/
চন্দ্রগ্রহণ (তৎ.)	চন্দোগোহোন	/cɔnd̪ogohon/
কনকনে (তৎ)	কনকনা	/kɔnkɔna/
উত্তর-পশ্চিম (তৎ..)	ওত্তর-পচ্চিম	/ot̪t̪or pɔccim/
ষোলকলা (তৎ.+তদ).	ছোলোকলা	/cʰolokɔla/

৬. বায়ু সংক্রান্ত রূপমূল :

প্রমিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA
উত্তুরিয় বাতাস (তৎ.+ফা.)	ওত্তোরিয়া বাতাস	/ot̪t̪orĩa batas/
বসন্ত বাতাস (তৎ.+ফা.)	দখিনা (বাতাস)	/d̪ɔkʰina bat̪as/
দমকা হাওয়া (ফা.)	দোমক্যা হাওয়া	/d̪ɔmkæ haõa/
ঝড়হাওয়া (হি.+ফা.)	ঝড়োহাওয়া	/ɟʰɔrohaõa/
পশ্চিমা বাতাস (তৎ.+ফা)	পচ্চিয়্যা	/pɔcciæ/

সারণি ৭ : সম্পর্কবাচক রূপমূল :

চলিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
আব্বা (আ.)	আব্বা	/abba/
বাবা (তু.)	বা	/ba/
আম্মা (আ.)	আম্মা	/amma/
ভাই (তদ.)	ভাই	/bʰai̯/
আপা (তু.)	আফা	/apʰa/
চাচা (হি.)	চাজী	/caɟi/
চাচি (হি.)	চাচি	/caci /
মামা (হি.)	মামু	/mamu/
দাদা (তু.)	দাদা	
দাদি (তু.)	দাদী	/d̪ad̪I/
দুলাভাই (হি.+তদ.)	দুল্যাভাই	/d̪ulæbʰai̯/
শ্যালক (তৎ.)	শালা	/ʃala/
শ্যালিকা (তৎ.)	শালী	/ʃali/
সই (তদ.)	শই	/ʃɔi̯/
ভাইপো (তদ.)	ভাই্চত্যা	/bʰai̯ct̪æ/
ভাইঝি (তদ.)	ভাচতি	/bʰai̯ct̪i/
ভাগিনেয় (তৎ.)	ভাগন্যা	/bʰagnæ/
ভাগিনেয়ী (তৎ.)	ভাগনি	/bʰagni/
ভাশুর (তদ.)	ভাশুর	/bʰaʃur/
জা (তদ.)	জাও	/ɟao̯/
ভাবি (হি.)	ভাবি	/bʰabi/
পিসি (তৎ.)	পিশি	/piʃi/

শ্বশুর (তদ.)	শোশুর	/ʃoʃur/
শাশুড়ী (তদ.)	শাশুরি	/ʃaʃuri/
বেয়াই (তদ.)	বিয়াই	/bĩai̯/
সতিন (তদ.)	শতা	/ʃɔt̪a/
ফুপু (হি.)	ফুপু	/pʰupʰu/
ফুফা (হি.)	ফুফ্যা	/pʰupʰæ/
খালা (আ.)	খালা	/kʰala/
খালু (ফা.)	খালু	/kʰalu/
তাউই (তদ.)	তাওয়াই	/t̪aõai̯/
সৎমা (তদ.)	শৎমা	/ʃɔt̪ma/
মাউই (তদ.)	মাওয়াই	/maõai̯/
দেওর (তদ.)	দ্যাওর	/d̪æor/
নাতি (হি.)	লাতি	/lat̪I/
ভগ্নিপতি (তৎ.)	বনু	/bɔnu/
ননদ (তৎ.)	নন্দি	/nɔnd̪I/
নানা (হি.)	নানা	/nana/
নানি (হি.)	নানি	/nani/
দাদি (তু.)	দাদি	/d̪ad̪I/

সারণি ৮: প্রাণি বিষয়ক রূপমূল :

চলিত ভাষার রূপ(উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
গরু (তদ.)	গোরু	/goru/
ঘোড়া (তদ.)	গোড্ডা	/god̪d̪a/
ছাগল (তৎ.)	ছাগল	/c^{h}agol/
বকরি (আ.)	হাইলোন	/hai̯lon/
বেড়াল (তৎ.)	বিড়্যাল	/biræl/
(ছেলে) কুকুর (তদ.)	ভোটা	/b^{h}ota/
শেয়াল (তদ.)	শিয়্যাল	/ʃĩæl/
বিছা (তদ.)	বিচ্যা	/bicæ/
জোঁক (তদ.)	জোখ	/ɟok^{h}/
সাপ (তদ.)	সাপ	/ʃap/
পাখি (তদ.)	পাকি	/paki/
মৌমাছি (তদ.)	বোল্লা	/bolla/
মুরগি (ফা,)	মুরুগ	/murug/
বাছুর (তদ.)	বাচুর	/bac^{h}ur/
হাঁস (তদ.)	হাস	/haʃ/
বাঘ (তদ.)	বাগ	/bag^{h}/
সিংহ (তৎ.)	সিংঘ	/ʃiŋg^{h}o/
হরিণ (তৎ.)	হরিন	/hɔrin/
হাতি (তদ.)	হাতি	/hati/
নকুল (তৎ.)	বেজি	/beɟi/
খরগোশ (ফা.)	খরগোশ	/k^{h}ɔrgoʃ/

ইঁদুর (তৎ.)	এন্দুর	/endr/
চামচিকা (তদ.)	চামচিক্যা	/camcikæ/
ময়না (হি.)	ময়না	/mɔ̃na/
কুমির (তদ.)	কুমির	/kumir/
গাধা (তদ.)	গাদা	/gada/
তেলাপোকা (তদ.)	ত্যালচাটা	/tælcata/
ভীমরুল (তদ.)	বোল্লা	/bolla/
ঝিঁঝি (তদ.)	ঝিজি	/jʰiɟi/
প্রজাপতি (তৎ.)	পোজাপোতি	/pojapotI/
মাকড়সা (তদ.)	ম্যাকরা	/makra/
ছুঁচো (তদ.)	ছুচ্যা	/cʰucæ/

সারণি ৯ : পাখি বিষয়ক রূপমূল :

চলিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
কাক (তৎ.)	কাউয়্যা	/kau̯æ/
কবুতর (ফা.)	কইতর	/kɔi̯t̪ɔr/
তোতা (ফা.)	তোত্যা	/t̪ot̪a/
চড়ুই (তদ.)	চরাই	/cɔrai̯/
বাবুই (হি.)	বাওয়াই	/baõai̯/
শালিক (তদ.)	শালিক	/ʃalik/
কাকাতুয়া (মা.)	কাকাতুয়্যা	/kakat̪ũæ/
বক (তৎ.)	বখ	/bɔkʰ/
চিল (তদ.)	চিল্যা	/cilæ/

সারণি ১০ : উদ্ভিদ বিষয়ক রূপমূল :

প্রমিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ..ধ্ব.ব (IPA)
গাছ (বা.)	গাচ	/ gac/
কলা (তদ.)	কলাগাচ	/kɔlɔ gac/
তাল (তৎ)	তালগাচ	/t̪al gac/
বেল (তদ.)	ব্যালগাচ	/bæl gac/
পেয়ারা (পো.)	শপরিগাচ	/ʃɔpri /
খেজুরগাছ (তদ.)	খেজুরগাচ	/kʰeɟur gac/
আম (তদ.)	আম	/am/
শিমুল (তদ.)	শিমল্যাগাচ	/ʃimlæ gac/
অশত্থ (তৎ.)	পাইকর	/pai̯kɔr/
নারকেল(তৎ.)	নাইরকেল	/nickel /
শালগাছ (তৎ.)	শালগাচ	/ʃal gac/
কুল(তদ.)	বড়াইগাচ	/bɔrai̯ gac/
সুপারি(হি.)	গুয়্যাগাচ	/gũæ gac/
বট (তৎ.)	বট	/bɔt /
তুলসী (তৎ.)	তুলশি	/tulʃi/
জাম (তদ.)	জাম	/ɟam/
কাঁঠাল (পো.)	কাটল	/katol/
আনারস পো.)	আনারস	/anarɔs/
কলাগাছ (তদ.)	কলাগাছ	/kɔla gac/
কচুরিপানা (বা.)	কচরিপানা	/kɔcuripana/
ছাতিম (তদ.)	ছাইতোন	/cʰai̯t̪ɔn/

কদম (তদ.)	কদম	/kɔd̪ɔm/
আমড়া (তদ.)	আমড়া	/amra/
কড়ই (বা.)	করাই	/kɔrai̯ /
ইউক্যালিপটাস (ই)	ইউক্যালেকটর	/eu̯kælektɔr/
পলাশ (তৎ.)	পলাশ	/pɔlaʃ/
সেগুন (হি.)	শেগুন	/ʃegun/
অর্জুন (তৎ.)	অর্জুন	/orɟun/
তেঁতুল (তদ.)	আমলি	/amli/
নিম (তদ.)	নিম	/nim/
আতা (পো.)	ন্যাওয়া	/næõa/
পেঁপে পো.)	পাপিয়্যা	/papĩæ/
লিচু (চি.)	নেচু	/necu/
হেলঞ্চা (তৎ.)	হ্যাঞ্চা	/hænca/
ওকড়া (বা.)	ওকর্যা	/okræ/

সারণি ১১: পুষ্প বিষয়ক রূপমূল :

প্রমিত ভাষার রূপ	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
জবা (তৎ.)	জব্যা	/ɟɔbæ/
গাঁদা (তদ.)	গেন্‌দা	/gend̪a/
মেহেদি (হি.)	মেন্‌দি	/mend̪I/
গোলাপ(ফা.)	গোল্যাপ	/golæp/
শটি (তৎ.)	শটি	/ʃɔti /
সন্ধ্যামালতি (তৎ.)	সন্দ্যামালতি	/ʃɔnd̪æmalot̪I/

কপি (পো.)	কপি	/kɔpi /
চা (চি.)	চা	/ca/
ধুতুরা (তদ.)	ধুতর‍্যা	/dʰut̪ræ/
বকুল(তৎ.)	বকুল	/b ɔkul/

সারণি ১২ : শাক-সব্জি বিষয়ক রূপমূল :

চলিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
পালং (তদ.)	পালং	/paloɳ/
লাপা (বা.)	নাপা	/napa/
ডাটাশাক (বা.)	ডাটাশাখ	/d̪ataʃakʰ/
লালশাক (তৎ.+তদ.)	নালশাখ	/nalʃakʰ/
শাক (তৎ.)	শাখ	/ʃakʰ/
লাউশাক (তৎ.)	নাউশাখ	/nau̯ʃakʰ/
সরিষা (তদ.)	শশ্শ্যা	/ʃɔʃʃæ/
বতুয়াশাক (বা.)	বতুয়্যা শাখ	/bɔt̪ũæ ʃakʰ/
সজিনা (তদ.)	সজ্ন্যা	/sɔɟnæ/
লাউ(তদ.)	নাউ	/nau̯/
কাঁচকলা (বা.+তদ.)	কাচাকলা	/kacakɔla/
কুমড়া (তদ.)	কুমড়্যা	/kumræ/
ঝিঙ্গা (মু.)	ঝিঙ্গ্যা	/jʰiŋgæ/
চিচিঙ্গা (তদ.)	চিচিঙ্গ্যা	/ciciŋgæ/
কচুমুখী (তৎ.)	কচুরবই	/kɔcurboi̯/
পটল (তৎ.)	পোল্লা	/polla /

বেগুন (তদ.)	বাইগোন	/bai̯gon /
ওল (তদ.)	ওল	/ol/
বাদাম (ফা.)	বাদাম	/bad̪am/
ফুলকপি (তদ.+পো.)	ফুলকপি	/p^{h}ulkɔpi/
মানকচু (তদ.)	মানা	/mana/
বাঁধাকপি (তদ.+পো.)	বাধাকবি	
ঢেঁড়স (হি.)	ভ্যান্ডি	/b^{h}ændi/
করলা (তদ.)	কল্ল্যা	/kɔllæ/
বরবটি (তদ.)	ভটভটি	/b^{h}ɔtb^{h}ɔti/
শিম (তদ.)	ছিম্যা	/c^{h}imæ/
ওলকপি (বা.+পো.)	ওলকপি	/olkɔpi/
শালগম (ফা.)	শালগোম	/ʃalgom /
মরিচ (তৎ.)	আকালি	/akali/
ডাল (তদ.)	ডাইল	/dai̯l/
লবণ (তৎ.)	নুন	/nun/
ধনে (তদ.)	ধন্ন্যা	/d^{h}ɔnnæ/
আলু (তৎ.)	আলু	/alu/
পিঁয়াজ (ফা.)	পিয়াছ	/pĩac^{h}/
মটরশুটি (হি.)	মটরকালাই	/mɔtorkalai̯/
ছোলা (তদ.)	বুট	/but /
মুগডাল (তৎ.)	মুকডাইল	/mukdai̯l/
চালকুমড়া (তদ.)	জালি	/jail/
কালোকচু (তৎ.)	আনাজ	/anaɟ /

সারণি ১৩ : সময়, পরিমাপক,ওজন, ও পরিমাণ নির্দেশক রূপমূল :

প্রমিত ভাষার রূপমূল	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
মুহূর্ত (তৎ.)	মুহুত্ত	/muhut̪t̪ɔ/
মিনিট (ই.)	মিনিট	/minit /
সেকেন্ড (ই.)	ছেকেন্ড	/cʰekend/
ঘণ্টা (তৎ.)	ঘন্টা	/gʰɔnta/
পল (তৎ)	পলক	/pɔlok/
সকাল (তৎ.)	শকাল	/ʃɔkal/
দুপুর (তদ.)	দুফুর	/d̪pʰur/
বিকাল (তৎ.)	বিক্যাল	/bilæl/
ভোর (তদ.)	ভোর	/bʰor/
রাত (তদ.)	রাইত	/rai̯ t̪/
প্রভাত (তৎ.)	পোভাত	/pobʰat̪/
অল্প (তৎ.)	অল্প	/ɔlpo/
বেশি(ফা.)	বেশি	/beʃi/
আস্তে (ফা.)	আস্তে	/aʃt̪e/
জোরে (তদ.)	জোরে	/ɟore/
সন্ধ্যা (তৎ.)	শন্দ্যা	/ʃɔnd̪æ/
কেজি (ই.)	কেজি	/keɟi /
পোয়া (তদ.)	পোয়া	/põa/
ছটাক (তদ.)	ছটাক	/cʰotak/
দাম (গ্রি.)	দাম	/d̪am/
বাটখারা (তদ.)	বাটখারা	/batkʰara/

দাঁড়িপাল্লা (হি.)	দারিপাল্লা	/d̪aripalla/
তোলা (তদ.+বা.)	তোলা	/t̪ola/
পাঁচসের (তদ.)	ধারা	/d^{h}ara/
বস্তা (ফা.)	বস্তা	/bɔst̪a/
কুড়ি (তৎ.)	কুরি	/kuri /

সারণি ১৪ : ব্যাধি ও ঔষধ বিষয়ক রূপমূল :

চলিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
কলেরা (ই.)	কলেরা	/kɔlera/
সর্দি (ফা.)	সদ্‌দি	/sad̪d̪I/
জ্বর (তৎ.)	জর	/ɟɔcr/
কাশ (তৎ.)	কাশ	/kaʃ/
যক্ষ্মা (তৎ.)	জক্‌খা	/ɟɔkk^{h}a/
ম্যালেরিয়া (ই.)	ম্যালোরিয়া	/mæloria/
হাঁচি (তদ.)	হাচি	/haci/ ঁ
চোখওঠা (তদ.)	চোক্‌উট্যা	/cokutæ/
বুকব্যথা (তদ.)	বখ্‌ব্যাতা	/bɔkbæt̪a/
পেট ব্যথা (তা.+তদ.)	প্যাট ব্যাতা	/pæt bæt̪a/
পেট কামরান (তা.+তদ.)	প্যাট কামরানি	/pæt kamrani/

সারণি ১৫ : খেলাধুলা ও অনুষ্ঠান বিষয়ক রূপমূল :

চলিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)

ফুটবল (ই.)	ফুতবল	/pʰutbɔl/
তাস (হি.)	তাস	/t̪as/
হরতন (ওলা.)	হত্তন	/hɔt̪t̪ɔn/
রুহিতন (ওলা.)	রুইতোন	/ruit̪on/
ইস্কাবন (ওলা.)	ইস্ক্যাবোন	/iskæbon/
টেক্কা (ওলা.)	টেক্কা	/tekka/
তুরুপ (ওলা.)	তুরুপ	/turup/
লাট্টু/লাটিম (হি.)	নাটিম	/natim/
হা–ডু–ড (বা.)	টিক্‌টিক্	/tiktik /
ডাণ্ডাগুলি (বা.)	চেংকু ডান্টা	/ceŋku danta/
লুকোচুরি (তদ.)	নুক্যাচুরি	/nukæcuri/
ঘুড়ি (হি.)	গুড্ডি	/gʰuddi/
বউ সি (বা.)	এ্যালো না বেলো	/ælo na bælo/
দাবা (হি.)	ডাবা	/daba/
জুয়ো (তদ.)	জুয়্যা	/ɟũæ/
নাচ (তদ.)	নাছ	/nacʰ/
কবিগান (তৎ.+তদ.)	গিত	/git̪/
নাগরদোলা (তৎ)	নাগদ্‌দোলা	/nagod̪d̪ola /

সারণি ১৬ : ধর্মবিষয়ক রূপমূল :

চলিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
নামাজ (ফা.)	নামাছ	/namac^h/
রোযা (ফা.)	ওজা	/oɟa/
ওজু (আ.)	উজু	/uɟu/
ইফতার (আ.)	এফতারি	/ep^{h}tari/
সেহরি (আ.)	ছেহেরি	/c^{h}eheri/
কুরআন (আ.)	কোর‍্যান	/koræn/
কবর (আ)	কব্বর	/kɔbbɔr/
ইহকাল (তদ.)	এহোকাল	/ehokal/
বেদ (তৎ.)	ব্যাদ	/bæd̪/
উৎসর্গ (তৎ.)	উসোর্গ	/usorg/
পূজা (তৎ.)	পুজ্যা	/puɟæ/
বেহেস্ত (ফা.)	বেস্তো	/bes̪to/
মৌলবি (ফা.)	মল্‌বি	/mɔlbi/
জায়নামাজ (ফা.)	জানামাজ	/ɟanamaɟ/
দোজখ(ফা.)	দোজোক	/d̪oɟok/
দরূদ (ফা.)	দরুদ	/d̪orud̪/
আকিকা (আ.)	আকিক্যা	/akikæ/
মিলাদ (আ.)	মিল্যাদ	/milæd̪/
মসজিদ (আ.)	মজ্‌জিদ	/mɔɟɟid̪/
হাদিস (আ.)	হাদিছ	/had̪ic^h/
জানাজা (আ.)	জানাজা	/ɟanaɟa/

জ্বিন (আ.)	জিন	/jin/
জাহান্নাম (আ.)	জান্নাম	/ɟannam/
পুরোহিত (তৎ.)	ঠাকুর	/tʰakur/
উপবাস (তৎ.)	উপ্যাস	/upæs/
গির্জা (পো.)	গিজ্জ্যা	/giɟɟæ/
দরগা (ফা.)	দরগা	/d̪ɔga/
দাফন (আ.)	দাপন	/d̪apon/
পরদা (ফা.)	পদ্দা	/pɔd̪d̪a/
আতর (আ.)	আতর	/at̪or/
গজব (আ.)	গজব	/gaɟob/
আজাব (আ.)	আজাব	/aɟab/
দোয়া (আ.)	দোয়া	/d̪õa/
ইদ (আ.)	ইদ	/id̪/
উপবীত (তৎ.)	পৈত্যা	/poi̯t̪a/
রাসুল(আ.)	অসুল	/osul/
খুতবা (আ.)	খুতবা	/kʰut̪ba/
নবি (আ.)	নবি	/nɔbi/
কেয়ামত (আ.)	কেয়ামোত	/kẽamɔt̪/
হালাল(আ.)	হালাল	/halal/
কবচ (আ.)	কবচ	/kɔboc /
জান্নাত–উল–ফিরদাউস (আ.)	জান্নাত	/ɟannat̪/
এবাদত (আ.)	এবাদত	/ebad̪ɔt̪/
হাশর (আ.)	হাছর	/hacʰor/

রমযান (আ.)	অমজান	/ɔmjan/
হালাল (আ.)	হালাল	/halal/
নবি (আ.)	নবী	/হ৩নর/
শরীয়ত(আ.)	ছরিয়ত	/cʰɔrit/
কিয়ামত (আ.)	কেয়ামোত	/kẽamɔt̪/
সূরা (আ.)	ছুর‍্যা	/cʰuræ/
ফরজ (ফা.)	ফরোজ	/pʰɔroɟ
সালাত (আ.)	ছালাত	/cʰalat̪/
ইমাম (আ.)	এমাম	/emam/
তিলাওয়াত(আ.)	তেলাত	/t̪elat̪ /
আখিরাত (আ.)	আখেরাত	/akʰerat̪/
হযরত (আ.)	হজরোত	/hɔjrot̪/
এলম (আ.)	এ্যালেম	/ælem/
অক্‌ত (আ.)	অখ্‌ত	/ɔkʰt̪/
আতর (আ.)	আতর	/at̪ɔor/
হায়াৎ (ফা.)	হায়াৎ	/hãat̪/
আলবৎ (আ.)	আলবৎ	/albɔt̪/
আদাব (আ.)	আদাপ	/ad̪ap/
আদম (আ.)	অাদোম	/ad̪om/
হাওয়া (আ.)	হাওয়া	/haõ̯a/
আজাদ (ফা.)	আজাদ	/ajad̪/
আমল (আ.)	আমোল	/amol/
জবান (ফা.)	জবান	/ɟɔban/

সারণি ১৭ : বিবাহ,খাদ্য,ব্যবহার্য দ্রব্য,নিয়ন্ত্রণ,ব্যবসায়, আইনকানুন, খবরবাচক রূপমূল :

প্রমিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ.ব (IPA)
তালাক (আ,)	তালাক	/t̪alak/
গোশ্‌ত (আ.)	গোছ্‌	/goc^{h}/
জিনিস (ফা.)	জিনিস	/jinis/
ডেক (ফা.)	ড্যাক	/dæk/
তদারক (আ.)	তদারোখ	/t̪ɔd̪arok/
তারিখ (আ.)	তারিক	/t̪arik/
তাবিচ (আ.)	তাবিজ	/t̪abiɟ/
তরফ (আ.)	তরোফ	/t̪ɔrop^{h}/
তসবিহ (আ.)	তসবি	/t̪osbi/
জমা (আ.)	জমা	/ɟɔma/
জবাই (আ.)	জবাই	/ɟɔbai̯/
খরিদ (ফা.)	খরিদ	/k^{h}ɔrid̪/
খবর (ফা.)	খপোর	/k^{h}ɔpor/
খারিজ (আ.)	খারিচ	/k^{h}aric/
জুলুম (আ.)	জুলুম	/ ɟulum/ ulum/
তদবির (আ.)	তদবির	/t̪ɔd̪bir/
জর্দা (ফা.)	জদ্‌দা	/ɟɔd̪d̪a/
দলিল (আ.)	দলিল	/d̪ɔlil/
ধনী (তৎ.)	তালেবর	/t̪alebɔr/
দোস্ত (ফা,)	দোছ	/d̪oc^{h}/

তহবিল (আ.)	তবিল	/t̪ɔbil/
ব্যাগ (ই.)	ব্যাক	/bæk/
ক্রিকেট (ই.)	ক্রিকেট	/kriket/
বাক্স (ই.)	বাসকো	/basko/
ভোট (ই.)	ভোট	/bʰot/
টিভি (ই.)	টিপি	/tipi/
কারেন্ট (ই.)	কারেন	/Karen/
ফোন (ই.)	ফোন	/pʰon/
ওয়ার্ড (ই.)	ওয়াড	/õad̪ /
তাবু (আ.)	তামবু	/t̪ambu/
বাকি (আ.)	বাকি	/baki/
পাদ্রি (পো.)	পাদরি	/pad̪ri/
কলেজ (ই.)	কলেজ	/kɔleɟ/
লাইব্রেরি (ই.)	লাইবেরি	/liberi/
কারখানা (ফা.)	কারখানা	/karkʰana/
অফিস (ই.)	অপিস	/ɔpis/
ইউনিয়ন(ই.)	ইউনিয়্যান	/iu̯nĩæn/
পাউরুটি(পো)	পারুটি	/paruti/
প্রোগ্রাম (ই.)	পোগাম	/pogam/
জানোয়ার (ফা.)	জানোয়ার	/ɟanõar/
ভোটার (ই.)	ভোটার	/bʰotar/
ওয়ারিশ (আ.)	ওয়ারিশ	/õariʃ/
ইজারা (আ.)	ইজার‍্যা	/iɟaræ/

কাবিন (আ.)	কাবিন	/kabin/
কায়দা (আ.)	কায়দ্যা	/kãd̪a/
কাজি (আ.)	কাজি	/kaɟi/
কানুন (আ.)	কানুন	/kanun/
কবুল (আ.)	কবুল	/kɔbul/
কয়েদ (আ.)	কয়েদ	/kɔẽd̪/
এজলাস (আ.)	এজলাস	/elaʃ/
আসল (আ.)	আশোল	/aʃol/
আসবাব (আ.)	আসবাব	/asbab/
কঞ্চি (তু.)	কইনচ্যা	/koi̯nchæ/
কম (ফা.)	কম	/kɔm/

সারণি ১৮ : সর্বনাম বিষয়ক রূপমূল :

প্রমিত ভাষার রূপ (উৎস)	উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)
তুমি , আপনি (তদ.)	তোম্‌রা	/t̪omra/ (এক বচন ও বহু বচনে)
তুই (তদ.)	তুঁই ,তুঁইঞ	/t̪ui̯, t̪ui̯n̯ /
আমাকে (তদ.)	মোক, হামাক	/mok, hamak/ (এক বচন ও বহু বচন)
তোমাকে ,তোকে (তদ.)	তোমাক্‌, তোক্‌	/t̪omak , t̪ok/
আমি (তদ.)	মুঁই	/mũi̯/
আমার (তদ.)	ৎহামার, মোর	/hamar/, /mor/
আমাদের (তদ.)	হামারগুলার	/hamargulær/
আমাদেরকে (তদ.)	হামারগুলাক্‌,	/hamargulæk/
আমাদেরকে (তদ.)	হামারঘরক্‌	/hamarg^{h}ɔrok /

আমাদের দ্বারা (শষ.)	হামারগুল্যাক্দি	/hamargulækd̪I/
আমার দ্বারা (তদ.)	হামাক্দি	/hamakd̪I/,
আমার দ্বারা (তদ.)	মোক্দি	/mokd̪I/
তোমরা (তদ.)	তোম্রাগুল্যা	/t̪omragulæ/,
তোমরা (তদ.)	তোরা	/t̪ora/
তামার দ্বারা(তদ.)	তোমাক্দি, তোকদি	/t̪omakd̪I/, /t̪okd̪I/
যে (তদ.)	জাম্রা, জাঁয়	/ɟamra/ , /jã/
যারা (তদ.)	জামারঘর্ ,জামরাগুল্যা	/ɟamargʰɔr/, /ɟamragʰulæ/
যার (তদ.)	জামার্/	/jamar/
যাকে (তদ.)	জামাক্ ,জাক	/ɟamak /, /ɟak /
যার দ্বারা (তদ.)	জামাক্দি ,ঁজাকদি	/ɟamakd̪I/, /ɟakd̪I/
যাদের(তদ.)	জামার্ঘর, জামর্যাগুলো	/ɟamargʰɔrokd̪i/
তিনি (তদ.)	তাম্রা	/t̪amra/
সে (তদ.)	তাঁয়	/t̪ã/
তারা (তদ.)	তামরা, তামরাগুল্যা	/t̪amra / , / t̪amragʰulæ/
তাকে (তদ.)	তামাক্	/t̪amak/
তাদেরকে (শষ.)	তামার্ঘরক ,তামারগুল্যাক	/t̪amargʰɔrok /, /t̪amargulæk/
তাদের দ্বারা (তদ.)	তামার্ঘরক্দি,তামারগুল্যাকদি	/t̪amargʰɔrokd̪i/ ,/t̪amargulækd̪oi/
ইনি(তদ.)	এম্রা	/emra/ (এক বচন ও বহু বচন),
ইনি (তদ.)	এ্যাঁয়	/æ̃/
এরা (তদ.)	এম্রাগুল্যা, ইমর্যাগুল্যা	/emragulæ/ , /imrægulæ/
এরা (তদ.)	এ্যারা	/æra/

একে(তদ.)	এমাক,ইম্যাক	/emak/, /imæk/
একে (তদ.)	ইয়্যাক, এ্যাক	/iæk/,/æk/
এদেরকে (তদ.)	এমার্ঘর, এমারগুল্যাক	/emargʰɔr/ , /emargulæk/
ওঁ / উনি (তদ.)	ওমরা	/omra/
ওঁর /ওর (তদ.)	ওমার, ওসমার	/omar /, /osmar/
এর (তদ.)	এমার , এসমার	/emar/ , /esmar/
ওরা (তদ.)	ওমারঘর, ওমরাগুল্যা	/omargʰɔr/ , /omragʰulæ/
ওকে (তদ.)	ওমাক, ওসমাক	/omak/ , /osmak/
ওদের(তদ.)	ওমারঘরের ,ওসমার ঘরের	/omargʰɔrer/, osmargʰɔrer/
ওদের (তদ.)	ওমারগুল্যার	/omargulær/
ওর দ্বারা (তদ.)	অকদি,ওমাকদি,ওসমাকদি	**/ɔ**kd̪i/, /omakd̪i/ ,/osmakd̪i/
ওদের দ্বারা (তদ.)	ওমারঘরক্দি,ওম্যারগুল্যাকদি	/omargʰɔrokd̪I/ ,/omargulækd̪i/
কে (তদ.)	কাঁয়	/kã/
কাকে (তদ.)	কাক	/kak/
কার দ্বারা (তদ.)	কাকদি	/kakd̪I/
দু’জন (তদ.)	দোনোঝন	/d̪onojʰɔn/
সকলে (তদ.)	শগাঁয়	/ʃɔgã/
সব [অগণনায়োগ্য] (তদ.)	শোগ	/ʃog /
সব [গণনায়োগ্য] (তদ.)	শোগ্গুল্যা	/ʃoggulæ/
অন্য (তদ.)	আর	/ar/
এতে (তদ.)	এ্যাতে	/æte/
এখানে (তদ.)	এ্যাটেকোনা, এ্যাটে	/ætekona/. /æte/
সেখানে (তদ.)	শ্যাটে, শ্যাটেকোনা	/ʃæte/ ,/ ʃætecona/

সারণি ১৯ :মিশ্রিত বা বিভিন্ন বিষযক রূপমূল।এগুলি মিঠাপুকুরের নিজস্ব শব্দ যা রাজবংশী ভাষাজাত।তাই রূপমূলগুলির অর্থ প্রদান করা হোল।

উপভাষার রূপ (উৎস)	আ.ধ্ব.ব (IPA)	অর্থ
পাইক্যার্ (রা.ব)	/pai̯kær/	দালাল ,এক শ্রেণির বিক্রেতা
গীদ্যাল (রা.ব)	/gid̪æl/	গ্রামে গান করে জীবিকা নির্বাহ্ করে যে
হাকাউ (রা.ব)	/hakau̯/	অর্থহীন ।
নিকারি (মি.)	/nikari/	দুধ বিক্রেতা বা দুধ ব্যবসায়ী
দেওয়ানি (মি.)	/d̪eõani/	গ্রামের চতুর লোক
চৌয়ারি (রা.ব)	/cɔ̃ari/	চার চালাযুক্ত ঘর।
খান্কা (রা.ব)	/kʰanka/	সদর ঘর ।
তির (রা.ব)	/tir/	যে বাঁশের উপর চালা স্থাপন করা হয়
টুই (রা.ব)	/tui̯/	ঘরের মট্কা ।
পই(রা.ব)	/pɔi̯ /	ঘরের বাঁশের খুটি ।
কাবারি (রা.ব)	/kabari/	বাঁশ লম্বাভাবে চিরে বা কেটে ফালি ফালি অংশ।
টাটি (রা.ব)	/tati/	ঘরের কাবাড়ীর বেড়া ।
মাজিয়্যা (তদ.)	/majiæ/	ঘরের মেজে ।
খ্যাড় (তদ.)	/kʰær/	উলুখড়।
কারিয়্যা (রা.ব)	/karĩæ/	খড়ের আঁটি বাঁধা অংশ।
পাতার (তদ.)	/patar/	বিস্তীর্ণ খেতের জমি ।
শুতলি (রা.ব)	/ʃut̪li/	ঘরের কাজের জন্য পাটের সরু দড়ি বিশেষ।
ঝাপি(মি.)	/jʰapi/	বাঁশ ও তালপাতা নির্মিত বড় টুপির মত ছাতা।
টং (রা.ব)	/tɔŋ/	বাঁশ বা সুপারি গাছ দিয়ে প্রস্তুত বসার উঁচু স্থান ।
মাল্লি (রা.ব)	/malli/	জমির আল ।

দ্যাওয়ানি (মি.)	/d̪æ̃ani/	বড়দের জন্য সম্বন্ধসূ
ভাট্টি (মি.)	/bʰatti/	জমিতে মাছ ধরার জন্য গর্ত বিশেষ।
ডেরু (মি.)	/deru/	বাঁশের তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র।
জংগা (মি.)	/ɟɔŋga/	বাঁশের তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ ।
ডুলি (রা.ব)	/duli/	বাঁশের তৈরি ধান /চাল রাখার বড় পাত্র।
শলেয়া (মি.)	/ʃɔlẽa/	ছোট ইঁদুর।
খুলি (রা.ব)	/kʰuli/	বাড়ির সঙ্গে লাগা জায়গা বিশেষ।
বারাবাণা (রা.ব)	/barabana/	ঢেঁকিতে ধান , গম ছাটাকে বারাবাণা বলে ।
উশ্যা (রা.ব)	/Rʃæ/	ধান সিদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে ' উষা' বলে ॥
বিয়ানো (রা.ব)	/bĩano/	গর্ভবতী হওয়াকে 'বিয়ানো ' বলে ।
হাইলোন (রা.ব)	/hai̯lon/	মেয়ে ছাগল
দূর‍্যা (রা.ব)	/d̪uræ/	কচ্ছপ
মংগা (মি.)	/mɔŋga/	কার্তিক মাসের সময়কালীন অভাবকে 'মংগা' বলা হোত
চারি (মি.)	/cari/	গরুকে জল পান করানোর পাত্র
নাকোয়ান (রা.ব)	/nakõan/	গরুর নাকের ভেতর দিয়ে বাঁধা দড়ি
মাঙ্না হাল মি.)	/maŋna hal/	সাহায্যার্থে বিনা পয়সায় অন্যের জমি চাষ করা
ভুরক্যাভাত (মি.)	/bʰurkæbʰa/	গ্রামে ছেলেমেয়েরা যে ছোট বনভোজন করে
ভ্যাট (রা.ব)	/bʰæt/	শাপলা ফুল বা শ্যাপলা
আদ্র‍্যা (রা.ব)	/ad̪ræ/	বাকি অংশ
শিংট্যা (রা.ব)	/ʃiŋtæ/	পাটকাঠি
পুশন্যা (রা.ব)	/puʃnæ/	পৌষপার্বণ
হাড্ডুবাড্ডু (মি.)	/haddubaddu/	অগণ্য বা নগণ্য ব্যক্তি। (তুচ্ছার্থে বুঝাতে)
নেড্ডুপেড্ডু মি.)	/neddupedu/	অগণ্য নগণ্য কোনো কিছু বা ব্যক্তিকে বোঝায়

ভোটা (রা.ব)	/bʰota/	ছেলে কুকুর
ভুটি (রা.ব)	/bʰuti/	মেয়ে কুকুর
খুড়িয়্যা (মি.)	/kʰurĩæ/	কাঁটাযুক্ত ছোট সবুজ ডাটা শাক
নাপা (রা.ব)	/napa/	ছোট সবুজ পাতা জাতীয় শাক
কশটিয়্যা (রা.ব)	/kɔʃtĩ æ /	কৃপণ স্বভাবের লোক
আন্দন (মি.)	/an̪d̪ɔn/	রন্ধন বা রান্না
গুদ্যাম (মি.)	/gud̪æm/	বোতাম।
টেটিয়্যা (রা.ব)	/tetĩæ/	হিংসুটে ব্যক্তি
প্যান্টি (রা.ব)	/pænti/	বাঁশের কঞ্চির সরু লাঠি
আড়াবাড়ি (রা.ব)	/arabari/	বাঁশঝাড়-জঙ্গল
শাগাই (রা.ব)	/ʃagai̯/	আত্মীয়
দ্যাওয়া(রা.ব)	/d̪æõa/	আকাশ
আকালি (রা.ব)	/akali/	কাঁচা মরিচ।
ভোকরা পাটা((মি.)	/bʰokra pata/	বড় পাঁঠা।
গাবরু (রা.ব))	/gabru/	বর
শারুভাই (মি.)	/ʃarubʰai̯/	ভায়রা ভাই
চ্যাংরা (রা.ব)	/cæŋra/	ছেলে
চেংরি (রা.ব)	/ceŋri/	মেয়ে
শুক্‌ত্যানি (রা.ব)	/ʃukt̪æni/	ভেজে ভর্তা খাওয়ার জন্য পাটের শুকনো পাতা
মানা (রা.ব)	/mana/	কচু জাতীয় উদ্ভিদ
আবো (রা.ব)	/abo/	দিদিমা
কুশ্যার (রা.ব)	/kuʃær/	আখ
ইশ(রা.ব)	/iʃ/	লাঙ্গলদণ্ড

উদ্যাঁও (রা.ব)	/ud̪æo/	অনাবৃত/নগ্ন
ক্যাচাল (রা.ব)	/kæcal/	ঝগড়া
কশটিয়্যা (রা.ব)	/koʃtiæ/	কৃপণ
পোয়াতি (রা.ব)	/põati/	প্রসূতি
কুটকুট্যা (রা.ব)	/kutkutæ/	গাঢ় (অন্ধকার)
কারাইল (রা.ব)	/karai̯l/	খড় মেলে দেয়ার আলযুক্ত বাঁশ দণ্ড।
জিগ্যা (রা.ব)	/ɟigæ/	গাছ বিশেষ
জাক্‌লা (রা.ব)	/ɟakla/	বাঁশের মই
জ্যাব্‌জ্যাবা (রা.ব)	/ɟæbjæba/	সিক্ত
জ্যাঙ্‌জ্যাঙা (রা.ব)	/ɟæŋɟæŋa/	পাতলা
ঠসা (রা.ব)	/tʰɔʃa/	বধির (পুরুষ)
ঠসি (রা.ব)	/tʰɔʃi/	বধির (স্ত্রীলোক)
ডুম্যা (রা.ব)	/dumæ/	খণ্ড
ডেকুয়্যা (রা.ব)	/dekuæ/	কিশোর
ঢ্যাপঢ্যাপা (রা.ব)	/dʰæpdʰæpa/	স্ফীত
ঢ্যেকিয়্যা (রা.ব)	/dʰækĩæ/	শাক বিশেষ
শংরা (রা.ব)	/ʃɔŋra/	পুত্রের বন্ধুর পিতা
জামটিয়্যা (রা.ব)	/ɟamtĩæ/	যুগ্ম
মাকলা (রা.ব)	/makla/	এক ধরনের বাঁশ
শাও (রা.ব)	/ʃao/	অভিশাপ
ক্যাকরাব্যাকরা (রা.ব)	/kærabækra/	আঁকাবাঁকা
ভোদাই (রা.ব)	/bʰod̪ai/	নির্বোধ
ছাপ (রা.ব)	/cʰap/	পরিষ্কার

সারণি ২০ : সম্প্রসারিত রূপমূল হিসাবে উত্তম পুরুষের একবচনের বর্তমান কালের ক্রিয়াবাচক রূপ। মিঠাপুকুরের উপভাষায় বোড়ো মিশ্রিত ক্রিয়াপদ :

উপভাষার রূপ	আ.ধ্ব.ব (IPA)	প্রমিত বাংলা
(মুঁই) শোনং	ʃunoŋ/	(আমি) শুনি।
দ্যাঙ্	/dæŋ/	দেই।
দ্যাখং	/dækʰoŋ /	দেখি।
কাটোং	/katoŋ/	কাটি।
ফ্যালাং	pʰælaŋ/	ফেলি।
জানোঙ্	/ɟanoŋ/	জানি।
থাকোং	/tʰakoŋ/	থাকি
কঙ্	/kɔŋ/	বলি ।
যাঙ্	/jaŋ/	যাই।
ধরোং	d̪ʰɔroŋ/	ধরি।
পারোঙ	/paroŋ/	পারি।
পাঙ্	/paŋ/	পাই।
তুলঙ্	/tuloŋ/	তুলি।
বাঁচোং	/bacoŋ/	বাঁচি।
ঝাপং	/ɟʰapoŋ/	ঝাঁপ দিই।
আইশোং	/aiʃoŋ/	আসি।

প্রশ্নমালা উপস্থাপন (Questionnaire Presentation) : নিম্নে প্রশ্নমালার মাধ্যমে মিঠাপুকুরের উপভাষার সংগৃহীত নমুনা প্রদর্শন করা হয়েছে। নির্ধারিত প্রশ্নমালা বিন্যাস করে শ্রেণি– প্রতিনিধিত্বমূলক প্রক্রিয়ায় ২৪ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ৭০ বা ৮০ উর্ধ্ব কৃষক, মজুর, জেলে, কামার, ইত্যাদি গ্রামীণ পেশার লোককে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক

অংশগ্রহণকারীকে পৃথকভাবে একই প্রশ্ন করা এখানে অংশগ্রহণকারীর ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে জরিপগুলি প্রদান করা হলো :

জরিপ নমুনা নং–১

নাম	: ম. মিয়া
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	: ৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অল্পশিক্ষত
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: হাটখোলা
বাসস্থান	: কাফ্রিখাল
জন্মস্থান	: কাফ্রিখাল, মিঠাপুকুর
পেশা	: ভ্যান চালক

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : ভ্যান চালাই।

প্রশ্ন : আর কি করেন?

উত্তর : এ্যাকন্যা আবাদও করি।

প্রশ্ন : যেমন কি আবাদ করেন?

উত্তর : এই আলু , কল্ল্যা , বাইগোন ,তরাই.ভটবটি এ্যাগল্যা ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা		প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
বাইগোন	<	বেগুন	তদ্ভব
ভ্যান	<	ভ্যানগাড়ি	ইং + তদ্ভব

বিশ্লেষণ : এখানে "ভ্যানগাড়ি" শব্দটি ' পশ্চাৎ সৃজন' শব্দগঠন পদ্ধতির মাধ্যমে "ভ্যান" হয়েছে। এবং আধুনিক কালে মিঠাপুকুরের উপভাষায় প্রবেশ করে। অপরদিকে 'বাইগোন' রূপমূলটি বাংলার মধ্য দিয়ে সংকেত পরিবর্তনের (Code switching) মাধ্যমে মিঠাপুকুরের উপভাষায় প্রবেশ করে।

জরিপ নমুনা নং–২

নাম	: র. বিশ্বাস
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: সনাতন (হিন্দু)
বয়স	: ৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা	; অল্প
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	; হাটখোলা
বাসস্থান	; হাটখোলা
জন্মস্থান	; মিঠাপুকুর
পেশা	: সাইকেল মেকার

প্রশ্ন : আপনি কি করেন?

উত্তর ; সাইকেল মেকারি , সাইকেল ভাংগি ।

প্রশ্ন : খাওয়া দাওয়া করেছেন?

উত্তর : এই চা মুরি খাইচি ।

প্রশ্ন : ওটা কি পড়েছেন?

উত্তর : তবন ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমলের উৎস
তবন	লুঙ্গি	বর্মি
চা	চা	চিনা
সাইকেল	সাইকেল	ইংরেজি

বিশ্লেষণ : অধস্তরী ভাষা (Sub-stratum language) হিসাবে রাজবংশী ভাষায় তথা মিঠাপুকুরের উপভাষায় ‘তবন’, ‘চা’, ‘সাইকেল’ সংকেত পরিবর্তনের (Code switching) মাধ্যমে প্রবেশ করে।

জরিপ নমুনা নং–৩

নাম	: য.
লিঙ্গ	: নারী
ধর্ম	: সনাতন (হিন্দু)
বয়স	: ৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: নিরক্ষর
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: নিধিরামপুর
বাসস্থান	: মিলনপুর
জন্মস্থান	: মিঠাপুকুর

পেশা : গৃহকর্মি

প্রশ্ন : আপনি কি করেন?

উত্তর : মাইনসের বারি কাম করি, আন্দি ।

প্রশ্ন : কি কি রান্না করেন আর রাান্নায় কি কি লাগে ?

উত্তর ; ডাইল, বাইগোন, আকালি, পোল্লা ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
বারি	বাড়ি	তদ্ভব
আকালি	মরিচ	রাজবংশী
পোল্লা	পটল	তৎসম

বিশ্লেষণ : বর্তমানে বাংলার প্রভাবে রাজবংশী ‘আকালি’ রূপমূলটি ভাষায় সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে ‘মরিচ’ শব্দটি গ্রহণ করে ।ফলে ‘আকালি’ শব্দটি হারিয়ে যেতে বসেছে। এভাবে মিঠাপুকুরের উপভাষা পুরাতন থেকে সরে এসে নতুন তথা প্রমিত ভাষা গ্রহণ করছে।

জরিপ নমুনা নং−৪

নাম : মি. উদ্দিন

লিঙ্গ : পুরুষ

ধর্ম : ইসলাম

বয়স ; ৮৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : বালার হাট

বাসস্থান : বালার হাট, মিঠাপুকুর

জন্মস্থান ; বোদরুখ ঝালাই, মিটাপুকুর

পেশা : কৃষিকাজ

প্রশ্ন : কি কি আবাদ করেন ?

উত্তর : আবাদ সুব্যাদ নাই ।

প্রশ্ন : আপনার কে আছে?

উত্তর : শাগাই ? (তারপর চুপ)

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা
শাগাই	আত্মীয়

বিশ্লেষণ : এখানে "শাগাই " রাজবংশী রূপমূল যা বয়স্ক লোকদের মুখে শোনা যায়।বর্তমানে বন্দর এলাকাগুলিতে তরুণরা ভাষায় সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে ইংরেজি 'গেস্ট' (Guest) শব্দটি ব্যবহার করে ।

জরিপ নমুনা নং – ৫

নাম : স.

লিঙ্গ ; পুরুষ

ধর্ম : ইসলাম

বয়স : ৫৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : চানপুর, ভাঙনি

বাসস্থান : ভাঙনি

জন্মস্থান : ভাঙনি, মিঠাপুকুর উপজেলা

পেশা : কর্মকার

প্রশ্ন : আপনি কি করেন?

উত্তর : দাও, কোদাইল, পাশুন বানাই ।

প্রশ্ন : আর কি বানান?

উত্তর : কুর্‍্যাল, কাচি, খুন্তি..কাটাইর ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা		প্রমিত ভাষা	উৎস
দাও	<	দা	তদ্ভব
কুর্‍্যাল	<	কুড়াল	তদ্ভব
কোদাইল	<	কোদাল	তৎসম

বিশ্লেষণ ; বাংলা ভাষা থেকে রাজবংশী ভাষায় সংকেত পরিবর্তনের Code switching) মাধ্যমে ঔপভাষিক উচ্চারণে ‘দাও’, কুর্‍্যাল’, ‘কোদাইল’ রূপমূলগুলি মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশলাভ করে।

জরিপ নমুনা নং–৬

নাম : মো ব.

লিঙ্গ : পুরুষ

ধর্ম ; ইসলাম

বয়স : ৫৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : পায়রাবন্দ

বাসস্থান : পায়রাবন্দ

জন্মস্থান : পায়রাবন্দ, মিঠাপুকুর

পেশা : কৃষিকাজ

প্রশ্ন : কি কি আবাদ করেন?

উত্তর : ধান,শাখ– সব্জি আবাদ করি ?

প্রশ্ন : নাম কন ?

উত্তর : কল্ল্যা , শোশা ,ভটভটি, নাপা শাখ ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা		প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
কল্ল্যা	<	করলা	তদ্ভব
ভটভটি	<	বরবটি	তদ্ভব
নাপা শাখ	<	লাপা শাক	রাজবংশী

বিশ্লেষণ : মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষায় ‘নাপা একটি রাজবংশী রূপমূল। এই রূপমূলটি এখনো মিঠাপুকুরের ভাষায় অধোস্তরী ভাষার (Sub-stratum language) পুরাতন চিহ্ন হিসাবে রয়ে গেছে।

জরিপ নমুনা নং–৭

নাম : জ.–উল–ফিরদৌস

লিঙ্গ : নারী

ধর্ম : ইসলাম

বয়স : ৪৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : মিঠাপুকুর

বাসস্থান ; মিঠাপুকুর

জন্মস্থান ; মিঠাপুকুর

পেশা ; গৃহিনী

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : ঘরের কাজ কাম করি।

প্রশ্ন : কি কাম করেন?

উত্তর : ভাত–তকারি আন্ধি।

উপভাষা বিশ্লেষণ : "জ.–উল– ফিরদৌস" শব্দটিতে অন্য ভাষা থেকে আসা 'সংযোজক প্রত্যয়' (Interfix) '–উল' মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে।

জরিপ নমুনা নং–৮

নাম : খ.

লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	: ৭২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অল্প
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: কাফ্রিখাল
বাসস্থান	: কাফ্রিখাল, মিঠাপুকুর
জন্মস্থান	: কাফ্রিখাল, মিঠাপুকুর
পেশা	: ফল বিক্রেতা

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : ফল বেচি।

প্রশ্ন : কি কি ফল বিক্রি করেন?

উত্তর : আম, নেচু, কলা, তরমুছ এ্যাগল্যা ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
আম	আম	তদ্ভব
নেচু	লেচু	চিনা
কলা	কলা	তদ্ভব

বিশ্লেষণ : 'আম', 'কলা' তদ্ভব শব্দ এবং চিনা রূপমূল 'নেচু' মিঠাপুকুরের ভাষা সংকেত পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছে।

জরিপ নমুনা নং–৯

নাম	: আ.
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	: ৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অল্প
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: মিলনপুর,মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: মিলনপুর, মিঠাপুকুর
জম্মস্থান	: মিলনপুর, মিঠাপুকুর
পেশা	: সব্জিচাষ

ঈ্রশ্ন : কি করেন ?

উত্তর : সব্জি আবাদ করি।

প্রশ্ন : কি কি সব্জি করেন?

উত্তর : পিয়্যাস, জালি, আনাজ এ্যগলা করি ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
পিয়্যাছ	পিঁয়াজ	ফার্সি
জালি	চালকুমড়া	মিঠাপুকুর

আনাজ	কালোকচু	তৎসম
এ্যগল্যা	এগুলা	তদ্ভব

উপাত্ত বিশ্লেষণঃ মিঠাপুকুরের ভাষায় ‘পিয়্যাছ’ , ‘এ্যগলা’ সংকেত পরিবর্তনের শাধ্যমে গৃহিত হয়েছে। অন্যদিকে ‘জালি’, ‘আনাজ’ স্বতন্ত্র রূপমূল যা মিঠাপুকুরের নিজস্ব শব্দ।

জরিপ নমুনা নং–১০

নাম	: ল.
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	; ইসলাম
বয়স	: ৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অল্প
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: চ্যাংমারি, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: চ্যাংমারি, মিঠাপুকুর
জস্মস্থান	: চ্যাংমারি, মিঠাপুকুর
পেশা	: সুপারি ব্যবসা

প্রশ্ন কি করেন?

উত্তর : গুয়্যা ব্যেচাই ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
গুয়্যা	সুপারি	হিন্দি

বিশ্লেষণ: ‘গুয়্যা’ রূপমূলটি কারো মতে, রাজবংশী জাত (বর্মা, ২০১২) ।

জরিপ নমুনা নং–১১

নাম	: ফ.
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	; ৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অল্প
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: রানীপুকুর, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: রানীপুকুর, মিঠাপুকুর
জম্মস্থান	: রানীপুকুর, মিঠাপুকুর
পেশা	: দর্জি

প্রশ্ন: কি করে?

উত্তর : আঙ্গা, পির‌্যান, তবন শিল্যাই করি।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
আঙ্গা, পির‌্যান	শার্ট	ইংরেজি
তবন	লুঙ্গি	বর্মি

বিশ্লেষণ : ‘আঙ্গা’, রাজবংশী রূপমূল (বর্মা, ২০১২) । ‘পির‌্যান’ রাজবংশী শব্দ (বর্মা, ২০১২), কারো মতে ফার্সি শব্দ (পাল, ১৯৬৭)। অন্যদিকে ‘তবন’ শব্দটি ফার্সি (পাল, ১৯৬৭)। এই শব্দগুলি বহুপূর্বে মিঠাপুকুরের ভাষায় সংকেত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে।

জরিপ নমুনা নং–১২

নাম	: ক.
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	: 60
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অল্প
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: ময়েনপুর, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: ময়েনপুর, মিঠাপুকুর
জন্মস্থান	: ময়েনপুর, মিঠাপুকুর
পেশা	: ইমামতি

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : ইমাম, নামাছ পড়াই ।

প্রশ্ন : আর কি করেন ?

উত্তর : হারাম, হ্যালাল নবি, অসুলের কথা কই ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ ;

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
নবি	নবি	আরবি
হালাল	হালাল	আরবি

বিশ্লেষণ : এখানে বাংলার কৃতঋণ বিদেশি শব্দগুলি : 'নবি'. 'হালাল', সংকেত পরিবর্তনের মাধ্যমে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে।

জরিপ নমুনা নং–১৩

নাম : গ.

লিঙ্গ : পুরুষ

ধর্ম : ইসলাম

বয়স : ৬৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : লতিবপুর, মিঠাপুকুর

বাসস্থান : লতিবপুর, মিঠাপুকুর

জন্মস্থান : লতিবপুর, মিঠাপুকুর

পেশা : গাছ-ব্যবসায়ী

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : গাছ কিনি বিক্যাই ।

প্রশ্ন : কি কি গাছ কেনেন?

উত্তর : আমলি. শিমল্যা, ইউক্যালেকটর এ্যগল্যা ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
আমলি	তেঁতুল	তদ্ভব

শিমল্যা শিমুল তদ্ভব

বিশ্লেষণ : ‘আমলি’ একটি স্বতন্ত্র’ রূপমূল, যা রাজবংশী শব্দ। ‘শিমল্যা’ তদ্ভব উৎসজাত যা বাংলা ভাষার থেকে মিঠাাপুকরের ভাষায় করেছে।

জরিপ নমুনা নং–১৪

নাম	: ব. আহমদ
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	: ৬৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অল্প
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: জায়গীর, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: জায়গীর, মিঠাপুকুর
জম্মস্থান	: জায়গীর, মিঠাপুকুর
পেশা	: ইমামতি

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : ইমাম, নামাছ , খুতবা পড়াই। নবি, অসুলের কথা কই।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
নামাছ	নামাজ	ফার্সি
অসুল	রসুল	আরবি

বিশ্লেষণ : ‘ইমাম’, ‘নামাছ’, ‘অসুল’ এই সব বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষার মধ্যি দিয়ে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করে। অর্থাৎ মিঠাপুকুরের ভাষা সংকেত পরিবর্তন করে বাংলার মধ্য দিয়ে আরবি–ফার্সি শব্দগুলি গ্রহণ করে।

জরিপ নমুনা নং–১৫

নাম : আ. আলী

লিঙ্গ : পুরুষ

ধর্ম : ইসলাম

বয়স : ৫৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : মিলনপুর, মিঠাপুকুর

বাসস্থান : মিলনপুর, মিঠাপুকুর

জন্মস্থান : মিলনপুর, মিঠাপুকুর

পেশা : তেলি

প্রশ্নঃ কি করেন ?

উত্তর : শশ্যার ত্যাল বেচি ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
শশ্যা	সরিষা	তদ্ভব
ত্যাল	তেল	তদ্ভব

বিশ্লেষণ : 'সরিষা', 'তেল' বাংলা রূপমূল সংকেত পরিবর্তন করে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে। বাংলা এ–কারযুক্ত রূপমূল "তেল' রাজবংশী ভাষার প্রভাবে মিঠাপুকুরের ভাষায় 'অ্যা'-কার যোগে "ত্যাল" হয়।

জরিপ নং ১৬

নাম	: প.
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: সনাতন (হিন্দু)
বয়স	: ৬০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: নাই
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: মির্জাপুর, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: মির্জাপুর, মিঠাপুকুর
জম্মস্থান	: মির্জাপুর, মিঠাপুকুর
পেশা	: দিনমজুর

প্রশ্ন ; কি করেন?

উত্তর : হামরা দিনমজর‍্যা ।

প্রশ্ন : কি কি কাজ করেন ?

উত্তর : জমি চাষী, নাঙ্গল দেই ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
জমি	জমি	ফার্সি

নাঙ্গল লাঙ্গল তৎ

বিশ্লেষণ : "জমি", "লাঙ্গল' সংকেত পরিবর্তন করে মিঠাপুকরের ভাষায় প্রবেশ করেছে। মিঠাপুকুরের ভাষায় "ল'–যুক্ত রূপমূল "ন"–যুক্ত রূপমূল হয়ে ওঠে। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, রূপমূল "লাঙ্গল" ১২০০ শতকের আগে (সম্ভাবনা) এবং "জমি" রূপমূলটি ১২০০ শতকের পরে (নিশ্চিতভাবে) মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে।

জরিপ নমুনা নং–১৭

নাম : ট.

লিঙ্গ : পুরুষ

ধর্ম : ইসলাম

বয়স : ৪৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : আখর‍্যাটারি, মিঠাপুকুর

বাসস্থান : আখর‍্যাটারি, মিঠাপুকুর

জস্মস্থান : আখর‍্যাটারি, মিঠাপুকুর

পেশা : ক্ষুদে কাপড় ব্যবসায়ী

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তরঃ ধোতি, গুঞ্জি, চাদর, কম্বল, বালিশ, তোশক বেচাই ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা প্রমিত ভাষা রূপমূলের উৎস

ধোতি ধুতি তদ্ভব

গুঞ্জি	গেঞ্জি	ফার্সি
ঢুশ্যা	কম্বল	তৎসম
বালিশ	বালিশ	ফার্সি
তোশক	তোশক	ফার্সি

বিশ্লেষণ :"ঢুশ্যা" স্বতন্ত্র রূপমূল। "গেঞ্জি", "বালিশ", "তোশক" সংকেত পরিবর্তন করে ১২০০ শতকের পরে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করে।

জরিপ নমুনা নং−১৮

নাম	: ন. মিয়াঁ
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	: ৬৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: আই এ পাশ
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: আব্দুল্ল্যাপুর, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: আব্দুল্ল্যাপুর, মিঠাপুকুর
জস্মস্থান	: আব্দুল্ল্যাপুর, মিঠাপুকুর
পেশা	: গ্রাম্য ডাক্তার

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : জ্বর, সদ্দি, এ্যাগল্যার অইশোদ দেই । ডিসপেনছারি আছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
জর	জ্বর	তদ্ভব
সদ্দি	সর্দি	ফার্সি
প্যাটব্যথা	পেটব্যথা	তামিল+তদ্ভব

বিশ্লেষণ : "জর", "পেটব্যথা" সরাসরি সংকেত পরিবর্তনের মাধ্যমে ও "সর্দি" বাংলার মধ্য দিয়ে সংকেত পরিবর্তনের মাধ্যমে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে।

জরিপ নমুনা নং–১৯

নাম	: আ.
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	: ৪২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: নাই
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: হযরতপুর, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: হযরতপুর, মিঠাপুকু
জস্মস্থান	: হযরতপুর, মিঠাপুকুর
পেশা	: গরু–ছাগল ব্যবসায়ী

প্রশ্ন : কি করেন ?

উত্তর : এই তোমার গরু, বকরি কিনি পালি বেচি ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ :

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
গরু	গরু	তদ্ভব
হাইলোন	বকরি	আরবি

বিশ্লেষণ : "হাইলোন" রাজবংশী শব্দ । "গরু" রূপমূলটি সংকেত পরিবর্তন করে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করে।

জরিপ নমুন নং–২০

নাম	: প.
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: ইসলাম
বয়স	: ৩৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: মিলনপুর, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: মিলনপুর, মিঠাপুকুর
জন্মস্থান	;রিক্সা চালক

প্রশ্ন : কি করেন ?

উত্তর : রিসক্যা চালাই ।

উপাত্ত বিশ্লেষণ

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
রিসক্যা / ইসক্যা	রিক্সা	জাপানী

বিশ্লেষণ : ‘রিসক্যা’ , উসক্যা একই রূপমূল যথাক্রমে ধ্বনি বিপর্যয় ও আদি স্বরাগমের মাধ্যমে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে।

জরিপ নমুনা নং–২১

নাম	: হ. বৈরাগী
লিঙ্গ	: পুরুষ
ধর্ম	: সনাতন (হিন্দু)
বয়স	; ৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অল্প
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: মোলং,মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: মোলং, মিঠাপুকুর
জম্মস্থান	: মোলং, মিঠাপুকুর
পেশা	; ক্ষুদে ব্যবসায়ী

প্রশ্ন : কি করেন ?

উত্তর : শিংট্যা,ভ্যাটের খই, পুশন্যার আটা বেচাই ।

বিশ্লেষণ

উপভাষা	প্রমিত ভাষা	রূপমূলের উৎস
শিংট্যা	পাটকাঠি	রাজবংশী
ভ্যাট	শাপলা	রাজবংশীী
পুশন্যা	পৌষপার্বণ	রাজবংশী

বিশ্লেষণ : 'শিংট্যা', 'ভ্যাট' 'পুশন্যা', রূপমূলগুলি মিঠাপুকুরের অধোস্তরী-ভাষার রূপমূল –যারা সংকেত পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'পাটকাঠি', 'ভ্যাট', 'পুশন্যা' শব্দ গ্রহণ করেছে।

জরিপ নমুনা নং–২২

নাম	: ব.
লিঙ্গ	: নারী
ধর্ম	: সনাতন (হিন্দু)
বয়স	: ৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অশিক্ষিত
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান	: হামিপুর, মিঠাপুকুর
বাসস্থান	: হাকিম, মিঠাপুকুর
জন্মস্থান	: হাকিমপুর, মিঠাপুকুর
পেশা :	: গৃহকর্মি

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : বাবুর বাড়িত কাম করোং ?

বিশ্লেষণ: সম্প্রসারিত রূপমূল 'বাড়িত' –এ রাজবংশীজাত অধিকরণের '–ত' বিভক্তি এখনো বিদ্যমান। 'করোং' রূপমূলটিতে সংকেত– মিশ্রণ : বাড়ি (বাংলা রূপমূল) + অং (রাজবংশী বিভক্তি) এখনো বিদ্যমান ।

জরিপ নমুনা নং–২৩

নাম	: চ. হাই
লিঙ্গ	: পুরুষ

ধর্ম : ইসলাম

বয়স : ৫২

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : ছড়ান, মিঠাপুকুর

বাসস্থান : ছড়ান, মিঠাপুকুর

জন্ম স্থান : ছড়ান, মিঠাপুকুর

প্রশ্ন ; কি করেন?

উত্ত ডেরু, ডারকি বানাই ।

বিশ্লেষণ: ' ডেরু', 'ডারকি' রাজবংশী শব্দ (বর্মা, ২০১২) ,যা এখনো মিঠাপুকুরের ভাষায় বিদ্যমান।

জরিপ নমুনা নং-২৪

নাম : হ.

লিঙ্গ : পুরুষ

ধর্ম : সনাতন, হিন্দু

বয়স : ৬২

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : ভবানীপুর, মিঠাপুকুর

বাসস্থান : ভবানীপুর, মিঠাপুকুর

জন্মস্থান : ভবানীপুর, মিঠাপুকুর

পেশা : পান চাষ

প্রশ্ন : কি করেন?

উত্তর : হামরা পানাতি , পান চাষ করি, বেচি ।

বিশ্লেষণ : ‘পানাতি’ রূপমূলটি রাজবংশী, যা মিঠাপুকুরের ভাষায় ব্যবহৃত হয় ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফল বিশ্লেষণ (রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ)

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রত্ন–রাজবংশী ভাষার প্রাচীন কোনো পান্ডুলিপি (Script) বর্তমানে নেই। তবে গ্রিয়ারসন (১৯৮৮) রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার যে ভাষা নমুনা সংগ্রহ করেন, তা রাজবংশী ভাষার বর্তমান নমুনা। এই রাজবংশী ভাষা মূলে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। কিন্তু যে উৎসমূল থেকে রাজবংশী ভাষার রূপমূলগুলি আগত, তার কিছু কিছ রূপমূল এখনো বর্তমান। নিম্নে তার কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হোল। মিঠাপুকুরের উপভাষায় এই শব্দগুলি এখনো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই শব্দগুলিকে রাজবংশী ভাষার শব্দ বলা হয়।

রাজবংশীজাত শব্দের উৎস : আাদিতে মিঠাপুকুরের ভাষা মূলে রাজবংশীজাত। তাই উপভাষার অনেক শব্দ তথা রূপমূল (সংগৃহীত) চিনা–তিব্বতীয় শাখার প্রত্ন–বোড়ো ভাষা থেকে আগত। এখানে '>' –এই চিহ্ন দ্বারা পূর্ব ভাষা থেকে আগত তথা উৎস বুঝানো হয়েছে। নিম্নে মিঠাপুকুরের কতিপয় সংগৃহীত রূপমূলের রাজবংশী এবং প্রত্ন–বোড়ো উৎস প্রদর্শন করা হযেছে।

সারণি ১ : বোড়ো–রাজবংশী উৎসজাত মিঠাপুকুর উপভাষার শব্দাবলি :

উপভাষার শব্দ	আ.ধ.ব(IPA)	> রাজবংশী	>চিনা–তিব্বতীয় (বোড়ো শাখা) প্রমিত বাংলা	
আবো	/abo/	> আবো	> আবো	দিদিমা
কুশ্যার	/kuʃær/	> কুশাইর	> কুশের	আখ
ইশ	/iʃ/	> ঈশ	> ঈশ	লাঙ্গলদণ্ড
উদ্যাঁও	ud̪æo/	> উদাং	> উদাং	অনাবৃত/নগ্ন
ক্যাচাল	/kæcal/	> ক্যাচাল	> কেচাল	ঝগড়া
চেংরি	/ceŋri/	> চেংরি	> চেংগ্রি	কিশোরী

কশটিয়্যা	/koʃtiæ/	> কষ্‌টিয়া	> খষ্টিয়া	কৃপণ
গুড্ডি	/guddi/	> গুড্ডি	> গুড্ডি	ঘুড়ি
পোয়াতি	/põati /	> পোয়াতি	> পোয়াতি	প্রসূতি
কুটকুট্যা	/kutkutæ/	> কুটকুটা	>খুটখুটা	গাঢ় অন্ধকার
কারাইল	/karai̯l/	> কারালি >	>খারালি	বাঁশের আগার তৈরি দণ্ড
জিগ্যা	/ɟigæ/	> জিগা	> জিগা	গাছ বিশেষ
জাক্‌লা	/ɟakla/	> জাক্‌লা	>জাংকলা	বাঁশের মই
জ্যাব্‌জ্যাবা	/æbɟæba/	> জবজবা	> জবজেব	সিক্ত
জ্যাঙ্‌জ্যাঙা	/ɟæɳɟæɳa/	> জ্যাঙ্‌জ্যাঙা	>জেঙ্‌জেঙা	পাতলা
ঠসা	/tʰaʃa/	> টসা	> টসা	বধির (পুরুষ)
ঠসি	/tʰaʃi/	> টসি	> টসি	বধির (স্ত্রীলোক)
ডুম্যা	/dumæ/	> ডুমা	> ডুমা	খণ্ড
ডেকুয়্যা	/dekuæ/	>ডেকুয়া	> ডেকুয়া	কিশোর
ডুলি	/duli /	>ডুলি	> ডুলি	ধান রাখার পাত্র
ঢ্যাপঢ্যাপা	/dʰæpdʰæpa/	> ঢ্যাপঢ্যাপা	>ঢেপঢেপা	স্ফীত
ঢ্যাকিয়্যা	/dʰækĩ̯æ/	>ঢেকিয়া	> ঢংকিয়া	শাক বিশেষ
শংরা	/ʃaɳra/>	>শংরা	> শংগ্রা	পুত্রের বন্ধুর পিতা

জামটিয়্যা	/ɟamtĩæ/	> যামটিয়া	>যেওবা	যুগ্ম
জুদ্যা	/ɟud̪æ/	> যুদা	> যুদা	পৃথক
মাকলা	/makla/	>মাকাল	> মাকলা	বাঁশ বিশেষ
ভোদাই	/bʰod̪ai̯/	> ভোদাই	> ভোদাই	নির্বোধ
হাকাউ/	/ hakau̯/	>হাকাউ	> হাকাউ	আনুমানিক
শাও	/ao̯/	> শাও	> শাও	অভিশাপ
ছাপ	/cʰap/	> ছাফা	> ছাফা	পরিষ্কার
ক্যাক্রাব্যাক্রা	/kækrabækra/	> ক্যাক্রাব্যাক্রা	> ট্যারাবাঁকা	আঁকাবাঁকা

[বর্মা,২০১২]

৬.১ সংকেত–মিশ্রণ (Code mixing) : অধোস্তরী ভাষা (Substratum language) তথা রাজবংশী ভাষার মধ্যে উপরিস্তরী ভাষা (Superstratum language) তথা বাংলা ভাষার অনুপ্রবেশ বা মিশ্রণ দেখা যায় রাজবংশী ভাষার ক্রিয়াপদে।। উত্তম পুরুষের এক বচনের কালসূচক বিভক্তিযুক্ত রাজবংশী ক্রিয়াপদ যা বাংলা (ধাতু) এবং বোড়ো (অং) বিভক্তি যোগে গঠিত। নিম্নে '>' চিহ্ন আগত বা উৎস বুঝানো হয়েছে ।

সারণি ২ : রাজবংশী ভাষায় আগত বাংলা (ধাতু) এবং বোড়ো (বিভক্তি) মিশ্রিত উপভাষার ক্রিয়াপদ :

মিঠাপুকুরের	আ.ধ,ব(IPA)	প্রমিত বাংলায়	রাজবংশী ভাষার	বাংলা শব্দ +বোড়ো বিভক্তি
উপভাষার ক্রিয়াপদ		ক্রিয়াপদ	>ক্রিয়াপদ	> ক্রিয়া+বিভক্তি
শোনং	/ʃunnuŋ/	শুনি	> শোনং	> শোন+অং

দ্যাঙ্	/dæɳ/	দেই	> দেঙ্	> দে+ঙ্
দ্যাখং	/dækʰoɳ/	দেখি	> দেখোং	>দেখ+ওঙ্
কাটোং	/katoɳ/	কাটি	> কাটোঙ্	> কাট+ওঙ্
ফ্যালাং	/pʰælaɳ/	ফেলি	> ফেলাং	> ফলা+ঙ্
জানোঙ্	/janoɳ/	জানি	>জানোঙ্	>জান+ওঙ্
থাকোং	/tʰakoɳ/	থাকি	> থাকোং	>থাক+ওঙ্
কঙ্	/kaɳ/	বলি	> কঙ্	> ক+ঙ্
জাঙ্	/ɟaɳ/	যাই	> জাঙ্	> জা+ঙ্
ধরোং	/d̪ʰaroɳ/	ধরি	> ধরোঙ্	>ধর+ওঙ্
পারোঙ্	/paroɳ/	পারি	> পারোঙ	>পার+ওঙ্
পাঙ্	/paɳ/	পাই	> পাঙ্	> পা+ঙ্
তুলোঙ্	/tuloɳ/	তুলেছি	> তুলিছং	>তুলি+ছং
বাচোং	/bacoɳ/	বাঁচি	> বাঁচোং	> বাঁচ +ওঙ্
ঝাপং	/jʰapoɳ/	ঝাঁপ দিই	> ঝাঁপাং	>ঝাঁপা+ঙ্

[বর্মা , ২০১২]

৬.২ সংকেত পরিবর্তন (Code switching): মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষায় সংকেত পরিবর্তন (Code switching) এর মাধ্যমে অনেক পুরাতন শব্দের বিদায় এবং নতুন শব্দের আগমন ঘটছে।বিভিন্ন কারণে ভাষা পুরাতন থেকে নতুনের দিকে যাত্রা করে।অর্থাৎ উপরিস্তর– প্রভাবের কারণে নতুন পরিবেশে পুরাতন শব্দগুলিকে স্থানান্তর করে এবং উপরিস্তর (Super-stratum) ভাষার শব্দ গ্রহণ করে। ফলে উপভাষা সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে প্রমিত ভাষার কাছাকাছি চলে আসে। মিঠাপুকুরের উপভাষার অনেক পুরাতন শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে –সেখানে সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে নতুন শব্দ বা রূপমূলের গ্রহণ করছে।। এক্ষেত্রে ভাষা প্রমিতের দিকে যাত্রা করছে। নিম্নের চিত্রে উপভাষার পুরাতন শব্দ দেখানো হয়েছে––সেগুলি সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে নতুন শব্দ গ্রহণ করে চলেছে।

সারণি ৩ : পুরাতন শব্দের বিদায় , নতুন শব্দের আগমন

পুরাতন শব্দ	আ.ধ.ব (IPA)	নতুন শব্দ
শাগাই	/ʃagai̯/	গেস্ট
আঙ্গা/পিরান	/aŋga,piræn/	শার্ট
কস্টয়্যা	/kɔʃtĩæ/	কৃপন
আবো	/abo/	নানি /দিদিমা
আকালি	/akali/	মরিচ
তবন	/t̪ɔbon/	লুঙ্গি ˎ
আলোয়া	/alõa/	তামাকপাতা
হাকাউ	/hakau̯/	অনুমান
দোন	/d̪on/	পাঁচ কেজি/ পাল্লা

ডেকুয়্যা	/d̪ekuæ/	কিশোর
আজু	/aɟu/	নানা/ দাদু
ভুরক্যাভাত	/bʰurkæbʰat̪/	বনভোজন
গাবরু	/gabru/	বর
কুরিয়্যা	/kuriæ/	অলস
ঘাটা	/gʰata/	রাস্তা
ক্যাচ্‌রা	/kæcra/	আবর্জনা
কুর	/kur/	বিয়ের হলুদ

৬.৩. মিঠাপুকুরের উপভাষায় বিভিন্ন প্রকার রূপমূল : অধস্তরী ভাষা (Substratum Language) হিসাবে রাজবংশী ভাষায় বিভিন্ন প্রকার রূপমূল পাওয়া যায়।

৬.৩.১ মুক্ত রূপমূল : মুক্ত রূপমূলগুলি এককভাবে পাওয়া যায়।যেমন–যেমন – কষ্‌টিয়া /kɔstĩæ / (অর্থ : কৃপণ) ; আবো /abo/(অর্থ : নানি) ; কুশ্যাই্‌র /kuʃæi̯r/ (অর্থ : আখ)।

৬.৩.২ যৌগিক রূপমূল – যৌগিক রূপমূলের ক্ষেত্রে উপরিস্তর প্রভাব (Super-Influence)-এর কারণে অধস্তরী ভাষা (Substratum Language) হিসাবে রাজবংশী ভাষা সংকেত–মিশ্রণ (Code mixing) প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষার রূপমূল গ্রহণ করে।যেমন–আন্‌দার ব্যালা /and̪ar bæla/ (অর্থঃ অন্ধকারবেলা) । –এখানে "আন্‌দার ব্যালা" শব্দটি দুটি ভিন্ন ভাষার শব্দ যথাক্রমে"আন্‌দার" (রাজবংশী) ও "ব্যালা"(বাংলা) নিয়ে গঠিত। ৬.৩.৩ জটিল রূপমূল–এখানে সংকেত–মিশ্রণ (Code mixing) দেখা যায়। যেমন– গাও মোচা গামচা /gao moca gamca/ (অর্থ : গা মোছা গামছা। –এখানে "গাও মোচা গামচা" জটিল রূপমূলটি "গাও"(রাজবংশী) ও "মোচা "(বাংলা) এবং "গামচা" (বাংলা) শব্দ নিয়ে গঠিত।

৬.৪ মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষায় সহরূপমূল : মিঠাপুকুরের উপভাষায় দুটি বহুবচন 'গুলি' ও 'ঘর' ব্যবহৃত হয়। বহুবচন 'ঘর' রাজবংশী ভাষার নিজস্ব (বর্মা, ২০১২)। বাংলার বহুবচন "গুলি" বদ্ধ রূপমূলটি প্রথমে সংবৃত (Closed) তথা 'ই'–আগম এবং অন্তে অর্ধবিবৃত(half closed) তথা অন্ত্য–'এ্যা'– আগম উচ্চারণে "গিল্যা" রূপে রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ফলে মিঠাপুকুরের উপভাষায় বহুবচনরূপ বদ্ধরূপমূলটি সংকেত–মিশ্রণ(Code Mixing) সৃষ্টি করে। যেমন–

চ্যাংরাগুল্যা /cæŋragulæ/ (অর্থ : ছেলেরা)।

হামরাগিল্যা /hamragilæ/ (অর্থঃ আমরা সকলে)।

হাশগগিল্যা /haʃgilæ/ (অর্থঃ হাঁসগুলো)।

তোমারঘর / tomarg^{h}ɔr/ (অর্থঃ তোমরা)

৬.৫ মিঠাপুকুরের ভাষায় বিভাজিত রূপমূল (Segmental morphemes) ও অতিরিক্ত রূপমূল (Suprasegmental morphemes) : মিঠাপুকুরের উপভাষায় একই রূপমূল বিভাজিত রূপমূল ও অতিরিক্ত রূপমূল হিসাবে দুর্লক্ষ্য নয় । নিম্নে 'বিভাজিত রূপমূল'গুলি রাজবংশী শব্দ কিন্তু 'অতিরিক্ত রূপমূল' গঠনকালে বাংলা ভাষার নিয়মে সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে রাজবংশী ভাষায় প্রবেশ করে এবং বাংলা ভাষার নিয়মে অর্থ প্রকাশ করে।

বিভাজিত রূপমূল : মানা (অর্থ : কচু)।

অতিরিক্ত রূপমূল : মা +না (অর্থ : নিষেধ)।

বিভাজিত রূপমূল "মানা" রাজবংশী শব্দ। কিন্তু অতিরিক্ত রূপমূল হিসাবে "মা + না " সংকেত পরিবর্তন (Code Switching) করে বাংলা ভাষার নিয়মে অর্থ প্রকাশ করেছে।

বিভাজিত রূপমূল : হামরা (অর্থ : আমার)।

অতিরিক্ত রূপমূল : হা +মরা (অর্থ : মৃত স্বীকার)।

বিভাজিত রূপমূল 'হামরা' রাজবংশী শব্দ কিন্তু অতিরিক্ত রূপমূল গঠনকালে বাংলা ভাষার নিয়ম প্রবেশ করেছে।। যেমন–অতিরিক্ত রূপমূল 'হা+মরা' গঠনকালে রাজবংশী ভাষা যেমন সংকেত পরিবর্তন (Code Switching) করেছে, বাংলা ভাষার নিয়মও সেখানে প্রবেশ করে নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে।

৬.৬ মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার নির্দেশক : বহুপূর্বে রাজবংশী ভাষায় বাংলা এবং স্থানীয় নির্দেশকের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে মিঠাপুকুরের উপভাষায় নির্দেশকজনিত তিন ধরনের সংকেত–মিশ্রণ (Code Mixing) দেখা দেয় ।নিম্নে মিঠাপুকুরের উপভাষার নির্দেশকগুলি প্রদান করা হোল।

মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষায় একবচনে 'ট্যা' /tæ/, 'খ্যান' /k^hæn/, ; বহুবচনে 'ঘর' /g^har/, 'গুল্যা' /gulæ/, 'গিল্যা' /gilæ/, 'খুব' /k^hub/, 'কোনা ' / kona/ ব্যবহৃত হয়।

৬.৬.১ বিশেষ্যের ক্ষেত্রে :

ট্যা : গরুট্যা – গরুটা।

৬.৬.২ বস্তুর ক্ষেত্রে :

খ্যান : কোদাইলখ্যান – কোদালখানা ।

খ্যান ; জমিখ্যান – জমিখানা।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে (সর্বনাম বাচক)

খ্যান : সে খ্যান – সে লোকটা।

৬.৬.৩ অঙ্গবাচক বিশেষের ক্ষেত্রে –

খ্যান : মুখখ্যান – মুখখানি ।

৬.৬.৪ বহুবচন নির্দেশক –

ঘর : তোমারঘর – তোমরা সকলে ।

গিলা : শয়তানগিলা – শয়তানেরা ।

গুল্যা : আকালিগুল্যা – মরিচগুলো।

কোনা : ভাতকোনা – ভাতগুলো ।

খুব : খুব মানুষ – অনেক মানুষ।

এই ‘খ্যান ’ নির্দেশকটি রাজবংশী ভাষার বিশেষ লক্ষণ (বর্মা, ২০১২)। তবে “ মধ্যবাঙলায় (১৪০০–১৭৬০) প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গেও –খানি প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়, উদাহরণস্বরূপ– সঙ্গে কেহ্নে লতনী বুল নাতিনীখানি... ” (মজুমদার,২০০৮)। আদরে ‘গুলা’ এবং অনাদরে ‘গুলি’ ব্যবহৃত হয় । “গুলা < সংস্কৃত কুল হইতে উৎপন্ন ” (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৯) ।‘গুলা’ স্বরসঙ্গতিযোগে ‘গুল্যা’, ‘গিলা’ ’ উৎপন্ন । “ ‘টা’ , ‘টে’ নির্দেশক গুলি এসেছে মূলে ‘ সং –ব্রত্ত (>–ব্রট্ট>অট্ট>– টা, টী) শব্দ থেকে ” (মজুমদার,২০০৮)। ‘খুব’,‘কোনা’ মিঠাপুকুর উপজেলার নিজস্ব নির্দেশক। ‘ঘর’ রাজবংশীজাত নির্দেশক (বর্মা, ২০১২)।

মিঠাপুকুরের উপভাষায় নির্দেশকের ক্ষেত্রে সংকেত–মিশ্রণ (Code Mixing) : ক. ‘আকালিগুল্যা’ = ‘আকালি’ (রাজবংশী’ রূপমূল) + ‘গুল্যা’ (বাংলা থেকে আগত ঔপভাষিক নির্দেশক)। খ. ‘মুখখ্যান ’ = ‘মুখ’ (বাংলা রূপমূল)+ ‘খ্যান’(রাজবংশী নির্দেশক)। ঘ. ‘ভাতকোনা’= ‘ভাত’ (বাংলা রূপমূল) + ‘কোনা’ (মিঠাপুকুরের নিজস্ব নির্দেশক) ।

৬.৭ মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার বিভিন্ন বৈয়াকরণিক পদ বা রূপমূল :

৬.৭.১ অনুসর্গ :

‘আগোৎ’ /agot̪/, ‘পাছোৎ /pac^{h}ot̪/, ‘বগ্লোত্ ’ /bɔglot̪/, ‘হ্যান’ /hæn/, ‘পাকে’ /pake/, ‘ভিতি’ /b^{h}it̪I/, ‘থাকি’ /t^{h}aki/ অনুসর্গগুলি মিঠাপুকুরের উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

আগোৎ : গাড়ির আগোৎ যা – গাড়ির সামনে যা ।

পাছোৎ ; পাছোৎ দ্যাখ্ – পিছনে দেখ ।

পাকে : মোর পাকে দ্যাখ – আমার দিকে দেখ ।

পাকে : উয়্যার পাকে যাইস ক্যান ?– ওর পক্ষে যাও কেন ?

ভিতি : উয়্যার ভিতি চাইস ক্যান ? – ওর দিকে চাও কেন ?

থাকি : হাটত থাকি আনু - হাট থেকে আসলাম ।

বগ্লোত্ : উয়্যার বগলত্ বইস –ওর কাছে বস ।

হ্যান : কামখ্যান করি হ্যান আসিস ।

উপর্যুক্ত 'আগোৎ', 'পাছোৎ','বগ্লোত্','হ্যান' অনুসর্গগুলি বাংলায় নেই। রাজবংশী ভাষা গবেষকের মতে, উক্ত অনুসর্গগুলি রাজবংশী ভাষা থেকে আগত (বর্মা, ২০১২)। বাংলায় 'পাকে' নিমিত্তার্থে অনুসর্গ হিসাবে ব্যবহার আছে।(মজুমদার, ২০০৮) । বাংলা অনুসর্গ 'ভিতি' ও 'থাকি' মিঠাপুকুরের উপভাষায় প্রবেশ করেছে।

৬.৮ মিঠাপুকুরের উপভাষার উপসর্গ (Prefix) : অ /ɔ/, আ /a/, অপ /ɔp/, বিনা /bina/, নি /ni/, ভর /b^hɔr/, পো /po/, শ /ʃɔ/, আন /an/, উ /u/, কু /ku/, নে /ne/ ।

অ = অকাম

আ = আকাম

আন = আনদার

উপ= উপ্যাস < উপবাস (স্বরলোপের কারণে 'ব' - এর লোপ এবং মধ্যগত স্বরসঙ্গতির কারণে 'আ', 'অ্যা' - এ পরিবর্তিত।)

ভর= ভদ্দিন < ভরদিন (মধ্যস্বরলোপ)

নি= নিপুত্র্যা (পুত্রহীন)

পো= পোভাত< প্রভাত (স্বরভক্তি)

শ= শকাল < সকাল (স > শ –তে পরিবর্তিত । রাজবংশী প্রভাবজাত)

নে = নেরব < নিরব (স্বরসঙ্গতির কারণে 'ই' – 'এ '-তে পরিবর্তিত ।

কু = কুশাইত (যা দূর্ভাগ্য বয়ে আনে।)

বিনা = বিনা পাইশ্যায় (বিনা পয়সায়)

উ= উদিন < ঐদিন (স্বরসঙ্গতি)

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, মিঠাপুকুরের ভাষার উপসর্গগুলি প্রকৃত পক্ষে বাংলা থেকে আগত। অর্থাৎ বহুপূর্বে মিঠাপুকুরের ভাষা সংকেত পরিবর্তন (Code Switching) করে বাংলার উপসর্গগুলি গ্রহণ করে।

৬.৯ মিঠাপুকুরের ভাষায় সর্বনামবাচক রূপমূল :

৬.৯.১ পুরূষবাচক সর্বনাম

উত্তম পুরুষবাচক রূপমূল –

একবচন	বহুবচন
মুঁই (আমি)	হামরা (আমরা)
	হামার ঘর,হামরাগুল্যা।

মধ্যম পুরূষবাচক সর্বনাম –

একবচন	বহুবচন
তুঁই (তুচ্ছার্থে – তুমি)	তোরা (তোমরা)
তোমরা (সম্মানার্থে– তুমি/ আপনি)	তোমরা (সম্মনার্থে– তোমরা /আপনারা)
	তোমার ঘর, তোমরাগুল্যা

প্রথম পুরূষবাচক সর্বনাম –

একবচন	বহুবচন

অঁয় , উয়্যায় (সে)　　　　　　　ওমরা (তারা)

ওঁমরা (সম্মানার্থে –উনি)　　　　　　　ওঁমরাগুল্যা (ওনারা) ।

তাঁয়, তামরা (সম্মার্থে– তিনি)　　　　　　　তামরাগুল্যা (তারা) ।

যাঁয়(যে),উঁয়্যায়(ও)　　　　　　　যামরা (যারা),ওমরা (ওরা)

কাঁয় (কে)　　　　　　　কাঁয় কাঁয় (কে কে)

৬.৯.২ সাকল্যবাচক সর্বনাম–

'সব' বা ' সমগ্রতা' অর্থে– শোগ , তামান , তামানগিলা ।

প্রশ্নবাচক সর্বনাম –

একবচন	বহুবচন
কাঁয় (কে)	কাঁয় কাঁয়(কে কে)
	কার ঘর (কারা)

' ক্যানে ' – প্রশ্নবাচক ' কি জন্যে' অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

৬.৯.৩ স্থানবাচক সর্বনাম –

' কোথায় ' অর্থে – কোন্‌টে , কোটে ,কুত্‌তি ।

' এখানে ' অর্থে – এ্যাটে , এ্যাতি , এ্যটেকোনা ।

'সেখানে ' অর্থে – উতি , শ্যাটে , শ্যাটেকোনা ।

' ওখানে ' অর্থে – অটে , ওটেকোনা , উতি ।

৬.৯.৪ কালবাচক সর্বনাম –

‘ কখন ’ অর্থে – কখুন , কুনবেলা ।

‘ কোন দিন ’ অর্থে – কুন দিন ।

‘এখন ’ অর্থে– এ্যাল্যায় , এ্যাখোন ,এ্যালা ।

‘তখন’ অর্থে– উবেলা , তখুন ।

৬.৯.৫ দূরত্ববাচক সর্বনাম

‘কতদূর’ অর্থে– কোৎদুর ।

৬.৯.৬ পরিমাণবাচক সর্বনাম–

‘কতগুলা ’ অর্থে– কতলা

‘যতগুলা’ অর্থে– যতলা

‘সবগুলো ’অর্থে– তামান, তামানগিল্যা, সগল্যা ।

‘এতগুলা ’অর্থে– এ্যাগল্যা , এ্যাগল্যাশোগ ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় ‘ “মুঁই ” শব্দটি ‘মই’ হিসাবে চর্যায় দেখা যায় । “ স্বপনে মই দেখিল তিহুবণ সুণ ’(৩৬ নং চর্যা)– এখানে ‘মই ’ অতীত কালের কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত । ‘মই ’ হইতে স্বরসঙ্গতির জন্য ‘মুই’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তি মুই>মঞঁ> *ময়েন= ময়া’ ” (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৯)। ‘মুই’ মিঠাপুকুরের ভাষায় অনুনাসিকযোগে উচ্চারিত হয়। তবে ‘মই ’ এখনো আসামে কর্তৃবাচ্যে দেখা যায় । এ হিসাবে ‘মুঁই ’ কর্তৃবাচ্যে কেবল রাজবংশী ভাষায় দেখা যায় । মিঠাপুকুরের উপভাষায় এই ‘মুঁই’ রাজবংশী ভাষা প্রভাবজাত ।

‘‘ তুই<তই <তোএ<প্রা.ভা.আ. ত্বয়া ” (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৯)। অন্যদিকে ‘‘ মধ্যবাংলা ও।...ইহার ব্যুৎপত্তি এরূপ–ও< * ওহ<অপ. অহো< প্রা.ভা.আ. অসৌ ” (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৯) অন্যদিকে ‘তাঁয়’ শব্দের ব্যুৎপত্তি : তাঁয় (অনুনাসিক যোগে) > প্রা. তায়> প্রা.ভা. আ. তয়া । এবং অনুনাসিকযোগে ‘তাঁয়’ নিষ্পন্ন হয়। ‘‘আদিম প্রাকৃতে অস্মে লোকা > অম্হে লোআ> আহ্মালা > আহ্মারা > আমরা ’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে”

(শহীদুল্লাহ, ১৯৯৯)। অন্যদিকে " পশ্চিমা রাঢ়ীতে, শব্দের আদিতে সুস্পষ্ট ঝোকের ফলে কৃচিৎ 'হ' আগম (আমার> হামার) " (মজুমদার, ২০০৮)। কিন্তু সমগ্র উত্তরবঙ্গের 'হ' আগম কৃচিৎ নয়, স্বাভাবিক উচ্চারণ। ফলে "হামরা' রাজবংশীজাত সর্বনামবাচক শব্দ হিসাবে গণ্য। অতএব 'তুই ' বাংলা ভাষা থেকে আগত এবং অনুনাসিকযোগে মিঠাপুকুরের ভাষায় 'তুঁই' উচ্চারিত হয়। অন্যদিকে প্রাচীন বাংলায় 'অয়' বিদ্যমান (মজুমদার, ২০০৮)। মিঠাপুকুরের উপভাষায় অনুনাসিকযোগে 'অঁয়' নিষ্পন্ন হয় । মিঠাপুকুরের উপভাষায় স্থনবাচক সর্বনামগত রূপমূল :'অটে', ' অটেকোনা' মিঠাপুকুরের উপভাষার নিজস্ব রূপমূল। অন্যদিকে সর্বনামবাচক রূপমূল : 'মুঁই' (একবচন) ,'হামারঘর' (বহুবচন) , কালবাচক সর্বনাম : 'এ্যালায়', 'এ্যালা' রাজবংশীজাত রূপমূল।(বর্মা, ২০১২)। অপর সর্বনামবাচক রূপমূলগুলি বাংলা থেকে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে।

৬.১০ অব্যয়বাচক পদ

৬.১০.১ সংযোগবাচক অব্যয় – আর /ar/, ফির /pʰir /

আর : আর কি কি চাইস ? – আরও কি কি চাও ?

ফির : ফির কতা কইস ?– আবার কথা বলিস ?

৬.১০.২ প্রাতিপদিক অব্যয় – তেঁও /t̪ẽo̯ /, তাঁও /t̪ão̯/

তেঁও : তেঁও অঁয় কতা কইবে – তারপরও ও কথা বলবে ।

তাঁও : তাঁও অঁয় আসপে –তবুও ও আসবে ।

৬.১০.৩ প্রশ্নাত্মক অব্যয় ; কাঁয় /kãe̯ /

কাঁয় : কাঁয় গ্যাল ? – কে গেল ?

৬.১০.৪ সম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় : হ্যা

হ্যা –হ্যা, মুঁই যাইম– হাঁ আমি যাব ।

৬.১০.৫ বিস্ময়বাচক অব্যয় : বাপরে !

বাপরে ! কি ওকনা ?

এখানে বিভিন্ন প্রকার অব্যয়বাচক পদগুলি বাংলা থেকে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং রাজবংশী ভাষার প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে সানুনাসিকভাবে উচ্চারিত হয়।

৬.১১ সম্বন্ধ পদ

মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষায় সম্বন্ধগুলি ; রই/rɔi̯/, বা /ba/, বাপু /bapu/

সম্বন্ধ পদের পূর্বে ‘ ক্যান ’/kæn/ শব্দটি যোগ করা হয় ।

৬.১১.১ রই : ক্যান রই , কোটে যাইস ? – সখি, কোথায় যাও ?

৬.১১.২ বা : ক্যান বা , তুই বাড়ি যাবু ? – বাবা , তুমি বাড়ি যাবে ?

৬.১১.৩ বাপু : ক্যান বাপু . তুই টাকা দিব্যানাইস ক্যান ?– বাপু, তুমি টাকা দিবানা কেন ?

৬.১১.৪ বাহে : ক্যান বাহে. তোরা কোটে যান ?

এখানে ‘রই’ ও ‘বাহে’ রাজবংশীজাত সম্বন্ধপদ (বর্মা, ২০১২) । তবে ‘বা’> বাবা (তুর্কি), ‘বাপু’ বাংলার কৃতঋণ শব্দ সংকেত পরিবর্তন করে (Code switching) বাংলার মধ্য দিয়ে রাজবংশী ভাষায় প্রবেশ করে।এখানে বাক্যে সম্বম্বোধনের ক্ষেত্রে সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে বাংলার কৃতঋণ শব্দগুলি মিঠাপুকুরের উপভাষায় প্রবেশ করে এবং ব্যবহৃত হয়। মিঠাপুকুরের বর্তমান উপভাষায় সম্বন্ধপদ হিসাবে রাজবংশী শব্দ –‘রই’ ও ‘বাহে’ পুরাতন ‘বুলি’ (Register) হিসাবে এখনো রয়ে গেছে।

৬.১২ মিঠাপুকুরের উপভাষায় ক্রিয়াপ্রকরণ বা ধাতুরূপ : ‘কর্’/kɔr/ ধাতুর রূপ –

মুক্তরূপমূল (কর্) + বদ্ধরূপমূল

৬.১২.১ সাধারণ বর্তমান কাল :

উপভাষার রূপ প্রমিত ভাষার রূপ

উত্তম পুরুষ (একবচন)

মুঁই (আমি) করং (−অং) আমি করি ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা (আমরা) করি (-ই) আমরা করি ।

মধ্যম পুরুষ (একবচন)

তোঁমরা (তুমি/ তোমরা) করেন (−এন) তুমি/ তোমরা কর ।

তুঁই তুই) করিস (−ইস) তুই করিস ।

প্রখম পুরুষ (একবচন)

ওঁয় (ও/সে) করে (−এ) সে /ও করে ।

প্রথম পুরুষ (বহুবচন)

ওঁমরা/ওমরা (ওনারা /ওরা) করে (−এ) । ওনারা/ওরা করেন/করে ।

তাঁমরা (তাঁরা/তারা) করে (−এ) । তাঁরা করেন /করে ।

৬.১২.২ ঘটমান বর্তমান কাল :

উত্তম পুরুষ (একবচন)

মুই(আমি) করোচোং (−ওচোং) আমি করছি ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা করোচি (−ওচি) আমরা করছি ।

তোঁমরা (তুমি) করোচেন (−ওচেন) তোমরা করছো ।

তুঁই (তুই) করোচিস্ (–চিস)   তুই করছিস ।

প্রথম পুরুষ (একবচন)

অঁয় (ও/ সে) করোচে (– ওচে)   সে করছে ।

তাঁমরা/ তামরা (তাঁরা /তারা) করোচে   তাঁরা/ তারা করছে ।

৬.১২.৩ সাধারণ অতীত কাল :

উত্তম পুরুষ (একবচন)

উপভাষার রূপ   প্রমিত ভাষার রূপ

মুঁই (আমি) করনু/ কন্নু (-নু, –ন্নু)   আমি করলাম ।

মধ্যম পুরুষ (ৃকে বচন ও বহুবচন)

তোঁমরা (তুমি/তোমরা) কল্‌লেন / কন্নেন (– ল্লেন /– ন্নেন) তুমি /তোমরা করলেন ।

তুঁই (তুই) করলু/ কল্লু (– লু /– ল্লু) তুই করলি ।

প্রথম পুরুষ (এক বচন)

অঁয় (ও/সে) কল্লো (– ল্লো) ও /সে করলো ।

তাঁয় (তিনি) কচ্চে (–চ্চে) তিনি করলেন ।

৬.১২.৪ ঘটমান অতীত কাল

উপভাষার রূপ   প্রমিত ভাষার রূপ

মুঁই (আমি) কচ্চিনু (- চ্চিনু)   আমি করছিলাম ।

তোঁমরা (তুমি) কচ্চিনেন (– চ্চিনেন)   তুমি করছিলে ।

তুঁই (তুই)   কচ্চিলু (– চ্চিলু)   তুই করছিলি ।

অঁয় (ও/সে)   কচ্চিলো (–চ্চিলো)   সে করছিলো ।

৬.১২.৫ নিত্যবৃত্ত অতীত কাল

মুঁই (আমি)   কচ্চিনু (– চ্চিনু)

তোঁমরা (তুমি)   কত্তেন (–ত্তেন)

তুঁই (তুই)   কত্তিস (– ত্তিস)

অঁয় (ও/ সে)   কত্তো (– ত্তো)

৬.১২.৬ সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল

উপভাষার রূপ   প্রমিত ভাষার রূপ

উত্তম পুরুষ (একবচন)

মুঁই (আমি) করিম (–ইম)   আমি করব ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা করমো (–মো)   আমরা করব ।

মধ্যম পুরুষ (একবচন)

তোঁমরা/ তোমরা (তুমি) করমেন (–মেন)   তুমি/ তোমরা করবে ।

তুঁই (তুই)   করবু (–বু)   তুই করবি ।

অঁয় (ও/সে)   করবে (–বে)   ও/সে করবে ।

৬.১২.৭ ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল

উত্তম পুরুষ (একবচন)

উপভাষার রূপ প্রমিত ভাষার রূপ

মুঁই (আমি) করত্তে থাকিম (−ত্তে , −ইম) আমি করতে থাকব ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা (আমরা) কত্তে থাকমো (−ত্তে , −মো) আমর করতে থাকব ।

মধ্যম পুরষ (একবচন)

তোঁমরা (তুমি) কত্তে থাকমেন/থাকপেন (-ত্তে , −মেন/−পেন) তুমি করতে থাকবে

তুঁই (তুই) কত্তে থাকপু (−ত্তে ,−পু) তুই করতে থাকবি ।

প্রথম পুরুষ (একবচন)

অঁয় (ও/সে) কত্তে থাকপে (−ত্তে ,−পে) ও/সে করতে থাকবে ।

তাঁয়/ওঁরা (তিনি/ ওনারা) কত্তে থাকপে (−ত্তে, −পে) তিনি/ উনি করতে থাকবেন।

৬.১২.৮ বিভক্তি পর্যালোচনা : কালসূচক ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের (একবচন) '− অং ' এবং ঘটমান বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের (বহুবচন) '-ওচোং ' বিভক্তিগুলি বোড়ো তথা রাজবংশী প্রভাবজাত। অন্য বিভক্তিগুলি সম্পর্কে পরবর্তী ধাতু রূপের আলোচনায় দেখানো হবে। দেখা যাচ্ছে কালসূচক সাধিত ক্রিয়াপদে '−অং ' (বর্তমান কাল), '−ওচোং ' (ঘটমান বর্তমান) রাজবংশী প্রভাবজাত ক্রিয়াবিভক্তি যা এখনো বিদ্যমান বিদ্যমান।

সর্বনামবাচক উত্তম পুরুষের একবচনের সহিত 'কর' ধাতুর ক্রিয়া বা কারকপ্রকরণে উপরিস্তর−প্রভাব (Super-stratum Influence) -এর কারণে রাজবংশী ভাষা যেমন সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করেছে, তেমনি ভাষায় সংকেত− মিশ্রণও ঘটেছে। যেমন−" মুঁই করং"−এখানে 'মুঁই' রাজবংশী রূপমূলটি বাক্যে সংকেত পরিবর্তন করে বাংলা 'কর' ধাতু গ্রহণ করেছে। তেমনি বাক্যে উত্তম পুরুষের এক বচনে বিভক্তিযুক্ত

'করং' ক্রিয়াপদে 'কর্' (বাংলা ধাতু) + '−অং' বিভক্তি (রাজবংশী) −এই সংকেত−মিশ্রণ (Code mixing) ঘটেছে।

৬.১৩ মিঠাপুকুরের ভাষায় বিভক্তি স্থানান্তর : মিঠাপুকুরের উপভাষা ক্রিয়াপদে '−অং', −ওচোং' −এই রাজবংশী বিভক্তিগুলি থেকে সরে এসে সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে বাংলা ভাষার বিভক্তি গ্রহণ করেছে। মিঠাপুকুরের উপভাষায় এমন একটি ক্রিয়াবাচক পদ 'উট্ক্যাঁ '/uṯkæ̃ / (খোঁজ করা) ।

৬.১৩.১ 'উট্ক্যাঁ ' /$ut^hkæ$/ ক্রিয়া ধাতুর বিভিন্ন রূপ :

৬.১৩.২ বর্তমান কাল

সাধারণ বর্তমান কাল

উত্তম পুরুষ (একবচন) প্রমিত ভাষার রূপ

মুঁই উট্ক্যাঁও (−ও) আমি খুঁজি ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা উট্ক্যাঁই (−ই) আমরা খুঁজি ।

মধ্যম পুরুষ (একবচন)

তোঁমরা উট্ক্যাঁন (−ন) তুমি/আপনি খোঁজ/ খোঁজেন ।

তুঁই উট্ক্যাঁইশ (−ইস) তুই খুঁজিস ।

প্রথম পুরুষ (একবচন)

অঁয় উট্ক্যাঁয় (−য়) সে খোঁজে ।

ওঁমরা উট্ক্যাঁয় (−য়) উনি খোঁজেন ।

তাঁয় উট্ক্যাঁয় (−য়) তিনি খোঁজেন ।

প্রথম পুরুষ (বহুবচন)

তাঁমরা উট্ক্যাঁয় তারা খোঁজে ।

ওঁরা উট্ক্যাঁয় (−য়) ওরা খোঁজে ।

৬.১৩.৩ ঘটমান বর্তমান কাল

উত্তম পুরুষ (একবচন)

মুঁই উট্ক্যাঁওচো (−ওচো) আমি খুঁজছি ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা উট্ক্যাঁওচি/উটক্যাঁইতোচি (−ওচি/−ইতোচি আমরা খুঁজছি ।

মধ্যমপুরুষ (একবচন)

তোঁমরা উট্ক্যাঁওচেন/

উট্ক্যাঁইতোচেন (-ওচেন/−ইতোচেন) তুমি/আপনি খুজছো /খুঁজছেন।

মধ্যম পুরুষ (বহুবচন)

তোঁমরা উট্ক্যাঁওচেন (−ওচেন) তোমরা খুঁজছো ।

প্রথম পুরুষ (একবচন)

অঁয় উট্ক্যাঁইতোচে (−ইতোচে) সে খুঁজছে ।

তাঁয় উট্ক্যাঁইতেচো (−ইতোচে) তিনি খুঁজছেন ।

৬.১৩.৪ পুরাঘটিত বর্তমান

উত্তম পুরুষ (একবচন)

মুঁই উট্ক্যাঁইচো আমি খুঁজেছি ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা উট্ক্যাঁইচি(−ইচি) আমরা খুঁজেছি।

মধ্যম পুরুষ (একবচন)

তোঁমরা উট্ক্যাঁইচেন (−ইচেন) তুমি/আপনি খুঁজেছেন ।

তুঁই উট্ক্যাঁওচিশ (−ওচিশ) তুই খুঁজেছিস ।

মধ্যম পুরুষ (বহুবচন)

তোঁমরা উটক্যাঁইচেন (−ইচেন) তোমরা খুঁজেছেন ।

প্রথম পুরুষ (একবচন)

অঁয় উট্ক্যাঁইচে (−ইচে) সে খূঁজেছে

তাঁয় উট্ক্যাঁইচে (−চি) তিনি খুঁজেছেন।

প্রথম পুরুষ (বহুবচন)

তাঁমরা উট্ক্যাঁইচে (−ইচে) তারা/তাঁরা খুঁজেছে/খুঁজেছেন।

ওঁরা উট্ক্যাঁইচে (−ইচে) ওরা /ওনারা খুঁজেছে / খুঁজেছেন ।

৬.১৩.৫ অতীত কাল

৬.১৩.৬ সাধারণ অতীত কাল

উত্তম পুরুষ (একবচন)

মুঁই উট্ক্যাঁনু (−নু) আমি খুঁজলাম ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা উট্‌ক্যাঁইনো (−ইনো) আমরা খুঁজলাম ।

মধ্যম পুরুষ (একবচন)

তোঁমরা উট্‌ক্যাইনেন (−ইনেন) তুমি/ আপনি খুঁজলে / খুঁজলেন ।

তুঁই উট্‌ক্যাঁলু (−লু) তুই খুঁজলি ।

মধ্যম পুরুষ (বহুবচন)

তোঁমরা উট্‌ক্যাঁইনেন (−ইনেন) তোমরা খুঁজলেন ।

প্রথম পুরুষ (একবচন)

অঁয় / তাঁয় উট্‌ক্যাইলো (−ইলো) সে/তিনি খুঁজলো /খুঁজলেন ।

প্রথম পুরুষ (বহুবচন)

তাঁমরা / ওঁরা উট্‌ক্যাঁইলো (−ইলো) তারা /ওরা খুঁজলো

ওঁমরা উট্‌ক্যাইলো (−ইলো) ওনারা খুঁজলে

৬.১৩.৭ ঘটমান অতীত কাল

উত্তম পুরুষ (একবচন)

মুঁই উট্‌ক্যাঁচিনু (−চিনু) আমি খুঁজছিলাম ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা উট্‌ক্যাঁচিনো (−চিনো) আমরা খুঁজছিলাম ।

মধ্যম পুরুষ (একবচন)

তোঁমরা   উট্ক্যাঁছিলেন (−ছিলেন)   তুমি খুঁজছিলে ।

তুই   উট্ক্যাঁছিলু   (−ছিলু)   তুই খুঁজছিলি ।

প্রথম পুরুষ (একবচন)

অঁয়   উট্ক্যাঁচ্চিলো   (−চ্চিলো)   সে খুঁজছিল ।

তাঁয়   উট্ক্যাঁচ্চিলো   (−চ্চিলো)   তিনি খুঁজছিলেন ।

প্রথম পুরুষ (বহুবচন)

ওঁমরা   উট্ক্যাঁচ্চিলো (-চ্চিলো)   ওরা/ওনারা   খুঁজছিল/খুঁজছিলেন ।

তাঁমরা   উট্ক্যাঁচ্চিলো (−চ্চিলো)   তারা /তাঁরা   খুজছিল/ খুঁজছিলেন।

৬.১৩.৮ ভবিষ্যৎ কাল

৬.১৩.৯সাধারণ ভবিষ্যৎ

উত্তম পুরুষ (একবচন)

মুঁই   উট্ক্যাইম   (−ইম্)   আমি খুঁজব ।

উত্তম পুরুষ (বহুবচন)

হামরা   উট্ক্যামো (−মো)   আমরা   খুঁজব ।

মধ্যম পুরুষ (একবচন)

তোঁমরা   উটক্যাইমেন (−ইমেন)   তুমি খুঁজবে ।

তুঁই   উট্ক্যাবু (−বু)   তুই খুঁজবি ।

মধ্যম পুরুষ (বহুবচন)

তোঁমরা উট্ক্যাইমেন (−ইমেন) তোমরা খুঁজবে ।

প্রথম পুরুষ (একবচন)

অঁয় উট্ক্যাইবে (−ইবে) সে খুঁজবে ।

তাঁয় উটক্যাঁইবে (−ইবে) তিনি খুঁজবেন ।

ওঁমরা উট্ক্যাঁইবে (−ইবে) উনি খুঁজবেন ।

প্রথম পুরুষ (বহুবচন)

তাঁমরা উট্ক্যাইবে (−ইবে) তারা/তাঁরা খুঁজবে/ খুঁজবেন ।

ওঁমরা উট্ক্যাঁইবে (−ইবে) ওনারা খুঁজবেন ।

মিঠাপুকুরের উপভাষায় উত্তম পুরুষের একবচনে '−অং' কে সরিয়ে তথা সংকেত পরিবর্তন (Code switching) করে বাংলার ''−ও" বিভক্তি গ্রহণ করেছে। "ভবিষ্যৎ কালের মধ্যম পুরুষের (বহুবচনে) '-মেন্' (করমেন) , অতীত কালের উত্তম পুরুষের (একবচনে) '−নু ' বিভক্তি যথাক্রমে ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় বহুবচনে '−মেন ' এবং বরেন্দ্রী উপভাষার অতীত কালের উত্তম পুরুষের একবচনে '−নু' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়" (মজুমদার, ২০০৮)। অন্যদিকে মিঠাপুকুরের উপভাষায় ভবিষ্যৎ কালের একবচনে '−ইম ' এবং বহুবচনে '− মো' বিভক্তির প্রয়োগ রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে '−ও , '−ল্লেন ' । অন্যদিকে " অন্ত্য মধ্যবাঙলায় ভবিষ্যৎ কালে '−ইঁমু ', '−ইমো ' ; বর্তমান কালে '−ইলেন' . অতীত কালে '−নু' −এর প্রয়োগ দেখা যায় " (মজুমদার , ২০০৮) । এ থেকে অনুমান করা সহজ মিঠাপুকুরের '−ইম', '−মো ' প্রভৃতি অন্ত্য মধ্যবাঙলার সমকালীন । অন্য বিভক্তির ক্ষেত্রে যেমন − প্রমিত ভাষায় ' করতে থাকবে '. মিঠাপুকুরের ভাষায় 'কত্তে থাকপে '−এখানে 'বে' ও 'পে' বিভক্তি একই বর্গ তথা প−বর্গের অর্ন্তগত। দেখা যাচ্ছে মিঠাপুকুরের উপভাষার কালসূচক ক্রিয়াপদের বিভিন্ন বিভক্তিগুলির মধ্যে '−অং' ও '−ওচোং ' ছাড়া অন্য বিভক্তিগুলি বাংলা ভাষার রূপবৈচিত্র্যে আঞ্চলিক তদ্ভব রূপ মাত্র । তবে '−অং' ও '−ওচোং' রাজবংশীজাত বিভক্তি ।

৬.১৪ মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষায় রূপমূলের দ্বিরুক্তি :

৬.১৪.১ শব্দের দ্বিরুক্তি (একই শব্দ দুইবার) :

সারণি ১১.১ : শব্দের দ্বিরুক্তি

উপভাষার রূপ	আ.ধ.ব (IPA)	প্রমিত ভাষার রূপ
বকর বকর	/bɔkɔr/	বক বক
পালায় পালায়	/palã palã/	রাশি রাশি
যাঁও যাঁও	/jão̯ jão̯/	যাব যাব
কাঁয় কাঁয়	/kã kã /	কে কে
পালায় পালায়	/palã palã /	রাশি রাশি
হাতত হাতত	/hat̪ot̪ hat̪ot̪/	হাতে হাতে
তামার তামার	/t̪amar t̪amar/	তার তার
পাতত পাতত	/pat̪ot̪ pat̪ot̪/	পাতে পাতে
যামার যামার	/ɟamar ɟamar/	যার যার
কংকং	/kɔŋkɔŋ /	বলব বলব
খ্যাচাং খ্যাচাং	/kʰæcæŋ kʰæcæŋ/	রুক্ষ কথা

৬.১৪.২ সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ :

সারণি ১১.২ : সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ

গাইল টাইল	/gai̯l tai̯l /	গালি টালি

হাটিহুটি	/hatihuti/	হেঁটে হেঁটে
ঘরত টরত	/gʰɔro̪t t̪ɔro̪t/	ঘরে ঘরে
এ্যালটোং ভ্যালটোং	/æltoŋ bʰælto/	উল্টাপাল্টা

৬.১৪.৩ বিপরীত শব্দযোগে দ্বিরুক্তি :

সারণি ১১.৩ : বিপরীত শব্দযোগে

য্যাটে শ্যাটে	/jæte ʃæte/	যেখানে সেখানে
আইশ্যা যাওয়া	/ai̯ʃæ ɟaõa /	আসা যাওয়া
উটিবশি	/utiboʃi/	উঠে বসে
এ্যালটোং ভ্যালটোং	/æltoŋ bʰæltoŋ/	উল্টাপাল্টা

৬.১৪.৪ দ্বিরুক্তি শব্দ (আংশিক পরিবর্তন) :

সারণি ১১.৩ : আংশিক পরিবর্তন

ভুঁইটুই	/bʰũi̯tui̯ /	জমি জমা
নেকিটেকি	/nekiteki/	লেখা লেখি
গ্যাদগ্যাদা	/gæd̪gæd̪a/	খুব ভিজা
ট্যামট্যামা	/tæmtæa/	ভরা (পেট)
ধ্যালধ্যালা	/d̪ʰæld̪ʰæla/	নরম
ফাসুর-ফুসুর	/pʰaʃur-pₕuʃur/	নিম্ন স্বরে কথাবার্তা

ফক্‌ফকা	/pʰɔkpʰɔka /	শুভ্রোজ্জ্বল
উলুকভুলুক	/ulukbʰuluk/	উঁকি ঝুঁকি
দমদমা	/d̪ɔmd̪ɔma/	ভারী / ঘন
ত্যালত্যালা	/tæltæla/	নরম ।

মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার দ্বিরুক্ত রূপমূলগুলি বাংলা ভাষার নিয়ম অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ একই শব্দ বা রূপমূল দু'বার ব্যবহারে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করেছে। যেমন–'পালায় পালায় ধন–সম্পদ' অর্থ রাশি রাশি ধন–সম্পদ (দ্বিরুক্ত শব্দে আধিক্য বুঝায়)। তবে এখানে রূপমূলের দ্বিরুক্তি : 'কংকং' , 'এ্যালটোং ভ্যালটোং,' ' ধ্যালধ্যালা',' দমদমা' রাজবংশীজাত [(বর্মা , ২০১২]) । কিন্তু রাজবংশী দ্বিরুক্তি শব্দগুলিও অর্থ প্রকাশে বাংলা ভাষার নিয়ম অনুসরণ করেছে ।

৬.১৫ কারক ও বিভক্তি

৬.১৫.১ কর্তৃকারক

শূন্য বিভক্তি , এ /e/ , য় /e̯/, রা /ra / বিভক্তি

শূন্য বিভক্তি : গরু ঘাস খাওছে – গরু ঘাস খায় ।

এ–বিভক্তি : বাঘে মানুষক খায় – বাঘে মানুসকে খায় ।

য়–বিভক্তি : ওজায় (ওঝায়) মন্ত্র আওড়ায় – ওঝায় মন্ত্র পড়ে ।

রা–বিভক্তি ; হামরা বাড়ি যামো – আমরা বাড়ি যাব।

৬.১৫.২ কর্ম কারক

বিভক্তি : শূণ্য বিভক্তি , 'ক' /kɔ / বিভক্তি ।

বিভক্তি : দ্বিতীয়া হিসাবে ‘ক’ বিভক্তি ।

ক–বিভক্তি : যদুক ডাক –যদুকে ডাক ।

শূন্য বিভক্তি ; আগা কাটেক – সম্মুখ ভাগ কাট ।

৬.১৫.৩ করণ কারক

বিভক্তি : এ, / e/, ত /t̪ɔ / , দি /d̪i/ , দিয়া / d̪ĩa /

এ–বিভক্তি : জলে খ্যাতখ্যান ভরি গ্যাল্ – জলে ক্ষেত ভরে গেল ।

ত–বিভক্তি : নামত আছে, কামত নাই – নামে আছে কামে নাই ।

তে–বিভক্তি : পাটাতে পেশেক –পাথরে পিষতে থাক ।

দি–বিভক্তি : তোকদি এ কাম হইবে না – তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না ।

দিয়া –বিভক্তি : কোদ্যাইল দিয়া কাটেক – কোদাল দিয়া কাট্ ।

৬.১৫.৪ অপাদান কারক

বিভক্তি : হাতে / hat̪e/ , থাকি /t^haki /

হাতে–বিভক্তি : দ্যাওয়া হাতে ঝরি পড়োছে – আকাশ থেকে ঝড়ে পড়ছে ।

থাকি–বিভক্তি : গাছ থাকি পললো ফল – গাছ থেকে ফল পড়লো

৬.১৫.৫ অধিকরণ কারক

বিভক্তি : ত / t̪ɔ / , টে /te /

ত–বিভক্তি : গাছত চড়েক – গাছে ওঠো ॥

ত–বিভক্তি : ও পাড়া যা – ও পাড়ায় যাও।

টে–বিভক্তি ; তোট্‌টে ট্যাকা আছে ? – তোর কাছে টাকা আছে ?

কারক–প্রকরণে বিভক্তি পর্যালোচনা : উপর্যুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন কারকের বিভক্তিগুলির মধ্যে 'ত ' ও 'টে ' বাদে অন্যান্য বিভক্তিগুলি প্রমিত বাংলায় বিদ্যমান । চর্যাপদে করণে ও অধিকরণে 'ত' বিভক্তি বিদ্যমান। অন্যদিকে " 'চর্যায় প্রযুক্ত ৭মীর বিভক্তি অন্যত্র মেলে না; তুলনীয় ওড়িয়ায় –মে,মগহী –মে, মৈথিলী মেঁ, ভোজপুরী –মে, –পর কিন্তু অসমীয়া '–ত' "(মজুমদার, ২০০৮)। মাগধী প্রাকৃতে '–ত ' বিভক্তি নেই । অতএব একথা বলা চলে, '–ত ' বিভক্তি কামরূপী–রাজবংশীজাত প্রভাবের মধ্যি দিয়ে মিঠাপুকুরের উপভাষায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু বাংলার প্রভাবে রাজবংশীর '–ত' বিভক্তিও অনেক ক্ষেত্রে লোপ পায়। যেমন–'ও পাড়া যা' –বাক্যে 'পাড়া' শব্দটির অধিকরণের ৭মী রূপ 'পাড়াত'। কিন্তু বাংলার প্রভাবে '–ত' লোপ পেয়েছে এবং বাংলার নিয়মে উপরিস্তর–প্রভাব (Super-stratum Influence)-এর কারণে সংকেত পরিবর্তন করে 'পাড়া' রূপমূলটি অধিকরণের শূন্য বিভক্তি গ্রহণ করেছে। কিন্তু অধিকরণের 'টে' মিঠাপুকুরের উপভাষার নিজস্ব বিভক্তি। 'তোর অটে'(তোর ওখানে) স্বরলোপে তথা দ্রুত উচ্চারণে 'তোরটে'। 'অটে' আদিস্বরলোপে (অটে > টে) 'টে' হয়েছে এবং বিভক্তি হিসাবে যুক্ত হয়ে 'তোরটে' হয়েছে এবং 'টে' নতুন অর্থ 'কাছে' প্রকাশ করেছে।

দেখা যাচ্ছে ,বিভক্তিক্ষেত্রে মিঠাপুকুরের উপভাষায় প্রমিত বাংলার প্রাধান্য ।এ হিসাবে উপভাষা বেড়ো–রাজবংশী –জাত প্রভাব থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। অন্যদিকে " 'ক' বিভক্তি নিম্নলিখিত রূপে ব্যুপন্ন ঃ ক<কঅ<কৃত। বাঙ্গালা , আসামী, উড়িয়া সম্বন্ধ পদের 'ক' বিভক্তি হইতে সম্প্রদানের ও কর্মের বিভক্তি আগত,যথা–উড়িয়া 'কু', বাঙ্গালা 'কে' ,(প্রাদেশিক উত্তরবঙ্গে 'ক') আসামী 'ক' " (শহীদুল্লাহ , ১৯৯৯) । কিন্তু বাংলায় কর্মে '–ক' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু আসামী ও রাজবংশী ভাষায় কর্মে '–ক' বিভক্তি বিদ্যমান । অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, মিঠাপুকুরের ভাষায় এই '-ক' বিভক্তি রাজবংশী প্রভাবজাত। দেখা যাচ্ছে, মিঠাপুকুরের উপভাষায় '–ত', '–ক' বিভক্তিগুলি রাজবংশী ভাষাজাত। এ ব্যতীত অপর সকল বিভক্তিগুলি বাংলা থেকে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে। কেবল '–টে' বিভক্তি মিঠাপুকুরের নিজস্ব।

৬.১৬ মিঠাপুকুরের উপভাষার প্রত্যয় (বদ্ধরূপমূল) :

৬.১৬.১ কৃৎ প্রত্যয়

'অন' /ɔn /, 'আ' /a /, 'অ্যা' /,'অ্যালু'/ælu /

অন ; কান্দ্ + অন = কান্দন (কান্না)

আ :আন্দ্ + আ =আন্দা (রান্না)

অ্যা : দৌর + অ্যা = দৌর্যা (দৌড়ানো)

আলু : ডুব্ +অ্যালু = ডুব্যালু

এখানে 'অ্যালু' কৃৎ প্রত্যয়টি মিঠাপুকুরের নিজস্ব ।

৬.১৬.২ তদ্ধিত প্রত্যয়

' 'অই'/ɔi̯ /, 'ল্যা' /læ/, টে' / te /, 'ইয়া'/ iẽ̯a /, 'কি' / ki/,'ওন'/ on/, 'তি'/ t̪I /, 'ঈ' / i: /, 'উয়্যা'/ uẽ̯æ/, 'আই ' /ai̯ / , 'আন' /an /

অই : হাক +অই = হাকই (হাত পাখা)

টে : কোন + টে = কোনটে >কোটে (কোথায়)

ইয়া : নেলোচ +ইয়া = নেলচিয়া (লোভী)

ল্যা : এই +ল্যা = এইল্যা (এই গুলো)

কি : বছর + কি = বছরকি (প্রতি বছর)

ওন : ডোক্রা + ওন = ডোকরোন (উচ্চস্বরে চিৎকার)

তি : পান < পানা +তি = পানাতি (পানের ব্যবসাকারী)

ঈ : অম্পুর+ ঈ =অম্পুরী (রংপুরের অধিবাসী)

ইয়্যা : অংপুর +ইয়্যা =অঙপুরিয়্যা (রংপুরের অধিবাসী)

উয়্যা : হাল + উয়্যা = হালুয়্যা (হাল বয় যে)

আই : ভোদা +আই = ভোদাই (নির্বোধ)

আন : আন + দার = আনদার (অন্ধকার)

উপর্যুক্ত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি বাংলা ভাষায় বিদ্যমান । অতএব মিঠাপুকুরের ভাষার কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি বাংলা ভাষা থেকে মিঠাপুকুরের উপভাষায় প্রবেশ করেছে।

৬.১৭ মিঠাপুকুরের উপভাষায় ক্রিয়াপদ

৬.১৭.১ সংযোগমূলক ধাতু /ক্রিয়া : বিশেষ্য ,বিশেষণ বা ধনাত্মক অব্যয় +খা,যা, কর্,ধর্ মৌলিক ধাতু।

উশট্যা খা /uʃtæ kʰa/ (হোচট খাওয়া) =বি.+ক্রিয়া

নিন যা /nin ja/ (ঘুম যাওয়া) = বি.+ক্রিয়া

আটকি ধর্ /atki d̠ɔr/ (আটকিয়ে রাখা) = ক্রি.বি.+ক্রি.

খাবার ধর্ /kʰabar d̠ɔr/ (খেতে শুরু করা) = বি.+ক্রি.

একটে কর্ /ækte kɔr/ (একত্র করা) = ক্রি.বি + ক্রিয়া

না যা /na ja/ (না যাওয়া)= অ.+ ক্রি.

বকর বকর কর্ /bɔkɔr bɔkɔr kɔra/ (বক বক করা) = ধ্ব.অ +ক্রি.

৬.১৭.২ যৌগিক ক্রিয়া : অসমাপিকা ক্রি.+ ধাতু

উটি যা /uti ja/ (চলে যাওয়া অর্থে)

খায়া নে /kʰãa ne/ (খাওয়া)

ধরি ফ্যাল /d̠ɔri pʰæl/ (ধরা)

শ্যাশ কর / ʃæʃ ɔr/ (শেষ করা)

দ্যাখ যায়া /d̪ækʰjãa/ (গিয়ে দেখা)

৬.১৭.৩ অসমাপিকা ক্রিয়া :

ক্রিয়া গঠন : ক্রি. + (-ইলে, −ইয়্যা , −ইল্লে , ত্তে,) বিভক্ত + ক্রিয়া

করিয়্যা যা /kɔriæ ja/ [কর্ +ইয়্যা (বিভক্তি) + ক্রি.] = অঁয় কাজটা করিয়্যা যাউক ।

কইল্লে হোবে /kɔi̯ hobe/ [কর্ + ইল্লে (বিভক্তি) +ক্রি.] = কাজটা কইল্লে শোগ হোবে ।

কইত্তে চা kit̪e ca/ [কর্ + ইত্তে (বিভক্তি) +ক্রি.] = তাঁয় ওকনা কইত্তে চায়

গেইলে হওয়া / gaile hɔõa/ [যা +ইলে (বিভক্তি)+ ক্রি.] = গেইলে কাজ হবে ।

মিঠাপুকুরের উপভাষায় অনেক ক্রিয়াপদগুলিতে সংকেত মিশ্রণ (Code mixing) ঘটেছে। যেমন–‘ নিন’ (রাজবংশী রূপমূল) +‘ যা ’ বাংলা (রূপমূল) । অপর ক্রিয়াপদগুলি বাংলা ভাষা থেকে আগত এবং বাংলা ভাষার নিয়মে অর্থ প্রকাশ করেছে।

৬.১৮ ধ্বনি পরিবর্তনে রূপমূলে পরিবর্তন : মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষা ধ্বনি পরিবর্তনের (Phonemic change) মাধ্যমে বাংলা ভাষার রূপমূল গ্রহণ: মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষা বাংলা ভাষার রূপমূল গ্রহণ করেছে−−কখনো এক ব্যঞ্জন ধ্বনির অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনিতে পরিণত করে, কখনো এক ব্যঞ্জন ধ্বনির অন্য স্বরধ্বনিতে পরিণত করে কিংবা এক স্বরধ্বনির অন্য স্বরে পরিণত করে ।

৬.১৮.১ রূপমূলের ‘র’ ধ্বনিকে ‘অ’ ধ্বনিরূপে গ্রহণ : ‘শব্দের আদিতে ‘র ’ ধ্বনিকে ‘অ’ ধ্বনিতে পরিণত করে। যেমন − ’ রক্ত’ রূপমূলটির আদিস্বর ’র’ পরিবর্তিত হয়ে ’অ’-তে পরিণত হয়। ফলে ’রক্ত’ পরিণত হয় ’অক্ত’ রূপে।

সারণি ১৫.১ : রূপমূলের ‘র’ ধ্বনিকে ‘অ’ ধ্বনি রূপে গ্রহণ

চলিত ভাষার রূপ	উপভাষার রূপ	আ.ধ.ব (IPA)

রক্ত	অক্ত	/ɔkt̪o/
রাঙা	আঙা	/aŋa/
রঙ্	অঙ্	/ɔŋ̥ /
রোজা	ওথা	/oja/
রংপুর	অমপুর	/ɔmpur/
রাখাল	আকাল	/akal/
রাধুনি	আদুনি	/ad̪uni/
রান্না	আন্না	/anna/
ঋতু	ইতু	/it̪u /
ঋষি	ইশি	/iʃi /
রসুন	অসুন	/ɔʃun/
রসাল	অসাল	/ɔʃal/
রমজান	অম্জান	/ɔmjan /
রাম	আম	/am /
রোদ	ওই্দ	/ogi̯d̪/
রোগ	ওগ	/og̥ /
রাত	আইত্	/ai̯t̪/

Dhaka University Institutional Repository

রমনী	অমোনি	/ɔmoni/
রাগ	আগ	/ag /

৬.১৮.২ রূপমূলে ‘ল’ ধ্বনিকে ‘ন’ ধ্বনিরূপে গ্রহণ । যেমন– ’লেবু’–র ’ল’ ধ্বনি ’ন’–তে পরিণত করে ’লেবু’–কে ’নেবু’ রূপে গ্রহণ।

সারণি ১৫.২ : রূপমূলের ‘ল’ ধ্বনিকে ‘ন’ ধ্বনি রূপে গ্রহণ

চলিত ভাষার রূপ	উপভাষার রূপ	আ.ধ.ব (IPA)
লাউ	নাউ	/nau̯ /
লালশাখ	নালশাখ	/nal̯ʃak^{h}/
লাখটাকা	নাখটাকা	/nak^{h}taka/
লেচু	নেচু	/necu/
লেবু	নেবু	/nebu/
লাঙ্গল	নাঙ্গল	/naɳol /
লালমিয়াঁ	নালমিয়া	/nalmĩa /
লতিবপুর	নতিবপুর	/nat̪ibpur/
লতা	নতা	/nɔt̪a/

লাঠি	নাঠি	/nati /
লদু (ব্যক্তির নাম)	নদু	/nɔd̪u /
লাভ	নাভ	/nabʰ /
ল্যাম্প্	ন্যাম্পো	/næmpo/
লাচ্ছি	নাচ্চি	/nacci /
লাউশাখ	নাউশাক	/nau̯ʃakʰ/
লাভলি (ব্যক্তির নাম)	নাবলি	/nabli/
লাল	নাল	/nal /
লাঠিবিস্কুট	নাঠিবিস্কুট	/natibiskut/
লালু	নাল	/nalu /

৬.১৮.৩ মিঠাপুকুরের ভাষার রূপমূলে 'অ্যা ' ধ্বনিতে পরিণত করে বাংলা রূপমূল গ্রহণ : বলা হয়েছে " রাজবংশী ভাষায় 'অ্যা " একটি মূল ধ্বনি। আদিতে ও পদান্তে ব্যঞ্জনযুক্ত এই 'অ্যা'-ধ্বনির ব্যবহার আছে "বর্মা, ২০১২)।

' অ্যা ' ধ্বনিটি সম্পর্কে বলা হয়, " 'অ্যা ' ধ্বনিটি বাংলার একটি অভিনব ধ্বনি ; সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি ছিল না" (শ, ২০০৯) । ' অ্যা ' ধ্বনিটি শব্দের আদি ও মধ্য স্থানে বসে , অন্তে বসে না । শব্দের অন্তে যেখানে ' অ্যা ' বসে সেখানে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় । তখন ' অ্যা ' -এর উচ্চারণ ' আ '-তে পরিণত হয় । কিন্তু চলিত বাংলায় ব্যতিক্রম আছে। যেমন : 'জ্যা '-এর অর্থ ধনুকের ছিলা ।এর উচ্চারণে দ্বিত্ব নেই,আর 'অ্যা ' ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় । আদর্শ চলিত বাংলায় 'অ্যা ' ধ্বনির উচ্চারণ না থাকলেও মিঠাপুকুর উপজেলার

Dhaka University Institutional Repository

উপভাষার রূপমূলে প্রচুর 'অ্যা ' ধ্বনির উচ্চারণ বিদ্যমান। এখানে "অ্যা ' ধ্বনিটি দিত্ব সৃষ্টি না করে উচ্চারিত হয়। কিন্তু মিঠাপুকুরের ভাষায় 'অ্যা' শব্দের আদিতে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারিত হয় ।

৬.১৮.৪ শব্দের আদিতে 'এ' ধ্বনি 'অ্যা ' ধ্বনিরূপে গ্রহণ। যেমন – 'তেল' রূপমূলটি 'ত্যাল' রূপে গ্রহণ।

সারণি ১৫.৩ ক : রূপমূলের 'এ' ধ্বনিকে 'অ্যা' ধ্বনি রূপে গ্রহণ

প্রমিত ভাষার রূপ	উপভাষা রূপ	আ.ধ.ব (IPA)
তেল	ত্যাল	/t̪æl /
বেল	ব্যাল	/bæl /
কেশ	ক্যাশ	/kæʃ/
শেষ	শ্যাষ	/ʃæʃ /
দেশ	দ্যাশ	/d̪æʃ /
পেট	প্যাট	/pæt/
ক্ষেত	ক্ষ্যাত	/k^h æt̪/
বেত	ব্যাত	/bæt̪/

৬.১৮.৫ রূপমূলের অন্ত্য 'অ্যা' রূপে উচ্চারণ । মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষায় রূপমূলের অন্ত্যস্বর 'এ'.'ও' 'ই ' 'আ ', 'অ' ধ্বনি গুলো → ' অ্যা ' ধ্বনিতে পরিণত করে বাংলা রূপমূল গ্রহণ করেছে।

সারণি ১৫.৩ খ : রূপমূলের 'এ', 'ও', 'ই, 'আ, 'অ, ধ্বনিকে 'অ্যা' ধ্বনি রূপে গ্রহণ ।

চলিত ভাষার রূপ	উপভাষার রূপ	আ.ধ.ব (IPA)
খুঁটি	খুট্যা	/k^h utæ/
সজনে	সজ্ন্যা	/ʃɔjnæ/

কুমড়া	কুমার‍্যা	/kumræ/
ঝিঙ্গা	ঝিঙ্গ্যা	/ɟʰiŋæ/
মুলা	মুল্যা	/mulæ/
চুলা	চুল্যা	/culæ/
গুলো	গুল্যা	/gulæ/
করলা	কইল্ল্যা	/koi̯llæ/
শিম	ছিম্যা	/cʰimæ/
পেঁপে	পাঁপিয়্যা	/pãpĩæ/
লজ্জা	নজ্জ্যা	/nɔɟɟæ/
শিকে	শিকিয়্যা	/ʃikĩæ/

৬.১৯. ‘স’ ও ‘’ –যুক্ত রূপমূল ‘শ’-যুক্ত রূপমূলে পরিণত।

মিঠাপুকুরের ভাষার রূপমূলে ‘ষ’, ‘স’ → ‘শ’ –তে পরিবর্তিত হয়

যেমন – আষার > আশার । সকাল > শকাল ।

৬.১৯.১ ‘ড়’ , ‘ঢ়’ → ‘র’ ধ্বনিতে পরবির্তিত।

যেমন – শাড়ি> শারি ; আষাঢ় > আশার। এখানে বলা দরকার ‘ তিব্বতি–বর্মী ভাষার প্রভাব বাঙ্গালার পূর্ব অঞ্চলের উপভাষার উপভাষার উপর কিছু পরিমাণে দৃষ্ট হয় । পূর্ববঙ্গে যে ‘ঘ’, ‘দ’ , ‘ভ’ , ‘ড়’ , ‘ঢ়’ বর্ণগুলি ‘গ’ , ‘দ’ , ‘ব, ‘র’ রূপে উচ্চারিত হয়, তাহা এই প্রভাবের ফলে ’ (শহীদুল্লাহ, ১৯৯৯)।

৬.২০ সংগৃহীত রূপমূলের শতকরা হিসাব । মিঠাপুকুরের উপভাষায় বিভিন্ন ধরনের মোট ৬৪০টি রূপমূল সংগৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে তদ্ভব রূপমূল সর্বাপেক্ষা বেশি। নিম্নে রূপমূল সংখ্যা ও শতকরা হিসাব পাশাপাশি প্রদান করা হলো

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ১৬ : সংগৃহীত রূপমূল সংখ্যা ও শতকরা হিসাব :

রূপমূলের উৎস	রূপমূল সংখ্যা	শতকরা হিসাব
তদ্ভব রূপমূল	১৭৪	২৭.১৮%
তৎসম রূপমূল	১০২	১৫.৯৩%
আরবি রূপমূল	৮৮	১৩.৭৫%
ফার্সি রূপমূল	৬০	৯.৩৭%
রাজবংশী রূপমূল	৬৭	১০.৪৬%
মিঠাপুকুরের নিজস্ব রূপমূল	১৯	২.৯৬%
পোর্তুগিজ রূপমূল	১৪	২.১৮%
মুণ্ডারী রূপমূল	৩	০.৪৬%
সাঁতালী রূপমূল	১	০.১৫%
তামিল রূপমূল	২	০.৩০%
মালয় রূপমূল	১	০.১৫%
গ্রিক রূপমূল	১	০.১৫৫
তুর্কি রূপমূল	৬	০.৯৩%
বর্মি রূপমূল	১	০.১৫%
হিন্দি রূপমূল	২৭	৪.২১%

ইংরেজি	৪০	৬.২৫%
ওলান্দাজ রূপমূল	৫	০.৫৮%
চিনা রূপমূল	৩	০.৪৫৫
ঁজাপানি	১	০.১৫%
প্রাকৃত	১	০.১৫৫
বাংলা রূপমূল (দেশি)	১১	১.৭১%
যৌগিক রূপমূল (তৎ.+তদ.)	২	০.৩০%
যৌগিক রূপমূল (তদ.+তৎ.)	১	০.১৫৫
যৌগিক রূপমূল (তৎ+ফা.)	৩	০.৪৫%
যৌগিক রূপমূল (হি.+তৎ.)	১	০.১৫৫
যৌগিক রূপমূল (হি.+ফা.)	১	০.১৫%
যৌগিক রূপমূল (আ.+ফা.)	১	০.১৫%
যৌগিক রূপমূল (তদ.+পো.)	২	০.৩০%
যৌগিক রূপমূল (তা.+তদ.)	২	০.৩০%
সর্বমোট	৬৪০	

Dhaka University Institutional Repository

উপাত্ত ফল বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, মিঠাপুকুরের উপভাষার অনেক রূপমূল চিনা–তিব্বতীয় শাখার প্রত্ন–বোড়ো প্রশাখা রাজবংশী ভাষা থেকে আগত। অন্যদিকে মিঠাপুকুরের ভাষায় রাজবংশীজাত অনেক শব্দ বা রূপমূল হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে মিঠাপুকুরের উপভাষার রাজবংশীজাত পুরাতন শব্দগুলি অপসৃত হয়ে যাচ্ছে, সে স্থানে নতুন শব্দ তথা প্রমিত বাংলার শব্দ এসে যাচ্ছে। কামরূপী প্রাকৃতর সঙ্গে প্রত্ন –বোড়ো ভাষার মিশ্রণে যে রাজবংশী ভাষার ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে–সেই ক্রিয়াপদে '– অং' –এই বোড়ো প্রত্যয় আজও মিঠাপুকুরের ভাষায় উত্তম পুরুষের একবচনের কালসূচক ক্রিয়াপদে বিদ্যমান। মিঠাপুকুরের উপভাষায় এখনো 'ঘর' ও 'গিল্যা' বদ্ধরূপমূলগুলি সহরূপমূল হিসাবে বিদ্যমান। নির্দেশক হিসাবে 'খ্যান' ও 'ঘর' রাজবংশীজাত , যা এখনো উপভাষায় বিদ্যমান। বৈয়াকরণিক পদ হিসাবে 'আগৎ', 'পাছোৎ' , 'বগলোৎ' , 'হ্যান' অনুসর্গগুলিরাজবংশীজাত, যা এখনো মিঠাপুকুরের উপভাষায় ব্যবহৃত। সর্বনামবাচক রূপমূলঃ 'মুঁই' (একবচন) , 'হামারঘর' (বহুবচন) , কালবাচক সর্বনাম : 'এ্যালায়', 'এ্যালা' রাজবংশীজাত । অন্যদিকে মিঠাপুকুর উপজেলার উপভাষার অধিকাংশ ক্রিয়াপদ বোড়ো ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে এবং অধিকাংশ অনুসর্গ ,প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি বদ্ধরূপমূলগুলি বাংলা ভাষা থেকে গ্রহণ করেছে। ক্রিয়ার কালসূচক বিভক্তির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত রূপমূল হিসাবে অধিকাংশ ক্রিয়াপদ বাংলা ভাষার বিভক্তি গ্রহণ করেছে। 'মুঁই', ' হামারঘর' কিছু রূপমূল ব্যতিত আর সব সর্বনামবাচক রূপমূলগুলি বাংলার ভাষার আঞ্চলিক তদ্ভব রূপ । সম্বন্ধ পদ হিসাবে রাজবংশীজাত 'রই' ও 'বাহে' বুলি (Register) মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত, তবে এর ব্যবহার কমে আসছে । দ্বিরুক্ত রূপমূলের ক্ষেত্রে শুধু 'এ্যালটোং ভ্যালটোং', 'ধ্যালধ্যালা', 'কংকং' মিঠাপুকুরের উপভাষায় রাজবংশীজাত শব্দ, বাকি শব্দগুলি বাংলা ভাষা থেকে প্রবেশ করেছে। মিঠাপুকুরের উপভাষায় কারকের ক্ষেত্রে অধিকরণে '–ত' ও কর্মে '–ক' বিভক্তি রাজবংশী ভাষার চিহ্ন করছে। কারক–প্রকরণে এই দৃটি বিভক্তি ব্যতীত আর সব বিভক্তি বাংলা ভাষা থেকে মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করেছে। এইভাবে কালের বিবর্তনে বাংলা ভাষা ক্রমান্বয়ে মিঠাপুকুরের উপভাষায় রাজবংশী ভাষাকে সরিয়ে তার স্থান দখল করেছে।

ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি দুটি ভাষার শব্দমূলের ৬৬% সাদৃশ্য থাকে, তবে ভাষা দু'টি এক হাজার বছর পূর্বে পৃথক হয়ে থাকবে, আর এ সাদৃশ্য যদি ৪৪% হয়, তবে তারা দু' হাজার বছর পূর্বে পৃথক হয়ে থাকবে : " If a 66 percent of the basic morpheme stock seems to be cognate in two languages , we may assume that they have been separate for 1000 years . If 44 percent is cognate 2000 years is the most probable period of separation ." (H.A

Gleason, 1983) । কিন্তু ভাষা পৃথিকীকরণ হওয়ার (Language Difference) চেয়ে মিঠাপুকুরের ভাষায় ভাষা সরণ (Language-Shift) আরও দ্রুত ঘটেছে। বোড়ো ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণ প্রসঙ্গে ODBL–এর বক্তব্য হচ্ছে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের ভাষা তিব্বতি–বার্মন ভাষার সংস্পর্শে আসে.. তবে উত্তর–পূর্ব বাঙলা ভাষা বোড়ো গ্রুপের ভাষার সঙ্গে মিশে যায় : " In the north and the east Bengali comes in touch with a number of speeches which are numbers of six different groups of the Tibeto-Bummon branch of the Tibet-chines family. . . . To the north -east and east Bengali meets dialects of the Boro group …" (chatterji , 2011)। এ হিসাবে খৃ.পূ. ২য় শতকে কামরূপ অঞ্চলে আর্যীকরণের সূচনা হয় । অন্যদিকে প্রথম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে কামরূপী প্রাকৃতের সঙ্গে বোড়ো ভাষার সহাবস্থান এবং মিশ্রণের ফলে প্রত্ন–রাজবংশী ভাষার উদ্ভব হয় (বর্মা, ২০১২) । তবে 'চর্যাপদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ' –এ অনেক রাজবংশী শব্দ থাকায় অনুমান করা যায় – বাংলা অপভ্রংশ গঠনকালে রাজবংশী ভাষার উদ্ভব ঘটে । অন্যদিকে খৃষ্টীয় ৭ম–৮ম শতকে রাজবংশী ভাষার উপর বাংলা ভাষার জোর প্রভাব পড়ার সূচনা হয়। কারণ সপ্তম শতকে চিনা পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন ভ্রমণের পর কামরূপের ভাষা প্রসঙ্গে বলেন যে, বগুড়া–রঙপুর–কামরূপ অঞ্চলের ভাষা মধ্যভারতের ভাষা থেকে অপৃথক : '.... It differed 'a little' from that of MID-India. ....They were mostly Brahmanistic ...." (Chatterji , 2011) অর্থাৎ কামরূপ অঞ্চলের ভাষা মধ্যভারতের ভাষা থেকে একটু পৃথক হলেও সপ্তম শতকেই অনেক স্থানে উত্তরবঙ্গের ভাষা আর্যমূল সর্বস্ব হয়ে পড়ে। এ হিসাবে প্রায় দেড় হাজারের বছর ধরে রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে রাজবংশী ভাষার উপর বাংলা ভাষার প্রভাব বা আধিপত্য বিরাজ করে। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান থেকে শুধু বাংলা রূপমূল : তদ.+তৎ.+বা.+মু.+প্রা.+সাঁ., এবং এই রূপমূল সংখ্যা ২৯২। অন্যদিকে রাজবংশী এবং রাজবংশীজাত মিঠাপুকুরের শব্দ মিলে মোট সংখ্যা ৮৬ । এই হিসাবে রাজবংশী ভাষার শব্দ সংখ্যা বাংলা রূপমূলের শতকরা ২১.৫৪ । প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষার প্রভাবে রাজবংশী ভাষার ভাষা সরণ (Language shift) ঘটে।

প্রথমটা ৭ম থেকে ১২ শ' শতক পর্যন্ত, ফলে মিঠাপুকুরের উপভাষায় মূল ভাষার তুলনায় রাজবংশী রূপমূল ২১.৫৪% হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ১২ শ' থেকে ২১ শতকের প্রথম পাদে এসে মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষায় দেশি বিদেশিসহ মোট রূপমূলের তুলনায় রাজবংশী ভাষার রূপমূল দেখা দেয় ১০.৪৬%। কারণ ত্রয়োদশ শতক

থেকে মিঠাপুকুরের ভাষায় বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। অর্থাৎ“ বাঙ্গালা শব্দাবলীতে বহু বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করে”(শহীদুল্লা, ১৯৯৯)। অর্থাৎ রাজনৈতিক, আর্থিক ,সাংস্কৃতিক কারণে মিঠাপুকুর উপজেলায় পূর্বে প্রচলিত রাজবংশী ভাষার সরণ (Language Shift) ঘটে। যদিও বাংলা ভাষা বর্তমানে মিঠাপুকুর উপজেলায় মূল রাজবংশী ভাষাকে সরিয়ে তার স্থান দখল করেছে, তবুও রাজবংশী ভাষার কিছু কিছু চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে পুরাতন ভাষার দ্রুত ভাষা সরণ (Language Shift) ঘটেছে। ফলে মিঠাপুকুরের উপভাষায় দ্রুত উপরিস্তর-প্রভাব (Superstratum Influence) দেখা দিয়েছে। নিম্নে মিঠাপুকুরের উপভাষায় কালান্তরে বাংলা ভাষার প্রভাবে রাজবংশী ভাষার রূপমূলের উপরিস্তর–প্রভাব (Super- stratum Influence) জনিত কারণে পরিসংখ্যানগত ভাষা সরণ (Language Shift) দেখানো হয়েছে।

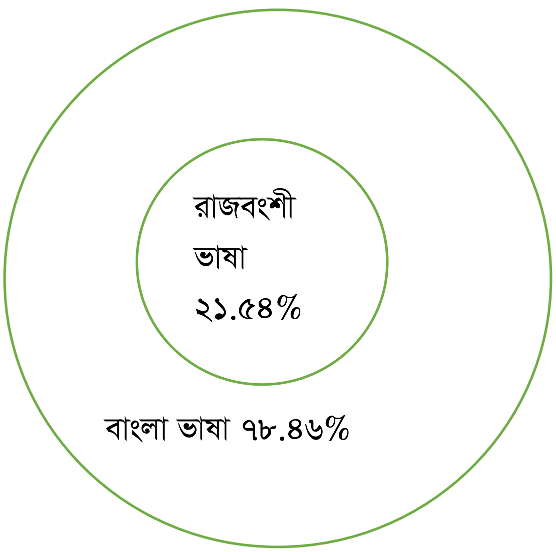

চিত্র : ক. বাংলা প্রভাবিত রাজবংশী ভাষার রূপমূলগত অবস্থান।
(মোটমুটি : ৭০০–১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)।

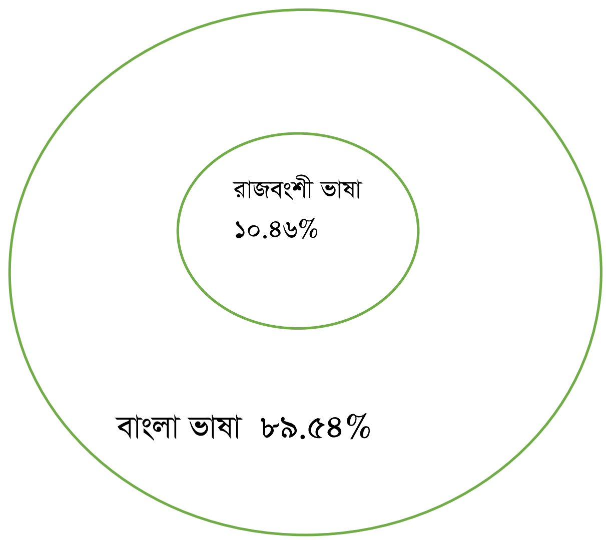

চিত্র :খ.বাংলা এবং বিদেশি ভাষা প্রভাবিত রাজবংশী ভাষার রূপমূলগত অবস্থান।
(১২০০–২০২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)।

খৃষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে কামরূপী প্রাকৃতের সঙ্গে বোড়ো ভাষার সহাবস্থানে এবং মিশ্রণে রাজবংশী ভাষার উদ্ভব। অন্যদিকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা ২য় শতকে কামরূপ অঞ্চলের কিছু জায়গায় আর্যীকরণের সূচনা হয়। পরে এই প্রভাব ধীরে ধীরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এবং কোথাও কোথাও এই আর্যকরণ ৭ম শতকে পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয়। ফলে সে সকল অঞ্চলে ভাংলা ভাষার আধিপত্যে রাজবংশী ভাষা যেমন সংকেত পরিবর্তন (Code Switching) করতে থাকে, তেমনি রাজবংশী ভাষায় অধিক হারে সংকেত–মিশ্রণ (Code Mixing) ঘটতে থাকে। ফলে রাজবংশী ভাষা ক্রমান্বয়ে অপরাপর অঞ্চলের মত মিঠাপুকুর অঞ্চলেও অপসৃত হতে থাকে। চর্যাপদে রাজবংশী ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৭ম শতক (শহীদুল্লাহর মতে চর্যার রচনাকাল) থেকেই বাংলা ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হতে দেখা যায়। 'চর্যাপদ' রচনার পূর্বকালকে অপভ্রংশের যুগ বলে ধরা হয়। অনুমান করা যায়, বাংলা ভাষার অপভ্রংশের যুগ থেকে খৃষ্টীয় ১২ শতক (বাংলায় বিদেশি শাসনের পূর্বে) পর্যন্ত বাংলা ভাষার আধিপত্যে রাজবংশী ভাষার স্থানচ্যুতি ঘটে। মোটামুটি সাত শত বছর ধরে প্রাচীন পুণ্ড্র এবং রংপুরের দক্ষিণ ভাগে (প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চল) বাংলা ভাষা পুরোমাত্রায় আধিপত্য বিস্তার করে রাজবংশী ভাষাকে সরিয়ে তার স্থান দখল করে। ফলে মিঠাপুকুরের অঞ্চলের ভাষায় বর্তমানে প্রায় ২১.৫৪% রাজবংশী রূপমূল দেখা যায়। ক–চিত্রে, মোটামুটি ৭০০–১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজবংশী ভাষার এই স্থানচ্যুতি দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক (বাংলায় বিদেশি শাসনের সূচনা) থেকে একুশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত তথা আট শত বছর ধরে বহু বিদেশি রূপমূল বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে কৃতঋণ হিসাবে প্রবেশলাভ করে। এবং এই সময়ে বাংলার আধিপত্যে রাজবংশী ভাষার আরও স্থানচ্যুতি ঘটতে থাকে। ফলে মিঠাপুকুর অঞ্চলের ভাষায় বর্তমানে ১০.৫৪% রাজবংশী রূপমূল অবশিষ্ট্য থাকে। খ–চিত্রে, ১২০০– ২০২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষায় রাজবংশী ভাষার এই স্থানচ্যুতি দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে " সিলেটে প্রচলিত অহমিয়া ভাষা কালক্রমে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের সঙ্গে ভাষাগত প্রভাবের ফলে বাংলা অসমিয়ার স্থান দখল করে" (মোরশেদ, ১৯৮৫)। তবে সিলেটের ক্ষেত্রে এই উপরিস্তর– প্রভাব (Super-stratum Influence)-এর ঘটনা মাত্র দু'–চার শ' বছরের ঘটনা। অন্যদিকে বাংলা ভাষার প্রভাবের রাজবংশী ভাষার স্থানচ্যুতি তথা ভাষা সরণের (Language Shift) ঘটনা একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে, যা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ঘটতে থাকে। ফলে বাংলা ভাষা মিঠাপুকুরের ভাষার চিনা–তিব্বতের শাখা প্রত্ন–বোড়ো ভাষার প্রশাখা রাজবংশী ভাষার রূপমূলকে সরিয়ে তার স্থান দখল করেছে। এই কারণে অবশেষে গ্রিয়ারসন (১৯৮৮), সুনীতিকুমার (২০১১) প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকবৃন্দ বাংলদেশের উত্তর বঙ্গের বর্তমান রংপুর বিভাগের (বৃহত্তর রংপুর

Dhaka University Institutional Repository

এবং দিনাজপুর জেলা) ভাষাকে বাংলার উপভাষা হিসাবে গণ্য করেছেন। এ হিসাবে বহুকালের ইতিহাসের চিহ্নকে ধারণ করে মিঠাপুকুরের ভাষা কামরূপী– প্রাকৃত, প্রত্ন– বোড়োজাত রাজবংশী, বাংলা এবং বাংলা শব্দ গঠনের নিয়ম ও পরবর্তীকালে প্রচুর আরবি–ফার্সি–ইংরেজি–পর্তুগিজ ইত্যাদি শব্দ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যময় উপভাষায় পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপভাষা গবেষণায় রূপমূলের বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে উপরিস্তর–তত্ত্ব (Super-stratum Theory) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম বা সিলেটের উপভাষায় রূপমূলের বৈচিত্র্য দেখা গেলেও রংপুরের বৈচিত্র্যময় রূপমূল নিয়ে বর্তমান গবেষণাই প্রথম। এই গবেষণায় উপরিস্তর–তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে। একদা অধোস্তরী–ভাষা হিসাবে মিঠাপুকুরের ভাষা ছিল রাজবংশী ভাষা, যা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এই রাজবংশী ভাষীরা ভোট জাতির শাখা বোড়ো জাতি, যারা তিব্বত হয়ে খৃষ্ট পূর্ব প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে আসাম ও পূর্ব–উত্তর বঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য মিঠাপুকুর উপজেলা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে খৃস্ট পূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে আর্যীকরণ ঘটতে থাকে। অন্যদিকে ২০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাগধী– প্রাকৃত –অপভ্রংশের আঞ্চলিক বিভেদ থেকে কামরূপী প্রাকৃত গড়ে ওঠে। এই কামরূপী প্রাকৃতের সঙ্গে বোড়ো জাতির বোড়ো ভাষার মিশ্রণে প্রত্ন–রাজবংশী ভাষার উদ্ভব ঘটে–এই প্রক্রিয়া চলে ৭ম শতক পর্যন্ত। ততদিনে বাংলা ভাষার চর্যাপদের রূপ গড়ে ওঠে এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রত্ন–রাজবংশী ভাষায় প্রবেশ করে। অত:পর রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলা ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজবংশী ভাষার উদ্ভব হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র রূপ লাভ করে। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বাংলা ভাষার প্রভাবে রাজবংশী ভাষার আরও ভাষা–সরণ ঘটতে থাকে। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে মধ্যযুগীয শব্দ এবং বাংলার কৃতঋণ আরবি–ফার্সি–পর্তুগিজ–ইংরেজি–ফরাসি প্রভৃতি শব্দ মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশ করে এবং ভাষা-সরণের মাধ্যমে রাজবংশী ভাষার স্থানচ্যুতি ঘটে। তবে এখনো মিঠাপুকুরের উপভাষায় অনেক রাজবংশী রূপমূল বিদ্যমান। এই হিসাবে মিঠাপুকুর উপজেলার ভাষীরা বাংলা তথা উপরিস্তরী –ভাষার প্রচুর রূপমূল ও শব্দগঠনের নিয়ম গ্রহণ করে রাজবংশী ভাষাকে বাংলা ভাষার উপভাষায় পরিণত করে। রাজবংশী ভাষার ভাষা–সরণ ঘটে মূলত সংকেত পরিবর্তন এবং সংকেত–মিশ্রণের মাধ্যমে। মিঠাপুকুরের উপভাষায় সর্বনামবাচক উত্তম পুরুষের কালসূচক ক্রিয়াপদে সংকেত- –মিশ্রণ বিদ্যমান। এক্ষেত্রে বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে রাজবংশী বিভক্তি যুক্ত হয়। তবে অধিকাংশ ক্রিয়াপদগুলির ক্রমান্বয়ে রাজবংশী –বিভক্তি– মুক্তি ঘটেছে। মিঠাপুকুরের উপভাষা সংকেত পরিবর্তনের মাাধ্যমে যাংলা ভাষার শব্দাবলি গ্রহণ করেছে । বিভাজিত রূপমূল, অতিরিক্ত রূপমূল গঠনকালে বাংলা ভাষার নিয়ম গ্রহণ করে। "ঘর" ও "খ্যান" ব্যতিত অন্যান্য বাংলা নির্দেশকগুলি মিঠাপুকুরের ভাষায় প্রবেশলাভ করেছে। "মুঁই", "হামার", "হামরা", "হামারঘর" ব্যতিত অপর সকল সর্বনামবাচক রূপমূলগুলি বাংলা ভাষা থেকে আগত। অব্যয়বাচক পদগুলি বাংলা ভাষা থেকে আগত। সম্বন্ধবাচক পদ হিসাবে "রই" ও "বাহে" এখনো মিঠাপুকুরের অধোস্তরী –ভাষা তথা

রাজবংশী ভাষার চিহ্ন বহন করছে। বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের একবচনে "কর" ধাতুতে "-অং" এবং ঘটমান বর্তমান কালে "-ওচোং" রাজবংশী বিভক্তি যুক্ত হয়, তবে কালসূচক অপর সব বিভক্তি বাংলা ভাষার তদ্ভবরূপ । কারকের ক্ষেত্রে কর্মকারকের "-ক" ও করণ কারকের "-ত" এবং অধিকরণ কারকের "-ত" রাজবংশীজাত, অপরাপর বিভক্তিগুলি বাংলা ভাষা থেকে আগত। রূপমূলের দ্বিরুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের দ্বিরুক্তি গঠনের নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। মিঠাপুকুরের উপভাষায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি বাংলা ভাষা থেকে আগত। প্রায় ১২-১৪ শত বছর ধরে মিঠাপুকুরের মূল ভাষা (Base Language) তথা রাজবংশী ভাষার ভাষা সরণ ঘটে এবং অবশেষে বাংলা ভাষার উপভাষায় পরিণত হয়। বর্তমানে উপরিস্তরী -ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার রূপমূল ৮৯.৫৪% এবং অধোস্তরী-ভাষা হিসাবে রাজবংশী ভাষার রূপমূল মোট রূপমূলের তুলনায় ১০.৪৬%, অর্থাৎ বর্তমানে বোড়ো উৎসজাত রাজবংশী রূপমূল (১০.৪৬%) ও বাংলা ভাষার রূপমূল এবং আরবি-ফার্সি-পর্তুগিজ-ফরাসি-ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার রূপমূল (মোট ৮৯.৫৪%) মিলে বর্তমান মিঠাপুকুরের ভাষা বাংলা ভাষার একটি বৈচিত্র্যময় উপভাষায় পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য– নির্দেশ

আহমদ, রবীউদ্দিন (২০০১) । “শব্দসংগ্রহ” । আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (দ্বিতীয় খণ্ড*), (পৃ.২৬২–২৭৩), ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আলী,জিনাত ইমতিয়াজ। (২০০১)। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.)। (২০০১)।“ ভূমিকা ”। *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (প্রথম খণ্ড),* (পৃ. ৮), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

আসাদ, আসাদুজ্জামান ও রহিম, আব্দুর। (২০০৭) । “ সিলেটের উপভাষা ”। মোরশেদ, আবুল কালাম (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬*,(পৃ.১৭৫–১৯৫), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক

ইসলাম, রফিকুল। (১৯৯৮) । *ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী

ইসলাম, তালুকদার আমিনুল। (২০০৭) । “ ফরিদপুরের উপভাষা”। মোরশেদ, আবুল কালাম (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬*, (পৃ.২০০৮–২১৯), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

কাব্যভূষণ, রাজকুমার (২০০১)। “ গ্রাম্যশব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য শব্দাদি সংগ্রহ ”। আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (দ্বিতীয় খণ্ড),* (পৃ.২৬২–২৭৩), ঢাকা ; আগামী প্রকাশনী

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ। (২০০১) । *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস* । কলকাতা : করুণা প্রকাশনী

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৯৬২)। *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* । কলকাতা : রূপা

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৯৯১)।“বোডো জাতি ”। *সাংস্কৃতিকী (তৃতীয় খণ্ড*), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, মুনীর ও অন্যান্য। (১৯৮৩) । *বাংলা ব্যাকরণ* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী

জলিল, মুহম্মদ আব্দুল। (২০০১) *। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত*। ঢাকা : বিশ্বসাহিত্যভবন

জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম। (২০০৭)। "কুষ্টিয়ার উপভাষা "। মোরশেদ, আবুল কালাম (সম্পা.) *ভাষা ওসাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬,* (পৃ.৯৭–১০৯) , ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম। (২০০৭)। " যশোরের উপভাষা"। মোরশেদ, আবুল কালাম (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–*৬, (পৃ.১১–১২৩) , ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

জেলা প্রশাসন, সম্পা.। (২০০০)। *রংপুর জেলার ইতিহাস*। রংপুর : রংপুর জেলা প্রশাসন

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ। (২০০১) । " উপসর্গের অর্থবিচার "। আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.*) বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (প্রথম খণ্ড*), (পৃ ২৮৪–৩৩০), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০১) । " বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত " । আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (প্রথম খণ্ড*), (পৃ. ৩৩৮–৩৫০), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০১) । "ধ্বন্যাত্মক শব্দ "। আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (প্রথম খণ্ড)*, (পৃ. ৩৩১–৩৩৭), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

তর্করত্ন, মথুরানাথ। (২০০১) ।" শব্দ সংগ্রহ" । আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (প্রথম খণ্ড)*, (পৃ. ১২১–১৩২), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

নাথ, মৃণাল। (১৯৮৯)। *সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা* । ঢাকা : বাংলাদেশ ভাষা সমিতি

নাসরীন, সালমা। (২০০৭)। "ময়মনসিংহের উপভাষা"। মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬,* পৃ.(১৫১–১৭৩), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাটি

Dhaka University Institutional Repository

ফেরদৌস, জান্নাতুল। (২০০৭) ।" বগুড়ার উপভাষা"। মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬*, (পৃ.৪৩–৫৯), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বর্মা, দেবেন্দ্রনাথ। (২০১২) । *রাজবংশী ভাষার ইতিহাস* । কলকাতা : সোপান

বন্দ্যাপাধ্যায়, ললিতকুমার। (২০০১) "ব্যাকরণ বিভীষিকা "। আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (প্রথম খণ্ড*), (পৃ. ৪১০–৪৩৬), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ। (২০০১)। "শব্দসংগ্রহ"। আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (পৃ.২২১–২৪২), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

বিশ্বাস, অশোক । (২০০৮*) । বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা

বিশ্বাস, অশোক। (২০০৫) । *বাংলাদেশের রাজবংশী : সমাজ ও সংস্কৃতি* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী

ভট্টাচার্য্য, শিশির। (২০১৩) । *অন্তরঙ্গ ব্যাকারণ* । ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

ভৌমিক, শান্তিরঞ্জন। (২০০৭) । " কুমিল্লার উপভাষা"। মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬*, পৃ.(২২১–২২৯), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

ভুঁইয়া,শাহ্ জামাল । (২০০৭) ।"নোয়াখালীল উপভাষা "। মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬*, (পৃ. ২২৯–২৭১), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

মজুমদার, পরেশচন্দ্র । (২০০৮)। *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

মজুমদার,পরেশচন্দ্র। (২০০৮) । *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (দ্বিতীয় খণ্ড)* । কলকাতা :দে'জ পাবলিশিং

মজুমদার, পরেশচন্দ্র । (১৯৯৫)। *আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে।* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

মজুমদার, পরেশচন্দ্র (২০০০) । *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ* । কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

মল্লিক,মোহাম্মদ নূর। (২০০৭) ।" বরিশালের উপভাষা "। মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬, পৃ.(২৩২–২৪৭)*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান । (১৯৯৪)। *উপভাষা চর্চার ভূমিকা* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী

মনিরুজ্জআমান। (২০০৭)।" চট্টগ্রামের উপভাষা "। মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬, (পৃ. ২৭৩–২৮৭),* ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর। (১৯৮৫)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব।* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

মোরশেদ, আবুল কালাম। (১৯৯৪)। " বাংঙালীর উপভাষা চিন্তা"। মুসা, মনসুর (সম্পা.) *বাংলীর বাংলাভাষা চিন্তা* , (পৃ.২৪৮), ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি

মহসিন, মো.। (২০০৭)। " ঢাকাই উপভাষা"। মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) ভাষা ও সাহিত্য, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬,* (পৃ. ১৯৮–২০৫), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

রহমান, মিজানুর। (২০০৭)। "খুলনার উপভাষা" । মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬*, (পৃ. ১২৫– ১৪৯), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

রহমান, মুহ. হামিদুর। (২০০৭)। " রংপুরের উপভাষা " । মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬*, (পৃ. ১৮–৪২), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

রায়, নীহাররঞ্জন (২০০১)। বাঙ্গালীর ইতিহাস । কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রচন্দ্র । (২০০১)। " রঙ্গপুরের দেশীয় শব্দ"। আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (দ্বিতীয় খণ্ড), (পৃ.২২১–২৪২), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

রায়, প্রণবেশ। (২০০১)। "অনুবাদত্মক সমাস"। আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) বাঙলা ভাষা , *বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (দ্বিতীয় খণ্ড),* (পৃ .৪৯২–৪৯৯), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন (১৩৬৮)। *সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী

Dhaka University Institutional Repository

শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ (১৯৯৯) । *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ।* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স

শ’, রামেশ্বর (১৯১৪) । *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* । কলকাতা : পুস্তক বিপণি

সরকার, পবিত্র ও ইসলাম, রফিকুল (সম্পা) (২০১২) । *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (প্রথম খণ্ড)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

সরকার, পবিত্র (২০০৬*) । বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ* । কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং

সরকার, পবিত্র (১৯৯৯) । *ভাষামনন : বাঙালি মনীষা* । কলকাতা : পুনশ্চ

সরকার, তপতীরানী (২০১৩) । *বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার : অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী

সেন, সুকুমার (১৯৯৫) । *ভাষার ইতিবৃত্ত* । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

হক, নাজমূল (২০০৭) । “ দিনাজপুরের উপভাষা ” । মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.*) ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬, (পৃ.১– ১৫)*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

হক, মহম্মদ দানীউল (২০০০*) । ভাষাবিজ্ঞানের কথা ।* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স

হাই, মুহম্মদ আব্দুল (২০০১) । “ঢাকাই উপভাষা” । আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা , বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন [১৭৪৩–১৯৮৩] (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (পৃ. ১২১–১৩২), ঢাকা : আগামী প্রকাশনী

হোসেন, মোহাঃ মোকবুল (২০০৭) । “ রাজশাহী ও পাবনার উপভাষা” । মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (সম্পা.) *ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা–৬*, (পৃ.৮৮– ৯৫), ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

ইংরেজি গ্রন্থ :

Anderson, Stephen R.(1995). *A-morphous Morph*ology . New York: Cambridge

Dhaka University Institutional Repository

University Pres

Chatterji, Suniti kumar. (2011). *The origin and development of the Bengali language*. Delhi : Rupa Publications Ltd. India.

Chatterji, Suniti kumar. (1951*). Kirat-Jana-Krti* . Calcutta : The Asiatic Society .

Choudhary, P.K.(2013). `` causes and Effects Of Super-stratum Language , With reference to Maithili.'' *The Journal Of Indo-European studies.Vol 41, number 3 & 4, fall/ winter 2013 .*

Das, Niladri .(2015*). Descriptive Study of Bengali Words* . Delhi : Cambridge University Press.

HALDAR, GOPAL. (1986) . *A Comparative grammar Of East Bengali Dialects*. Calcutta : Puthipatra

Gleason ,H.A. (1983) . *An introduction to Descriptive language*. Florida : The Hartford seminary foundation .

Grierson, G.A.(1988). *Linguistic Survey of India. Vol. v . Delhi* : Motilal Banarssidas

Grierson, G.A.(1988). *Linguistic Survey of India. Vol. v . Part I. P. 174, 183, 188*. Delhi : Motilal Banarssidas

Haspelmath, Martin & Sims , Andrea D. (2015). *Understanding morphology* . New York: Routledge

Dhaka University Institutional Repository

J.K Chambers, Trudgill, Peter. (1994). *Dialectology*. NewYork : The Press Syndicate Of the University of Cambridge

Trudgill, Peter .(1994*). Dialectology* . New York : The Syndicate of the University of Cambridge.

KURATH , HANS. (1939). *HANDBOOK OF THE LINGUISTIC GEOGRAPHY OF NEW ENGLAND* . Washington, DC : AMERICAN COUNCIL OF LEARNED SOCIETES.

Lieber, Rochelle. (2010) *. Introducing Morphology* . New York : Cambridge University Press.

La Polla, R. J. (2009). " Causes and Effects of sub-stratum, super-stratum and ad-stratum influence, with reference to tebto-Burmon Languages.'' *Senri Ethnological Studies 75, 227-237. Issues in Tebeto-burmon historical linguistics*.

McMahon,April M.S. (1999). *UNDERSTANDING LANGUAGE CHANGE*, NewYork : Cambridge university Press.

Mathews, P.H. (1994) *. Morphology. NewYork* . CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

NIDA, EUGENE A . (1949*). Morphology, The Descriptive Analysis of Words.* Michigan : Malloy, Inn. , Arbor, Michiga.

অভিধান ও শব্দকোষ

Dhaka University Institutional Repository

পাল, ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র (১৯৬৭) । *বাংলা সাহিত্যে আরবি–ফারসি শব্দ* । ঢাকা : বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বন্দ্যোপাধ্যায় , হরিচরণ (২০১১) । *বঙ্গীয় শব্দকোষ, (প্রথম খণ্ড)* । দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি

বন্দ্যোপাধ্যায় , হরিচরণ (২০১১) । *বঙ্গীয় শব্দকোষ, (দ্বিতীয় খণ্ড)* । দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি

রশিদ,হাবিবুর (১৯৭৬) । *ভাষা ও সাহিত্য : পরিভাষা কোষ* । ঢাকা : বাংরা একাডেমী

হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামূল, লাহিড়ী, শিব প্রসন্ন (সম্পা.) (১৯৯২) । *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক অভিধান* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী

শরীফ, আহমদ (সম্পা.) (১৯৯২) । *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত অভিধান* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা

শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদদ (সম্পা.) (১৯৭৪) । *বাংলাদেশের অঞ্চলিক ভাষার অভিধান, স্বরবর্ণ অংশ ও ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ [ক–জ]* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউস ঢাকা

শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদদ (সম্পা.) (১৯৭৪) । *বাংলাদেশের অঞ্চলিক ভাষার অভিধান, স্বরবর্ণ অংশ ও ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ [ত–হ্যা* । ঢাকা : বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউস ঢাকা

পত্রিকা

আরা, গুলশান ও খায়রুন্নাহার খন্দকার (২০১৯) । " বাংলা শব্দগঠন বিচার" । রশীদ, হারুন (সম্পা.) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, পৃ.১৩৭–১৬৫, সংখ্যা : ১০০*

মনিরুজ্জামান (২০১৮) । " মারমা–মব্দরূপ : ভূমিকা " । *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা, বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৯, ৭–২৭*

আদমশুমারি রিপোর্ট (২০০১ ও ২০১১) , বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো , মিঠাপুকুর উপজেলা সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭, ঢাকা